জয়দেবের জীবন চরিত সম্বলিত গীতগোবিন্দ গীতাবলীর

স্বরলিপি।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামি কর্ত্তৃক

সংযোজিত ও মুদ্রিত।

"যদিহরিস্মরণে সরসংমনো যদিবিলাসকলা সুকুতূহলং।
মধুর কোমলকান্তপদাবলীং শৃণুতদা জয়দেব সরস্বতীং"॥

কলিকাতা।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়।

প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৭৯১।

আষাঢ়।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

মদেকাশ্রয়বর।

রাজশ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর মহোদয়।

মহোদয় ভবদীয় আদেশে আমি এই গীতগোবিন্দ গীতাবলীর স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া আপনকারই সম্পূর্ণ সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম, ইহার কৃতজ্ঞতা ঋণে আমি আপনকার নিকটে যে কতদুর পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিলাম তাহা এক মুখে বলিয়া উঠিতে পারি না, তবে মহোদয় সমীপে সর্ব্বদা আমার ইহাই বক্তব্য "অহমিব ভবতো বহবো মমতু ভবানিব ভবানেব। ইন্দোঃ কতি কুমুদিন্যঃ কুমুদিন্যা বিধুরিব বিধুরেব"॥ ইতি সন ১২৭৮ সাল জ্যৈষ্ঠ॥

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥

মঙ্গলাচরণং ।

শ্রীগোপীজনবল্লভং মুরহরং রামানুজং মাধবং গোবিন্দং ব্রজবালক প্রিয়তমং পীতাম্বরং কেশবং। বিশ্বেশং বিধিশঙ্করার্চ্চিতপদং কৃষ্ণং বরেণ্যং বিভুং বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ১ ।

দৈত্যারিং ত্রিগুণাত্মকং গুণনিধিং রাধাপতিং নির্গুণং গোপেশং গরুড়াসনং সুরগণানন্দপ্রদং বামনং। ভক্তানা মঘনাশনং শিবকরং ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈঃসদা বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ২ ।

গন্ধর্ব্বাশ্বমুখাপ্সরঃ সুরগণৈর্ব্বন্দ্যং জগৎপালকং সংসারার্ণব তারকং সুরসখং সত্যব্রতং চিন্ময়ং। কঞ্জাক্ষংস্মিতচারু চন্দ্রবদনং ভৃত্যার্ত্তিহং কামদং বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ৩ ।

যজ্ঞেশং জলদপ্রভং কলিহরং ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তিদং শ্যামং রাসবিহারিণং গিরিধরোপেন্দ্রং সরোজেক্ষণং। সংসারোদ্ভব সংক্ষয় স্থিতিকরং জন্মাঙ্কুরোন্মূলনং বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ৪ ।

বেদ্যং বেদময়ং ত্রিলোক জনকং দারিদ্র বিদ্রাবণং কৃষ্ণং কালিয়মর্দ্দনং কুবলয় প্রধ্বংসনং যাদবং। বৃষ্ণীনাং কুলদীপকং ত্রিজগতামীশঞ্চ কংসান্তকং বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ৫ ।

বংশীবাদ্য বিনোদিনং ব্রজবধূসঙ্গং শুভাঙ্গং শুভং শ্রীবৎসাঙ্কধরং গদাবরকরং চিন্তামণিং চক্রিণং। পাঞ্চালীভয়নাশনং মধুরিপুং চানূর নিষ্পেষণং বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ৬ ।

পৃথ্ব্যাকাশ জলানিলানল মহত্তত্ত্বাতিরিক্তং পরং ব্রহ্মণ্যং মথুরেশ শেষশয়নং বিশ্বম্ভরং শ্রীপতিং। বৈকুণ্ঠংবনমালিনং নটবরং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতং বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ৭ ।

মৎস্যং কূর্ম্ম বরাহকং নরহরিং দর্পাপহং বামনং রামং সূর্য্যকুলোদ্ভবং ভৃগুপতিং শুভ্রাভ সঙ্কর্ষণং। বুদ্ধং ম্লেচ্ছহরং দশাকৃতি ধরং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণং বন্দে বিশ্বময়ং পুরাণপুরুষং গোলোকনাথং হরিং ॥ ৮ ।

শুদ্ধা যদ্‌গুণবর্ণনে সুরগণা ব্রহ্মাদয়শ্চাক্ষমা বেদব্যাস পরাশর প্রভৃতয়শ্চান্যে কবীন্দ্রাদয়ঃ। মর্ত্ত্যা বালিশ বুদ্ধয়োপি বচসা কুর্ব্বন্তি যদ্বর্ণনং তেষাং তজ্জনিতাপরাধ নিচয়ং বিষ্ণোধুনা খণ্ডয় ॥

জয়দেব চরিত।

বীরভূমের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের (১) উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব (২) গ্রামে বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধকবি মহাত্মা জয়দেব জন্ম পরিগ্রহ করেন (৩) এই গ্রাম (কেন্দুবিল্ব) কেন্দুলি নামেই প্রসিদ্ধ। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামা দেবী (৪); ভোজদেব, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত পঞ্চ ব্রাহ্মণের (৫) অন্যতরের সন্তান ও অপেক্ষাকৃত কুলমান সম্পন্ন ছিলেন। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ নির্ণয় করা যায় না।

---

(১) অজয়নদ ভাগীরথীর শাখা। "এই নদ ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রথমতঃ সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণ দিকে, তৎপর বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।" বঙ্গদেশের বিবরণ।

(২) ঐ গ্রাম বীরভূমের প্রধাননগর, সুরি হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। কেন্দুবিল্বে রাধাদামোদর নামে একটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানকে বৈষ্ণবেরা পরম পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

ডবলিউ ডবলিউ হাণ্টার প্রণীত "এনালস্ অব্ রুরাল বেঙ্গল" গ্রন্থের পরিশিষ্ট। ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

(৩) "বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব সমুদ্রসম্ভব রোহিণী রমণেন।"
গীতগোবিন্দ। তৃতীয় সর্গস্থ প্রথম সঙ্গীতের অষ্টম পরিচ্ছেদ (কলি)॥

(৪) কাব্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ মুদ্রিত গীতগোবিন্দের সমাপিকাতে রাধাদেবী তনয় বলিয়া জয়দেবের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বামাদেবী নামেরই অপেক্ষাকৃত প্রামাণ্য।

(৫) ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ। বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে এই পাঁচটী ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

লাটীণ ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদকর্ত্তা অধ্যাপক লাসন্ সাহেব অনুমান করেন, জয়দেব খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধেকাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরন্তু সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, জয়দেব গৌড়াধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের (৬) সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বস্তুতঃ লক্ষ্মণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারে প্রস্তর ফলকে খোদিত যে একটী শ্লোক (৭) আছে, তদ্দর্শনে জানিতে পারা যায় যে জয়দেব উক্ত রাজার পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। ঐ শ্লোকে অপর যে কএকটী পণ্ডিতের নাম লিখিত আছে, জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দের প্রারম্ভেও তাঁহাদিগের নাম এবং গুণাগুণের পরিচয় জানিতে পারা যায় (৮)। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভায় বর্ত্তমান না থাকিলে, তৎপ্রণীত গ্রন্থে অন্য নাতিপ্রসিদ্ধ চারিরত্নের গুণাগুণের পরিচয় থাকা নিতান্ত অসম্ভব। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সনাতন গোস্বামির মত দৃঢ়তর হইতেছে বটে কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের সহিত ইহার ঐক্য হইতেছে না। যেহেতু জয়দেবের জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় অবস্থানের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ জয়দেব, স্বনামখ্যাত-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তয়িতা রামানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন (৯) সেই রামানন্দ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর

(৬) ভারত ইতিহাস প্রণেতা মার্শম্যান্ সাহেবের মতে, লক্ষ্মণ সেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(৭) "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণোজয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥"
সঙ্গীতসারের ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেবএব শরণঃ শ্লাঘ্যোদুরূহ দ্রুতেঃ।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥"

(৯) এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চ। ষোড়শখণ্ড। শ্রীযুক্ত হোরেস্ হিমেন্ উইলসন্ লিখিত "রিলিজিয়ন্ অব্ দি হিন্দুস্" নামক প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

শেষার্দ্ধে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন (১০) এরূপ অনেক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন রামানন্দ রামানুজের (১১) শিষ্য, এতদনুসারে রামানন্দ রামানুজের পরম্পরাগত শিষ্য শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যার পঞ্চম ব্যক্তি। যথা,-রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ এবং রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ (১২) এই বাক্যে বিশ্বাস করিলে রামানন্দ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হন কিন্তু এটী আবার অন্য মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে; যেহেতু রামানন্দের শিষ্য কবীর, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রূপে বিখ্যাত ছিলেন (১৩) সুতরাং তাঁহার গুরু রামানন্দের খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান থাকা অধিকতর সম্ভাবিত (১৪)। জেনারেল্ কনিঙ্গহাম্ গে গ্রাউন্ (গঙ্গারন্) দেশের রাজা ও রামানন্দের শিষ্য পিপাজীর (১৫) সময় নিরূপণ-পত্রিকা হইতে গণনা করিয়া খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ রামানন্দের তিরোভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৬) এই কএকটী প্রমাণানুসারে বিবেচনা করিলে জয়দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হন। যাহা হউক অনেকেই কেবল অনুমান দ্বারা এই বিষয়ের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ই আশানুরূপ-প্রমাণগর্ভ নহে; সুতরাং এতদ্বিষয়ে মাদৃশজনের বাগ্‌জাল বিস্তার করা নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা

(১০) এসিয়াটিক রিসার্চ্চ। ষোড়শখণ্ড। ৩৭পৃষ্ঠা।

(১১) ইনি (রামানুজ) খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেস্ ১৬ বালাম ২৮ পৃষ্ঠা।

(১২) ভক্তমালের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। ভক্তমাল মতে প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবাচার্য্য, তৃতীয় রাঘবানন্দ, চতুর্থ রামানন্দ।

(১৩) কবীর, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। এসিয়াটিক রিসারচ্চেস্ ষোড়শ কাণ্ড। ৫৯ পৃষ্ঠা।

(১৪) রামানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ট্রাবলস্ অব্ এ হিন্দু প্রথম খণ্ড ৫৭পৃষ্ঠা।

(১৫) ইনি ১৩৬০ এবং ১৩৮৫খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ট্রাবলস্ অব এ হিন্দু নামক গ্রন্থের প্রথম বালাম ৫৭ পৃষ্ঠা।

(১৬) ভোলানাথ চন্দ্র প্রণীত ট্রাবলস্ অব্ এ হিন্দু নামক গ্রন্থ প্রথম বালামের ৫৭পৃষ্ঠা।

প্রদর্শন মাত্র। তবে যদি প্রাচীন পণ্ডিতের মতই অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হয়; তাহা হইলে শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামির নির্দ্দিষ্ট সময়কেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

জয়দেবের বাল্যাবস্থার বিবরণ নিতান্ত অপরিজ্ঞেয়। কেহ কেহ (১৭) লিখিয়াছেন যে, জয়দেব (১৮) পঠদ্দশায় একএক পক্ষান্তে স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন বলিয়া "পক্ষধরমিশ্র" নামে অভিহিত হন। সংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ফিট্‌জ্ এড্‌ওয়াড্ হল্ সাহেবও এই জয়দেবকে "পক্ষধর মিশ্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১৯) কিন্তু "পক্ষধর মিশ্র" গীতগোবিন্দকার জয়দেবের উপাধি নহে; এটী প্রসন্নরাঘব নাটক কর্ত্তা জয়দেবেরই উপাধি। গীতগোবিন্দকার এবং প্রসন্ন রাঘব গ্রন্থকার এই উভয় জয়দেবই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনায় আপনাকে তার্কিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২০) "চিন্তামণির আলোক" (শব্দখণ্ড) নামক ন্যায়গ্রন্থের টীকা "পক্ষধরমিশ্র" কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে (২১) সুতরাং "পক্ষধর মিশ্র" প্রসন্নরাঘব কর্ত্তা জয়দেবেরই উপাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।

গীতগোবিন্দকার জয়দেবের ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়নের প্রমাণ কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ন্যায়নির্ব্বদ্ধমতির এতাদৃশ অনন্যাদৃশ রচনা লালিত্য কে অনুমান করিতে সাহস করে। যাহা হউক জয়দেব অচিরাৎ সংসারাশ্রমে বিরাগী হইয়া পরিব্রাজকতায় নিযুক্ত হন। কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বও গ্রহণ করে; জয়দেব

(১৭) কাব্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ।

(১৮) গীতগোবিন্দকার।

(১৯) উক্ত ভূমিকার ৬৩পৃষ্ঠা।

(২০) "—মন্বয়ং প্রমাণপ্রবীণোঽপিজ্ঞয়তে তদিহ
চন্দ্রিকা চণ্ডাতপয়োরিব কবিতাতার্কিকত্বয়োরেকাধিকরণতা
মালোক্য বিস্মিতোঽস্মি।"

প্রসন্ন রাঘবের প্রস্তাবনা।

(২১) "যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ছাত্রঃ পক্ষধরমিশ্রশ্চিন্তামণেরালোককারঃ।"

শব্দকল্পদ্রুম। দ্বিতীয়খণ্ড। ১৭৯১পৃষ্ঠা।

গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিষ্যগণ সহ নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহার এক শতাব্দী পরে সুবিশ্রুত চৈতন্যদেব জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন; জয়দেবও সেইরূপ সম্প্রদায় নিবদ্ধ করিতে সবিশেষ প্রয়াসবান হইয়াছিলেন। যাহা হউক, জয়দেব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া তত খ্যাতি লাভ করেন নাই, কবিনামেই অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

জয়দেবের বিবাহ বিবরণ নিতান্ত অদ্ভুত। একজন ব্রাহ্মণ অনপত্যতানিবন্ধন বহুকাল জগন্নাথদেবের আরাধনা করিয়া একটী কন্যা লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, দুহিতার নাম পদ্মাবতী রাখিয়া যথাবিধি লালন পালন করিতে লাগিলেন অনন্তর বিবাহ-যোগ্য কালে আত্মজাকে জগন্নাথ দেবের নামে উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিতে ছিলেন, পথিমধ্যে জগন্নাথ কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে "জয়দেব নামক আমার একজন সেবক তিনি এক্ষণে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় লইয়াছেন; তাঁহাকেই তুমি দুহিতা সম্প্রদান কর," ব্রাহ্মণ এই আজ্ঞায় আত্মজাসহ জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। যতিবেশধারী জয়দেব গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন কিরূপে দার পরিগ্রহ করেন তজ্জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও ব্রাহ্মণ সেকথা না শুনিয়া কুমারীকে তাঁহার (জয়দেবের) নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কামিনীকে তদীয় অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে পদ্মাবতী উত্তর করিলেন—"যখন আমি পিতৃগৃহে ছিলাম তখন কেবল তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনার সেবা ও তুষ্টি সাধন ব্যতীত আমার আর কিছু কর্ত্তব্যান্তর নাই, আপনি পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনার চরণ-সেবিকা হইয়া থাকিব (২২)। জয়দেব উপায়ান্তর না দেখিয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করত গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন কথিত আছে এই সময় তিনি আরাধ্য

(২২) পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ আজ্ঞা।
তুমি মোর স্বামী মোর এইত প্রতিজ্ঞা॥
তুমি যদি করত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব॥
ভক্তমাল
দ্বাদশমালা।

নারায়ণদেব বিগ্রহ সেই স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। জয়দেবের স্বীয় কবিত্ব শক্তির নিকষভূত "গীতগোবিন্দ" মহাকাব্য রচনার কালও এই। কেহ কেহ (২৩) বলেন, জয়দেব "গীতগোবিন্দ" ব্যতীত "চন্দ্রালোক" অলঙ্কার, প্রসন্ন রাঘব নাটক এবং একখানি সামান্য ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু এটী প্রমাণ ও যুক্তি-গর্ভ নহে। যেহেতু চন্দ্রালোক অলঙ্কার পীযুষবর্ষ প্রনীত (২৪) প্রসন্ন রাঘব নাটক যে অন্য এক জয়দেবের কৃত এবং সেই জয়দেবই যে নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা এই প্রস্তাবের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জয়দেব প্রসন্নরাঘবের প্রস্তাবনাতে বিদর্ভ নগর বাসী মহাদেব তনয় বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (২৫) সুতরাং এই জয়দেবের সহিত কেন্দুবিল্ব প্রভব ভোজদেব তনয় জয়দেবের অভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না। গীতগোবিন্দ ও প্রসন্ন রাঘবের রচনা দেখিলেই বোধ হয় যে, এই দুই গ্রন্থ এক জনের লেখনী মুখ বিনির্গত নহে। কেবল নামের সৌসাদৃশ্যানুসারেই "প্রসন্নরাঘব" গীতগোবিন্দকার জয়দেবের রচিত বলিয়া বিদর্ভবাসী জয়দেবের কবিকীর্ত্তি লোপ করা নিতান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক। যাহা হউক, জয়দেব পত্নীসহ কিছুকাল গৃহে অবস্থান করিয়া স্বীয় আরাধ্য দেব মুর্ত্তির উদ্দেশে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ ধন সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার পরিভ্রমণে মনোনিবেশ করিলেন। ঐ উদ্দেশ্য সাধনার্থ কতিপয় মুদ্রাও সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহার বাসনা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হয় নাই। তিনি কেবল বৃন্দাবন ও জয়পুরে (২৬) গিয়াছিলেন।

(২৩) কাব্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ (উক্ত পণ্ডিত মুদ্রিত গীতগোবিন্দ ভূমিকা)।

(২৪) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মুদ্রিত কাব্যপ্রকাশ ভূমিকার ৩পৃষ্ঠা।

(২৫) "বিলাসো যদ্বাচা মসমরসনিষ্যন্দমধুরঃ
কুরঙ্গাক্ষী বিম্বাধর মধুরভাবং গময়তি।
কবীন্দ্রঃ কৌণ্ডিন্যঃ সতবজয়দেবঃ শ্রবণয়ো
রয়াসীদাতিথ্যং নকিমিহ মহাদেব তনয়ঃ॥"
প্রসন্নরাঘব প্রস্তাবনা।

(২৬) "বৃন্দাবনধাম দেখি পুলক হইলা।
কেসিঘাট সন্নিধানে আনন্দে থাকিলা॥"
* * * * * * * *
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।

কিন্তু পরিশেষে দস্যুগণ পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিতান্ত দুরবস্থান্বিত করত তদীয় সঞ্চিত মুদ্রা লইয়া প্রস্থান করে। কথিত আছে, দস্যুগণ জয়দেবের হস্ত পদ ছেদন করিয়া দিয়াছিল। এক জন রাজা, জয়দেবকে পথিমধ্যে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া আপনার রাজধানীতে আনয়ন করিলেন এবং সবিশেষ শুশ্রূষা করত তাঁহার সুস্থতা সম্পাদন করিয়া দিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণ পরিব্রাজক যতিবেশে আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া উল্লিখিত রাজধানীতে সমুপস্থিত হয়। জয়দেব তাহাদিগকে স্বধনাপহারক দস্যু বলিয়া চিনিতে পারিলেন. এই সময়ে তিনি অনায়াসেই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ-বিলসিত করুণাপূর্ণ-অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ক্রোধের আবির্ভাব হইল না। প্রত্যুত যথোচিত দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাজার দুই জন অনুচর তাহাদিগকে উক্ত রাজাধিকৃত রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইল। আততায়ির প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রদর্শন নিতান্ত অশ্রুতপূর্ব্ব। এই ঘটনাটী জয়দেবের ক্ষমাগুণের বিলক্ষণ পরিচায়ক।

ভক্তমালের দ্বাদশ মালায় ও এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেস্ ষোড়শ খণ্ডে এই প্রসঙ্গে জয়দেবের দস্যুচ্ছিন্ন হস্ত পদ পুনরুত্থান বিষয়ক একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী রচিত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে বর্ণন করা অসাময়িক ও অসঙ্গত হইবে না বলিয়া যথাবৎ বিবৃত হইল। পূর্ব্বোক্ত অনুচরদ্বয় জয়দেব কর্ত্তৃক পরিচিত হইবার কারণ দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর প্রদান করিল,—আমরা পূর্ব্বে এক রাজ সংসারে জয়দেবের অধীনে নিযুক্ত ছিলাম। রাজা কোন অপরাধে জয়দেবের মৃত্যু দণ্ড ব্যবস্থা করিয়া তৎ সম্পাদনের ভার আমাদিগের প্রতি অর্পণ করেন। কিন্তু আমরা করুণা-পরতন্ত্রতা নিবন্ধন তাঁহাকে একেবারে প্রাণবিযুক্ত না করিয়া কেবল মাত্র হস্তপদ ছেদন করিয়াছিলাম। সেই কৃতজ্ঞতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ আমাদিগের প্রতি এইরূপ সদয়-হৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। দস্যুগণ এই সকল কথা বলিবা মাত্র অধিষ্ঠান ভূতা পৃথিবী দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে স্বকুক্ষিগত করিলেন।

ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে॥"

ভক্তমাল।
দ্বাদশমালা।

অনুচরদ্বয় এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। এই সময়ে ধার্ম্মিকবর জয়দেবেরও হস্তপদ পুনরুত্থিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। রাজা ইহাতে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে জয়দেব তাঁহার নিকট দস্যু ঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। বোধ হয়, জয়দেবের সদয়-হৃদয়তা জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাসটি বিরচিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ ধর্ম্মবিৎ জয়দেব যেরূপ পবিত্র-হৃদয় ও দয়াবান্ ছিলেন, তাহাতে এ প্রকার উপন্যাস প্রচরদ্রূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জয়দেব আবাসবাটী হইতে পত্নীকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট দশা বিপর্য্যয় উল্লঙ্ঘন করিবার কাহারও সাধ্য নাই; এই সময়ে তাঁহার ভার্য্যা পদ্মাবতী অকস্মাৎ আত্মঘাতিনী হইলেন। ইহার কারণ পরিজ্ঞাত নহে। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, জয়দেবের মিথ্যা মৃত্যু সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পতিপ্রাণা পদ্মাবতী দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরিশেষে জয়দেব তাঁহাকে "কৃষ্ণনাম" শ্রবণ করাইয়া পুনর্জ্জীবিতা করেন (২৭) যাহা হউক, জয়দেব এই দুর্ব্বিপাক হেতু জন্ম ভূমি

(২৭) "মিথ্যা করি গোঁসাইর মৃত্যু সমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোক দ্বার॥
শুনি মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তার।
রাণী অপরাধী হয়ে করে হাহাকার॥
* * * * * * * * * *
ভয়ে কম্পবান্ নৃপে দিলা সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার॥
গোসাএর চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোসাই কহেন রাজা চিন্তা কিবা আছে॥
মৃত সঞ্জিবনী মন্ত্র কৃষ্ণ নামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার॥
এতেক কহি সাধু গেল তাহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহো বলিতেই চমকিয়া উঠে॥"
ভক্তমাল দ্বাদশ মালা।

কেন্দুলী গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর তদীয় জীবনমধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। জয়দেব নিজ জন্ম ভূমিতেই ধর্ম্মানুমোদিত বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ সময়ে কলেবর পরিত্যাগ করেন তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কেন্দুলীর সমাজ স্থলে (২৮) জয়দেবের মৃতদেহ সমাহিত হয়। এইস্থলে তাঁহার সমাধি মন্দির অদ্যাপি বিরাজমান আছে। এই মন্দির বিবিধ মনোহর নিকুঞ্জ পরিবেষ্টিত হইয়া সুশোভিত রহিয়াছে।

এরূপ কিম্বদন্তী যে জয়দেব প্রতিদিবস ভাগীরথীতে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। ভাগীরথী তদীয় বাসগ্রাম কেন্দুলী হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী ছিলেন। ইহাতে ভাগীরথীদেবী জয়দেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন—"তোমার প্রতিদিবস এত ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, আমিই তদীয় আবাস গ্রামের সমীপবর্ত্তিনী হইব," জয়দেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, তদনুসারেই ভাগীরথীর একটী শাখা কেন্দুলী গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হয়।

জয়দেব নিতান্ত করুণহৃদয় ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন। ভক্তি-বিলসিত-মহত্ত্ব-চ্ছটা ও প্রীতিব্যঞ্জক উদারভাব উভয়ই তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত। তিনি স্বকীয় জীবনার্দ্ধকাল কেবল উপাসনা ও ধর্ম্মঘোষণাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরম ভাগবত নিতান্ত বিরল ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত ধারাবাহিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি জয়দেবচরিত কতিপয় কিম্বদন্তীমূলক না হইয়া প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে কোন পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে তাহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় সহৃদয়গণের বিলক্ষণ উপকার সাধন করিত সন্দেহ নাই।

---

(২৮) সমাজস্থলে পরম ভাগবত বৈষ্ণব দিগের মৃতদেহ সমাহিত হইয়া থাকে এবং এক একটী সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়। বৈষ্ণবগণ তথায় সমবেত হইয়া "হরি সঙ্কীর্ত্তন" প্রভৃতি করিয়া থাকেন "সমাজ" বৈষ্ণব দিগের পরম পবিত্র স্থান।

জয়দেব উত্তম সৎকবি ছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় সদ্ভাব সম্পন্ন কবি অদ্যাপি প্রাদুর্ভূত হন নাই। যদিও জয়দেব, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট নন তথাপি তাঁহাকে সামান্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। "ললিত পদবিন্যাস ও শ্রবণ মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা নিবন্ধন জয়দেবের রচনা নিতান্ত চমৎকারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী। ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি প্রধানকবিগণও রচনাবিষয়ে তাদৃশ চিত্তবিমোহিনী শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যদি তদনুরূপ সহৃদয়তা হইত, তাহা হইলে তিনি, কবিত্ব বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর আসন পরিগ্রহ করিলেও করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপ অভাব থাকিলেও জয়দেবকে মুরারি মিশ্র, ভট্টনারায়ণ,. দণ্ডী প্রভৃতি অনেক কবি অপেক্ষা প্রধান কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

জয়দেব প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে রাধিকার বিরহ, মান, মানভঙ্গার্থ কৃষ্ণের অনুনয় ও উভয়ের মিলন প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ ঘটিত বিষয় বর্ণিত আছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন. সুতরাং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। জয়দেব এই মহাকাব্যে স্বকীয় রচনা শক্তি ও সদ্ভাবশালিত্বের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বরচিত "সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের ৪১ পৃষ্ঠায় লেখেন "এই মহাকাব্য-গীতগোবিন্দের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদ বিন্যাস, শ্রবণ মনোহর অনুপ্রাস ছটা ও প্রসাদ গুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।"

ফলতঃ রচনা বিষয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব পদার্থ। গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপিকাতে কয়েকটী কবিতা ও প্রত্যেক গীতের প্রারম্ভে অবতারণা সূচক ও সমাপিকাতে সমাপ্তি সূচক এক একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে। গীতগুলিতে মূর্চ্ছনা,

তান, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। এই সকলের রচনা যদ্রূপ হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা ও তদ্রূপ সদ্ভাবশালিনী। ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিলটন্‌ চির বসন্ত ঋতু বিরাজিত টাসকনি প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইডেন উদ্যানের চিত্ত বিমোহিনী শোভা যেমন বিচিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, কবিশ্রেষ্ঠ ভবভূতি ভারত মধ্য বিলসিত বিন্ধ্যাচল, পম্পাসরোবর প্রভৃতি অবলোকন করিয়া তাহাদিগের বর্ণনা সহৃদয় জন মনোহারিণী স্বভাবোক্তি দ্বারা যদ্রূপ অলঙ্কৃত করিতে ত্রুটী করেন নাই, বঙ্গকবিকুল চূড়া জয়দেব ও বঙ্গভূমির একটী সুরম্য প্রদেশ বীরভূমিতে বাস করিতেন; এই স্থান নব পল্লব বল্লরীরাজি সুশোভিত মধুশ্রীতে নিতান্ত রমণীয়। জয়দেব সেই সমস্ত সুশোভন প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধিকার নিকুঞ্জবন কথিত মিলটন্‌ এবং ভবভূতির ন্যায় অনন্ত বাসন্ত আমোদে পরিপুর্ণ করিয়াছেন। যে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ নিতান্ত অনেকাংশে হীনাবস্থাপন্ন ছিল, সেই সময়েও ইহার একটী অপ্রসিদ্ধ পল্লী কেন্দু বিল্ব হইতে সঙ্গীত প্রস্রবণ বিনির্গত হইয়া শ্রুতি বিনোদন স্বরে সমুদয় ভারত ভূমি বিমোহিত করিয়াছে। এক্ষণে সেই প্রস্রবণ দিগন্ত প্রসারী ও শতধা বিস্তীর্ণ হইয়া যাবতীয় সহৃদয়গণ শ্রবণে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে। এই নিমিত্তই গীতগোবিন্দ গ্রন্থের এত গৌরব, এই নিমিত্তই গীতগোবিন্দ কর্ত্তা জয়দেবের নাম বিশাল জলধি দেহ বিলঙ্ঘন করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দে অষ্টপদ বিশিষ্ট চতুর্বিংশতিটী (২৯) গীত আছে; এতন্নিবন্ধন এই মহাকাব্য অষ্টপদী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সচরাচর গানে যেপ্রকার আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি চারিটী নির্দ্দিষ্ট পদ থাকে অর্থাৎ সচরাচর গান মাত্রেই প্রায় চতুষ্পদী দেখা যায় কিন্তু জয়দেবের গান বিশেষ অষ্টপদী হওয়া প্রযুক্ত এতদন্যথা দৃষ্টিগোচর হয় অর্থাৎ কোন কোন গান বিশেষে দুইটী অন্তরা, দুইটী সঞ্চারী প্রভৃতিও ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এতৎ অনিয়ম, ফলের কোন বিশেষ হানি হয় না। অপিচ গীতগোবিন্দের

(২৯) ভদ্ভিন্ন জয়দেবের প্রথম শ্লোকটীকেও এতদ্‌গ্রন্থে স্বরলিপিসূত্রে সংনিবদ্ধ করিয়া গান মধ্যে গণনা করা আছে। ফলতঃ সাধারণের হৃদয় সমাকর্ষণ নিমিত্ত মুদ্রিত গীতগোবিন্দে যে যে গান যে রাগে যে তালে নিবদ্ধ ছিল তন্মধ্যে কতগুলির রাগ ও তালের পরিবর্ত্তন সহকারে এবং অবশিষ্টগুলি যথাপূর্ব্ব রাগাদিতে এতদ্‌গ্রন্থে নিবিদ্ধ করা হইয়াছে।

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং" প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ গীত অষ্ট প্রকার তালে গীত হইত বলিয়া গীতগোবিন্দকে অষ্টতালীও বলা যায়। গীতগোবিন্দের প্রায় সমুদয় স্থানই সামান্য নায়ক নায়িকা সুলভ আদিরস ঘটিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ মুদ্রিত গীতগোবিন্দে লিখিত আছে যে, গীতগোবিন্দ, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় গীত হইত, কিন্তু ইহা যুক্তিগর্ভ বলিয়া প্রতীত হয় না। যেহেতু মহারাজ বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ষড়ধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে অবন্তী নগরে (উজ্জয়িনী) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু গীতগোবিন্দকার জয়দেব খ্রীষ্টের জন্ম পরিগ্রহের দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন; সুতরাং তৎকৃত গ্রন্থ বিক্রমাদিত্য সভায় গীত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত। কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কলিঙ্গ দেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে কর্ণাট দেশীয় গায়কগণ কর্ত্তৃক গীতগোবিন্দ গীত হইত, এবং ইহা যে সঙ্গীতের একটী অংশ তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণও কার্ত্তিক মাসের একাদশ দিবসে গীতগোবিন্দ গান করিতেন। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে জৈনরাজ শ্রীহর্ষের ক্রম সরোবর ভ্রমণ সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হইবার বিষয় লিখিত আছে (৩০) তাহাতে বোধ হয় প্রাচীনকালে কাশ্মীর রাজ্যেও গীতগোবিন্দের গান হইত।

এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, (দেহি পদপল্লব মুদারম্) ভক্ত বৎসল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দশম সর্গে শ্রীকৃষ্ণ, মানিনী প্রণয়িনী রাধিকার অনুনয় করিতেছেন— "মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লব মুদারম্" অর্থাৎ "তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণ স্বরূপ অর্পণ কর"। জয়দেব মম শিরসি মণ্ডনং পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা লিখিবার জন্যে

(৩০) "গীতগোবিন্দ গীতানি শৃণ্বঃ প্রাঞ্জলকঃ প্রভোঃ।
গোবিন্দ ভক্তি সংসিক্তোরসঃ কোঽপ্যাবভূবতা" ॥
শ্রীধর পণ্ডিত কৃত তৃতীয় রাজ তরঙ্গিণীর।
প্রথম তরঙ্গের ৪৮৩ শ্লোক।

"দেহি পদপল্লব মুদারম্" অংশটী সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না। অনন্তর সে দিবস লেখায় ক্ষান্ত হইয়া স্নানার্থ ভাগীরথীতে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় রসিক, সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলেও ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না; সুতরাং তিনি জয়দেবের স্নান গমন সুযোগে স্নাত-প্রত্যাগত জয়দেব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তদীয় ভবনে উপনীত হইলেন। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলে জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি ভোজন করিয়া জয়দেবের পুস্তক উদ্ঘাটন পূর্ব্বক "দেহি পদপল্লব মুদারম্" অংশটী লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী তাঁহাকে শয়ন করাইয়া রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিতে বসিলেন। ইত্যবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। জয়দেব জানিতেন পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাঁহার ভোজনের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন না; এক্ষণে এই অসদৃশ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে পদ্মাবতী পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। জয়দেব পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" অংশটী লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। শয়ন স্থলে গমন করিয়া দেখেন প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। অনন্তর যারপর নাই আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত জ্ঞান করিয়া পদ্মাবতীর প্রসাদ ভোজন পূর্ব্বক আত্মাকে পরম পবিত্র বোধ করিলেন।

প্রথিত আছে, কবিবর জয়দেব কর্ত্তৃক গীতগোবিন্দের রচনা শেষ হইলে নীলাচল (উড়িষ্যা) দেশের রাজা সাত্বিক অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া জয়দেবের কবিকীর্ত্তি লোপ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করেন; এবং উভয় গ্রন্থের (জয়দেবপ্রণীত ও রাজপ্রণীত) উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের নিকট অর্পণ করেন। ব্রাহ্মণগণ পরীক্ষার্থে উক্ত দুইখানি গীতগোবিন্দ জগন্নাথ দেবের মন্দিরে স্থাপন পূর্ব্বক এই বলিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করেন যে, যে গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট হইবে, সেই খানি জগন্নাথ দেব গ্রহণ করিয়া অন্যতর খানি দূরে নিক্ষেপ করুন্। জগন্নাথ দেব জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সাত্বিকরাজ-প্রণীত গীত-

গোবিন্দ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। জগন্নাথের এইরূপ ব্যবহারে উক্ত নীলাচল-রাজ অভিমানী হইয়া সাগরসলিলে নিমগ্ন হইতে যাইতেছিলেন; পরিশেষে জগন্নাথ অনুকূল হইয়া কহিলেন, তুমি মরিও না, তোমার গ্রন্থ আমি গ্রহণ করিলাম। ইহা কহিলে রাজা মরণে নিবৃত্ত হইলেন (৩১) জয়দেব সম্বন্ধীয় এই রূপ আরও কতিপয় উপন্যাস ভক্তমাল ও ভক্তিবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

গীতগোবিন্দের উৎকর্ষ দর্শনে স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ কর্ত্তৃক ইংরাজী, লাস্ন্ কর্ত্তৃক লাটিন্, রুকার্ট্ কর্ত্তৃক জারম্যান্ এবং এতদ্দেশীয় অপরাপর অনুবাদক কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ হিন্দিভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়াও ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় স্বকীয় কাব্যের গৌরব প্রতিপালনে নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। এতন্নিবন্ধন তিনি স্বপ্রণীত কাব্যের সমাপিকাতে গর্ব্ব বিলসিত বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই (৩২) যাহা হউক, জয়দেব প্রণীত কাব্যের ভাষার মাধুর্য্য ও বর্ণনার পারিপাট্য বিবেচনা করিলে এইরূপ গর্ব্বোক্তি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

গীতগোবিন্দ ব্যতীত রতিমঞ্জরী নামক একখানি গ্রন্থও জয়দেবের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু তাহা এরূপ জুগুপ্সিত ও অকিঞ্চিৎকর বর্ণনায় পরিপূর্ণ

---

(৩১) "কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইল।
নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভু চরণে ফেলিল॥
তাহাতে রাজার অভিমান চিত্তে হইয়া।
ডুবিয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল।
নামহো তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল॥
জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তবকৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥"
ভক্তমাল দ্বাদশমালা।

(৩২) সাধ্বী মাধ্বীক! চিন্তা নভবতি পরিতঃ শর্করে কর্করাসি, দ্রাক্ষে! দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত! মৃতমসি ক্ষীর! নীরং রসস্তে। মাকন্দ! ক্রন্দ কান্তাধর! ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্ ভাবং শৃঙ্গার সারস্বত মর জয়দেবস্য বিষ্বাগ্ বচাংসি॥"

যে সুকবি জয়দেবের রসময়ী লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া কখনই তাহা প্রতীত হয় না। বোধ হয় অপর কোন জয়দেব নিতান্ত ঘৃণিত বিষয় লইয়া যৎসামান্য ভাবে এই অপদার্থ রতিমঞ্জরী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যদিও কয়েক শত বৎসর অতীত হইল জয়দেব লোকান্তরিত হইয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহার স্মরণার্থে কেন্দুলি গ্রামে প্রতিবৎসর পৌষমাসের সংক্রান্তিতে বৈষ্ণবদিগের একটী মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় পঞ্চাশৎ কি ষষ্টি সহস্র লোক উপাসনার্থ জয়দেবের সমাধি মন্দিরে সমবেত হয় (৩৩) এবং বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের মিলন বিষয়ক গান করিয়া থাকেন।

যে সমুদয় ব্যক্তি বিজন প্রদেশে অধিবাস করিয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পুস্তক রচনা কার্য্যে কিম্বা সংসারাশ্রমে বিরাগী হইয়া যতিবেশে নানাস্থান পর্য্যটনে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহাদিগের ঐতিহাসিক আলেখ্য বিবিধ বিষয়ে বিচিত্রিত নহে। ধার্ম্মিকবর জয়দেব এই শ্রেণীর লোক। ইনি জীবনের অর্দ্ধাংশ সন্যাসিবেশে নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া এবং অপরাংশ নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক পুস্তক রচনা ও ঐশ্বরিক তত্ত্বচিন্তায় পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন। মহানুভব রামচন্দ্র, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির, সীজর্ বা কাইসার্ নেপো-লীয়ন্ প্রভৃতি সুবিশ্রুত জনগণের জীবনচরিত যেমন বিবিধ ঘটনা পূর্ণ—যেমন লোমহর্ষণ কার্য্য বিলসিত হইয়া ইতিহাসক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে; জয়দেবের জীবনী মধ্যে তাহার কিছুই নাই। ইনি বঙ্গদেশের একটী সামান্য পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায়ই নির্জ্জনপ্রদেশে জীবনাতিপাত করিয়াগিয়াছেন; সুতরাং ইহাঁর জীবনচরিত অধিক হওয়াও সম্ভাবিত নহে।

তাহাতে আবার দেশীয় ভাষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত পুরাবৃত্ত পাওয়া যেরূপ দুর্ঘট, ভারতবর্ষীয়গণের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করাও তদপেক্ষা অধিক কষ্ট-সাধ্য। লোক বিশ্রুত দেশীয় জনগণের একখানিও উৎকৃষ্ট প্রকৃত জীবন চরিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। দুর্ভাগ্য নিবন্ধন অস্মদ্দেশে নিতান্ত প্রাচীন কালাবধি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে জীবন চরিত সংগ্রহ প্রথা প্রচররূপ ছিল

(৩৩) ডব্লীউ ডব্লীউ হন্টর প্রণীত এনলস্ অব্ রুরাল্ বেঙ্গলের পরিশিষ্ট। ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

না; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় সমুদায় সত্য হইলেও কিম্বদন্তী ও উপন্যাস মাত্রে পর্য্যবসিত বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বতন সময়াবধি অন্যতর গ্রন্থকর্ত্তারা কবিত্ব বিষয়ে নিতান্ত আকৃষ্ট থাকাতে ইতিহাসানুমোদিত প্রকৃতবিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই, কেবল কল্পনা-সুলভ অপ্রাকৃত বর্ণনাতেই ব্যাসক্ত ছিলেন; তাহাতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস, কি ভারতবর্ষীয়গণের জীবনচরিত ইত্যাদি কিছুই রচিত হয় নাই।

জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদায় সত্য অনুসন্ধান করা উচিত; কিন্তু ভাগ্যদোষে অস্মদ্দেশীয়গণ প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসু নহেন। যে কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, তাহাতেই ইঁহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং উপযুক্ত লোকের জীবন-চরিত প্রণীত হইবার সম্ভাবনা কি? স্বদেশীয়গণের এইরূপ শ্রমবিমুখতা নিতান্ত আক্ষেপ এবং নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা অনায়াসে ভিন্নদেশীয় মিল্টন্, বায়রন্, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি, কিন্তু একবার স্বদেশীয়গণের কথা মনোমধ্যে উদিত হইলেই নিরাশার হিল্লোল পরম্পরা আমাদিগকে নিরন্তর আহত করিতে থাকে। ইহা কি আমাদিগের দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় নহে?

আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাঁহার কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসুখ অনুভব করিয়া থাকি, তাঁহার বিষয় আমরা একেবারে কিছুই জানি না। যিনি অপূর্ব্ব রসভাব প্রদর্শন করিয়া ভূমণ্ডলে অনন্তকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, যিনি অলৌকিক কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়া বাগ্‌দেবীর বরপুত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন, যাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর মুখ হইতে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য সর্ব্বস্ব বিনির্গত হইয়া সহৃদয়গণের হৃদয়কন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে প্লাবিত করিতেছে; সেই মহাকবি কালিদাস কোন্ সময়ে কোন্‌দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—তাঁহার জীবনের মধ্যে কি কি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল; মনোমধ্যে আন্দোলন করিলেই ক্ষোভে অভিভূত হইতে হয়। কি আক্ষেপের বিষয়!! যে কালিদাসের নাম নীলিমা রঞ্জিত সুবিশাল জলধিদেহ উল্লঙ্ঘন করিয়া ইউরোপে লব্ধপ্রসর হইয়াছে, যে কালিদাসের নাম পৃথিবীস্থ যাবতীয় সহৃদয়গণের বদনে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে,

কতিপয় উপন্যাসমিশ্র কিম্বদন্তী ব্যতীত সেই মহাকবি কালিদাসের এক খানিও উৎকৃষ্ট জীবনী নাই। বঙ্গ-কবিকুল-তিলক জয়দেবের জীবনচরিতও কালিদাসের ন্যায় কিম্বদন্তী এবং উপন্যাসমূলক। কিম্বদন্তীগুলিও আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অধিক কি জয়দেব যে গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন; তাঁহার নিমিত্ত যে গ্রামের নাম অদ্যাপি সকলের সমক্ষে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে—সেই কেন্দুলি-গ্রাম-বাসিরা জয়দেবের বিষয় কিছুই অবগত নহেন, এমন কি অনেকে তাঁহার নাম শ্রবণ করিলেও চমকিত হইয়া উঠেন। অতএব এইরূপ অনিশ্চিত বিষয় হইতে প্রকৃত সত্য সংগ্রহ করা যে কতদূর কষ্টসাধ্য ও আয়াসকর তাহা সহৃদয় পাঠকগণই অনুভব করিবেন। ফলতঃ বঙ্গ-কবিকুল-তিলক জয়দেবের একখানিও জীবনবৃত্তান্ত নাই; সুতরাং অনেক অনুসন্ধান করিয়া তদীয় এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতটী যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ হইল। পরন্তু এতৎ জীবনী অনুসন্ধান সম্বন্ধে সংস্কৃত কালেজের অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সেন গুপ্ত যে, আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, ইহাও আমি এস্থলে স্বীকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না।

এক্ষণে সেই মহাত্মা জয়দেবের কতকগুলি পদাবলী স্বরলিপি-সূত্রে যথানিয়মে গ্রন্থন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইতেছে, উহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

জয়দেব।

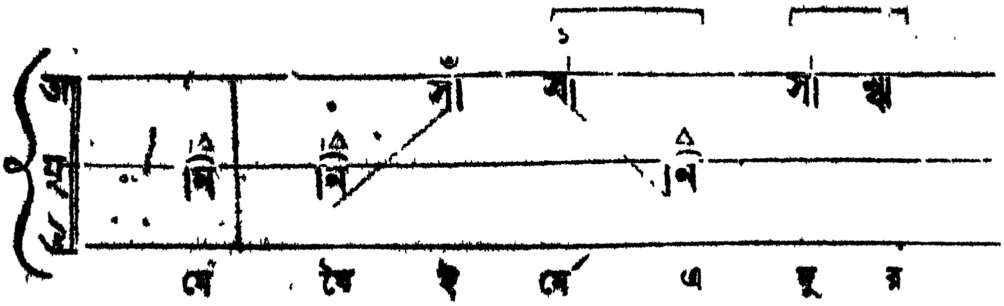
গীতগোবিন্দ।

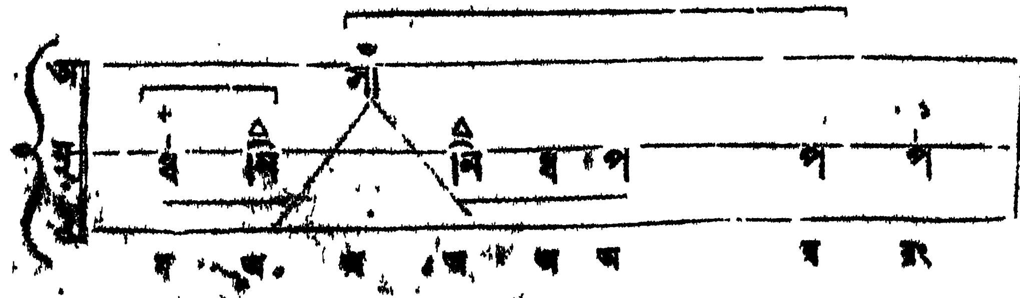
সৌরটী। (নি) সম্পূর্ণ।

তাল-তিওট্ *।

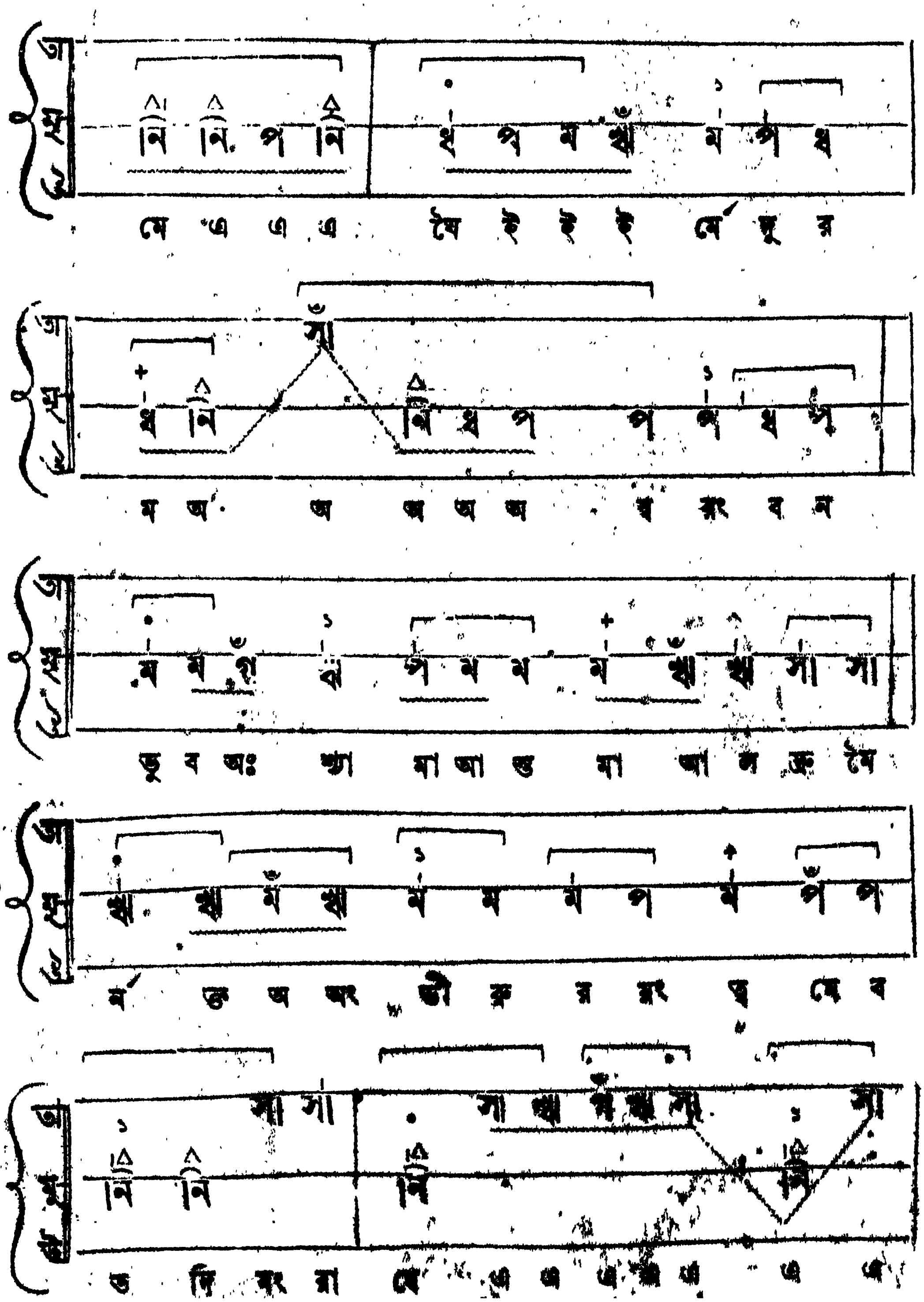
মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

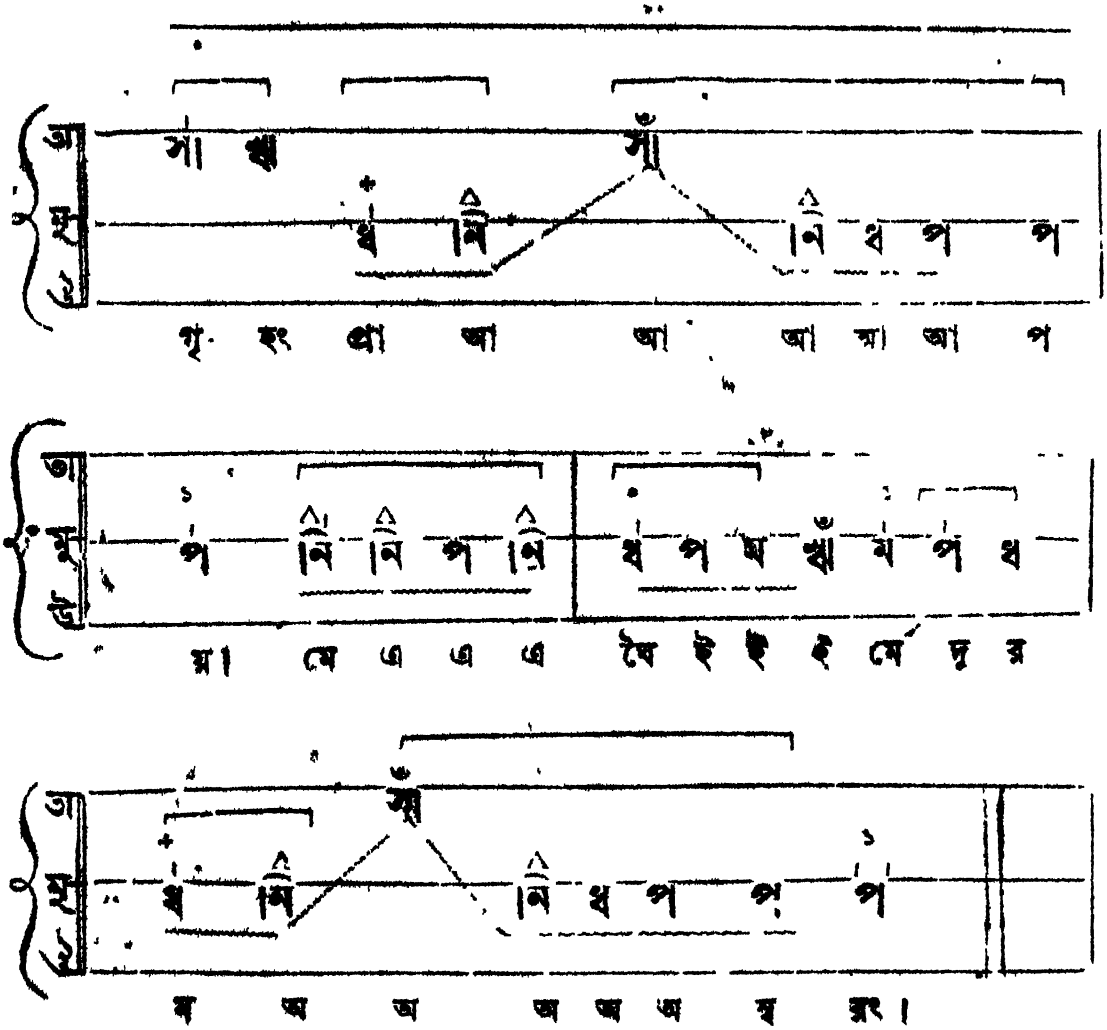
আস্থায়ী।



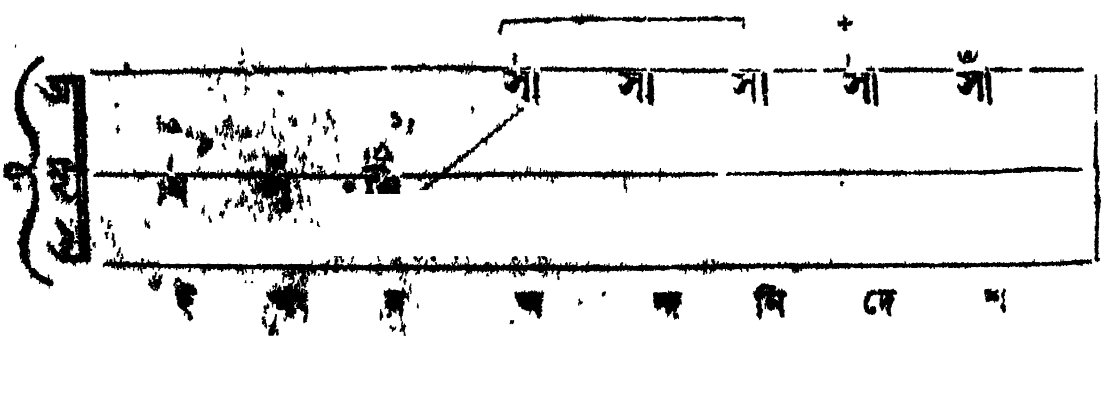


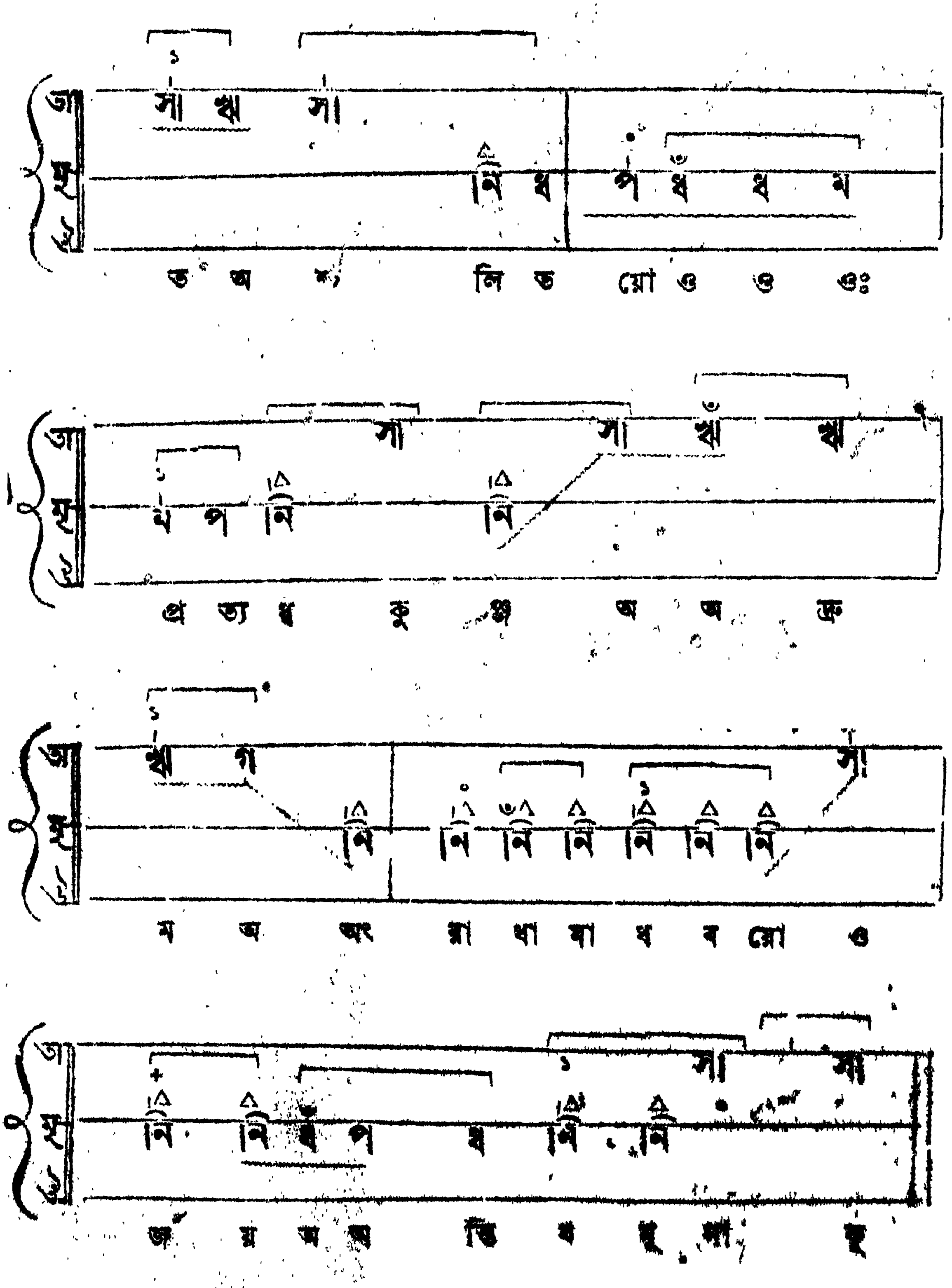
* তিওটের সংস্কৃত নাম [illegible]। এই তালটী [illegible] মাত্রার তাল বলিয়া [illegible]. ঠেকার সময় ইহাতে দুইটী তেহ্ মাত্রা এবং দুইটী দীর্ঘমাত্রা [illegible] হইয়া থাকে। পরন্তু কোন কোন বাদক, ঠেকাটীকে সহজ করিবার [illegible] দুইটী [illegible], অর্থাৎ, অর্দ্ধ মাত্রা দুইটী পরিত্যাগ করিয়া [illegible] সাত মাত্রায় [illegible] করিয়া [illegible]।

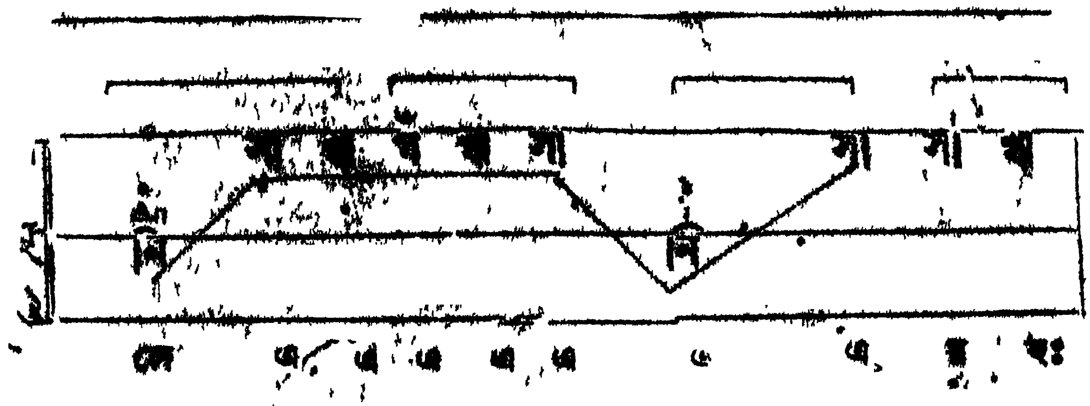


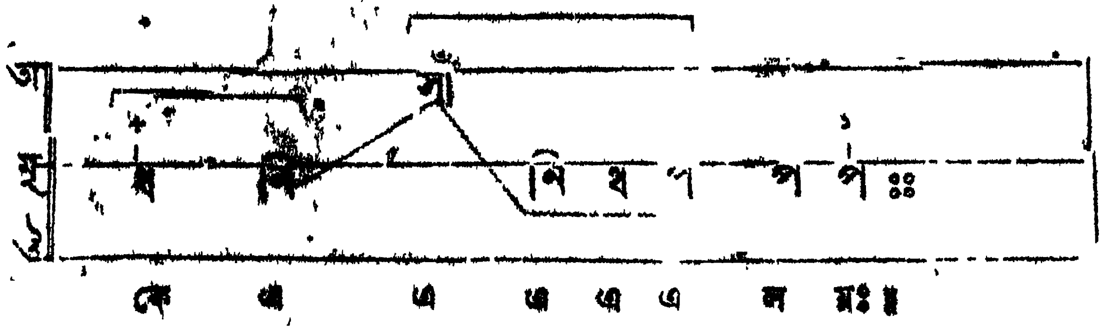


অন্তরা।







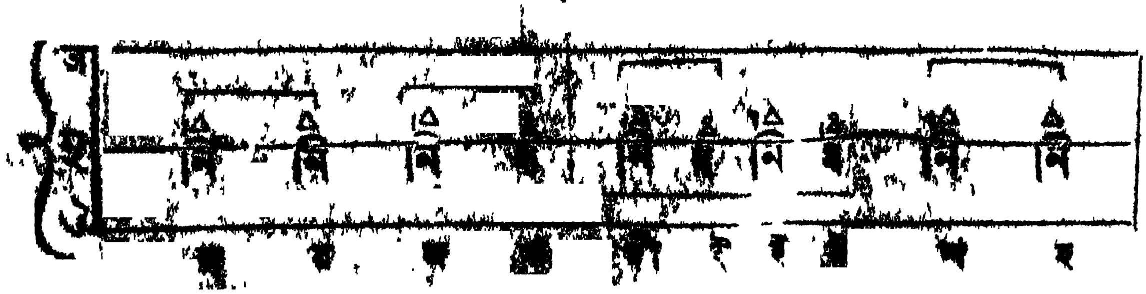


ভৈরবী। (নি, ধ, গ, ঋ,) সম্পূর্ণ।

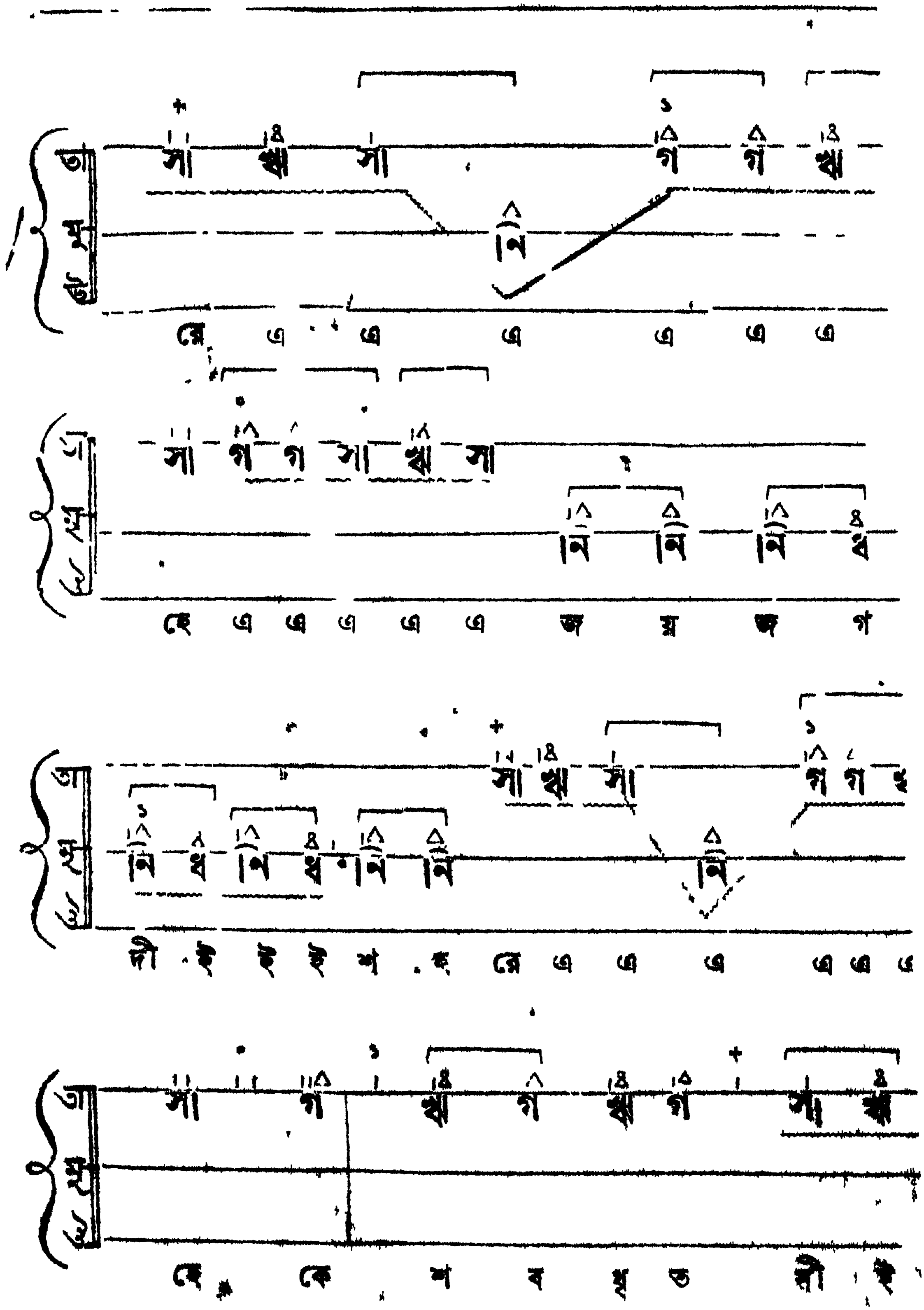
তিমা তেতালা ৫।

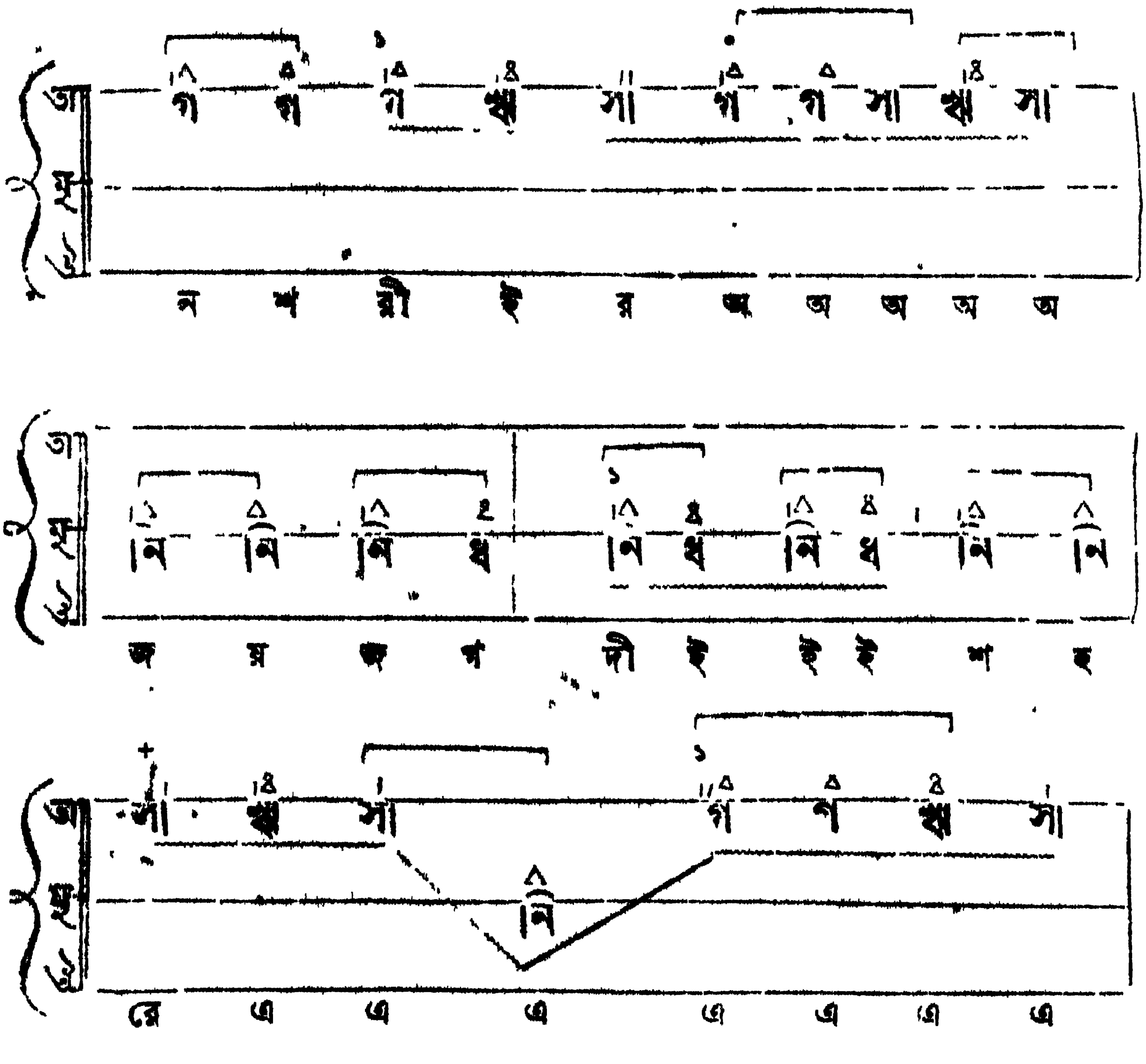
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীন-শরীর
জয় জগদীশ হরে॥ ১॥

আস্থায়ী।



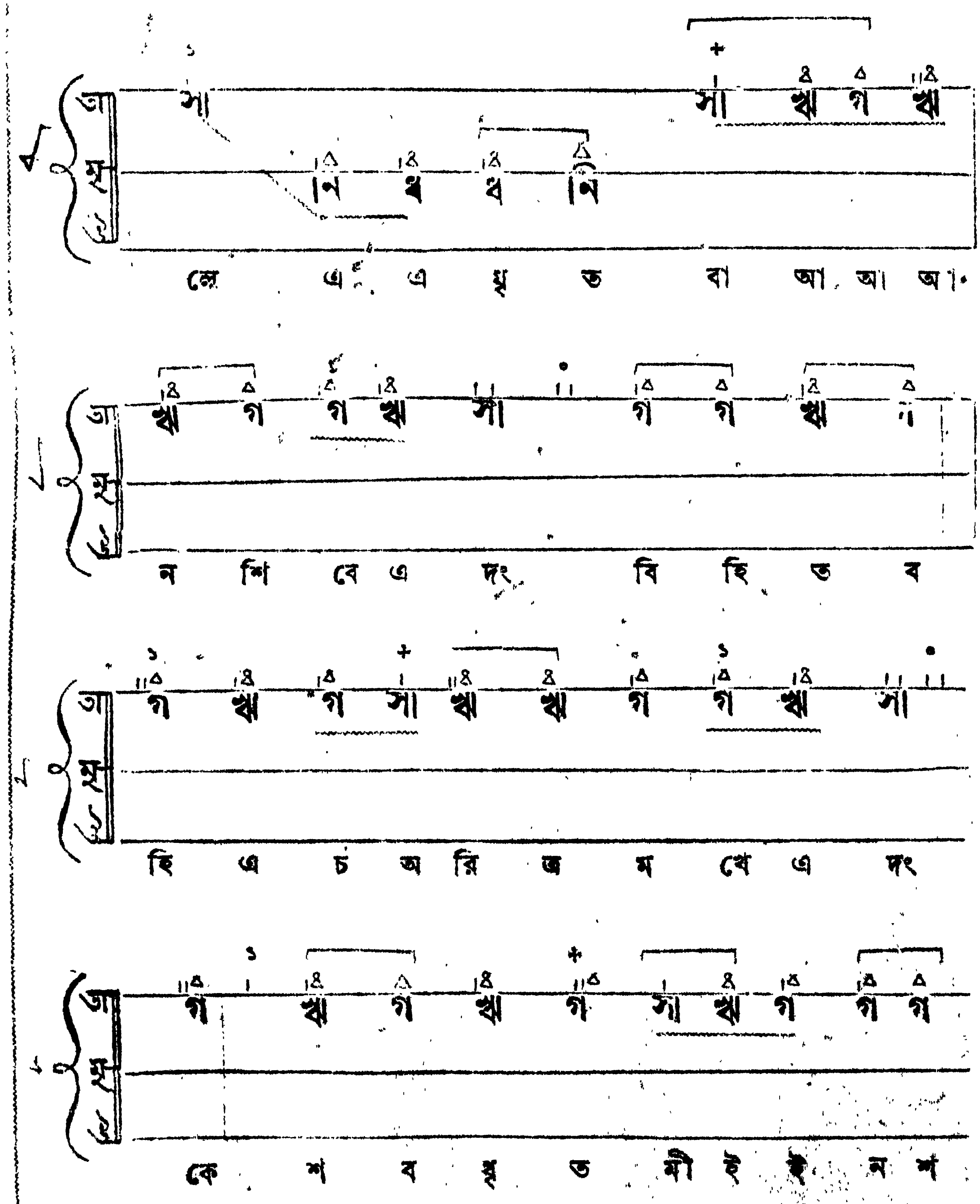
* বা পূর্ব [illegible] কোনমাত্রা [illegible]।

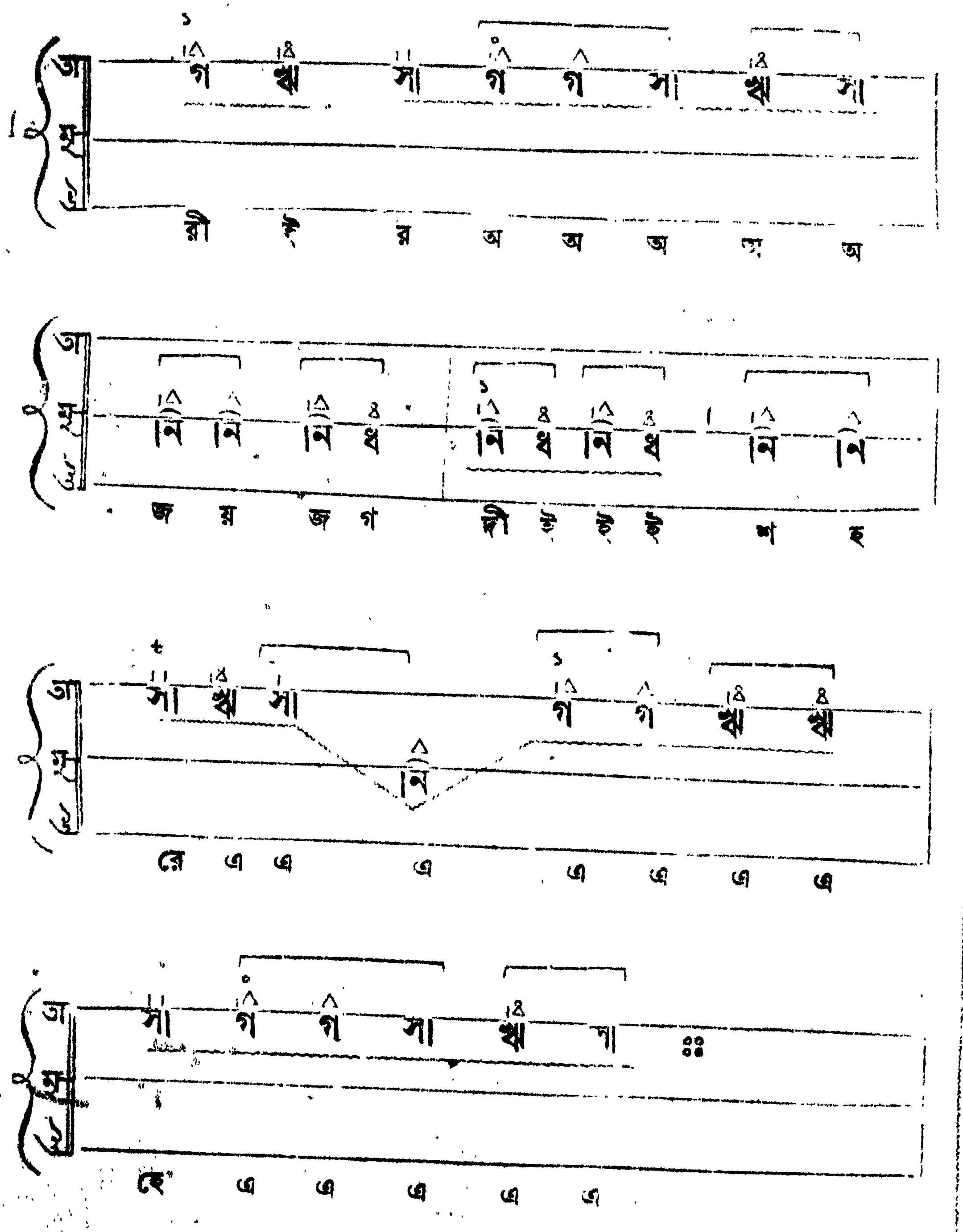

রে এ এ এ এ এ এ
হে এ এ এ এ এ জ য় জ গ
দী ই ই ই শ হ রে এ এ এ এ এ এ
হে কে শ ব ধৃ ত রী ই



অন্তরা।




ল্লে এ এ থৃ ত বা আ আ আ
ন শি বে এ দং বি হি ত ব
হি এ চং অ রি জ ম খে এ দং
কে শ ব ধৃ ত মী ই ই ন শ


জ য় জ গ দী ই ই ই শ হ
রে এ এ এ এ এ এ এ
হে এ এ এ এ এ

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণি ধরণ কিণচক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কচ্ছপরূপ
জয় জগদীশ হরে। ২।
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকর রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৩।
তব কর কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গং
কেশব ধৃত নরহরি রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৪।
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীরজনিতজন পাবন।
কেশব ধৃত বামন রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৫।
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগত পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশব ধৃত ভৃগুপতি রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৬।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতি কমনীয়ং
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃতরাম শরীর
জয় জগদীশ হরে। ৭।
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি ভীতি মিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃত হলধর রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৮।
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে। ৯।
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃত কল্কি শরীর
জয় জগদীশ হরে। ১০।
শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু শুভদং সুখদং ভবসারং।
কেশব ধৃত দশবিধ রূপ
জয় জগদীশ হরে। ১১।

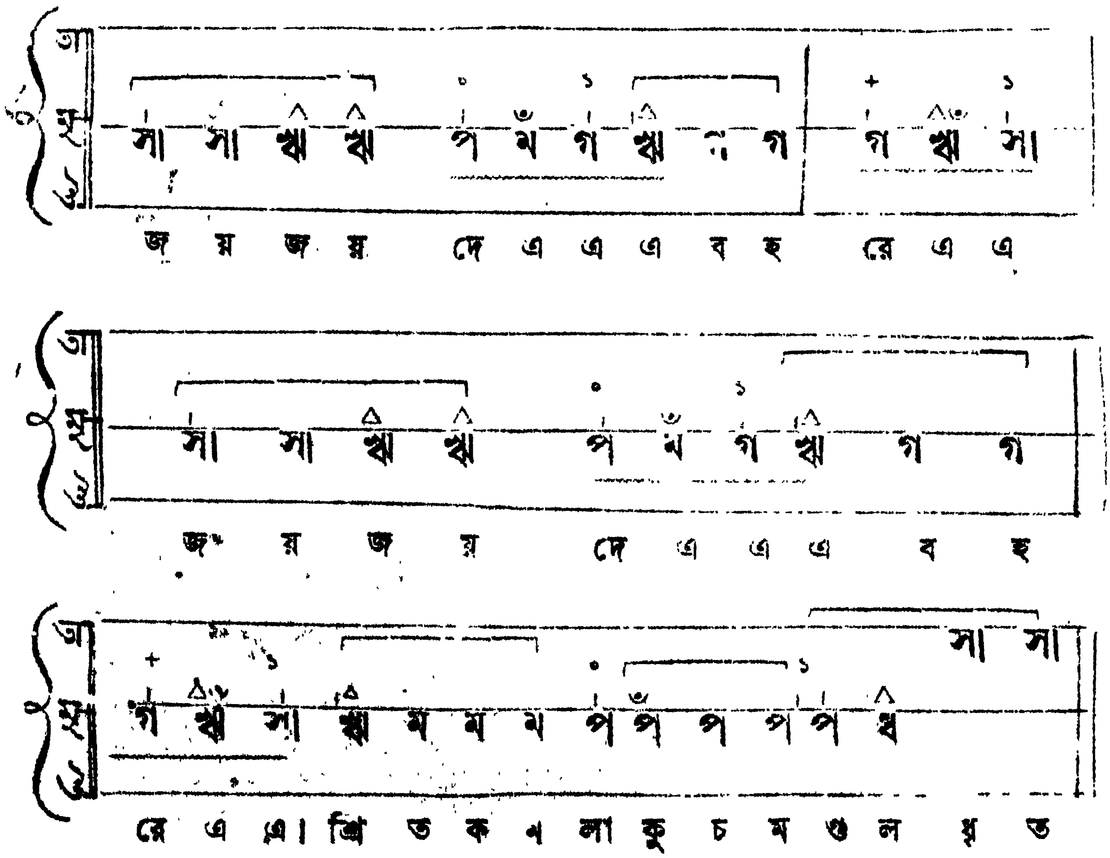
এই গীত বা শ্লোকের অবশিষ্ট ভাগ গুলি, কথিত নিয়মে এবং সুরানুসারে গেয়।

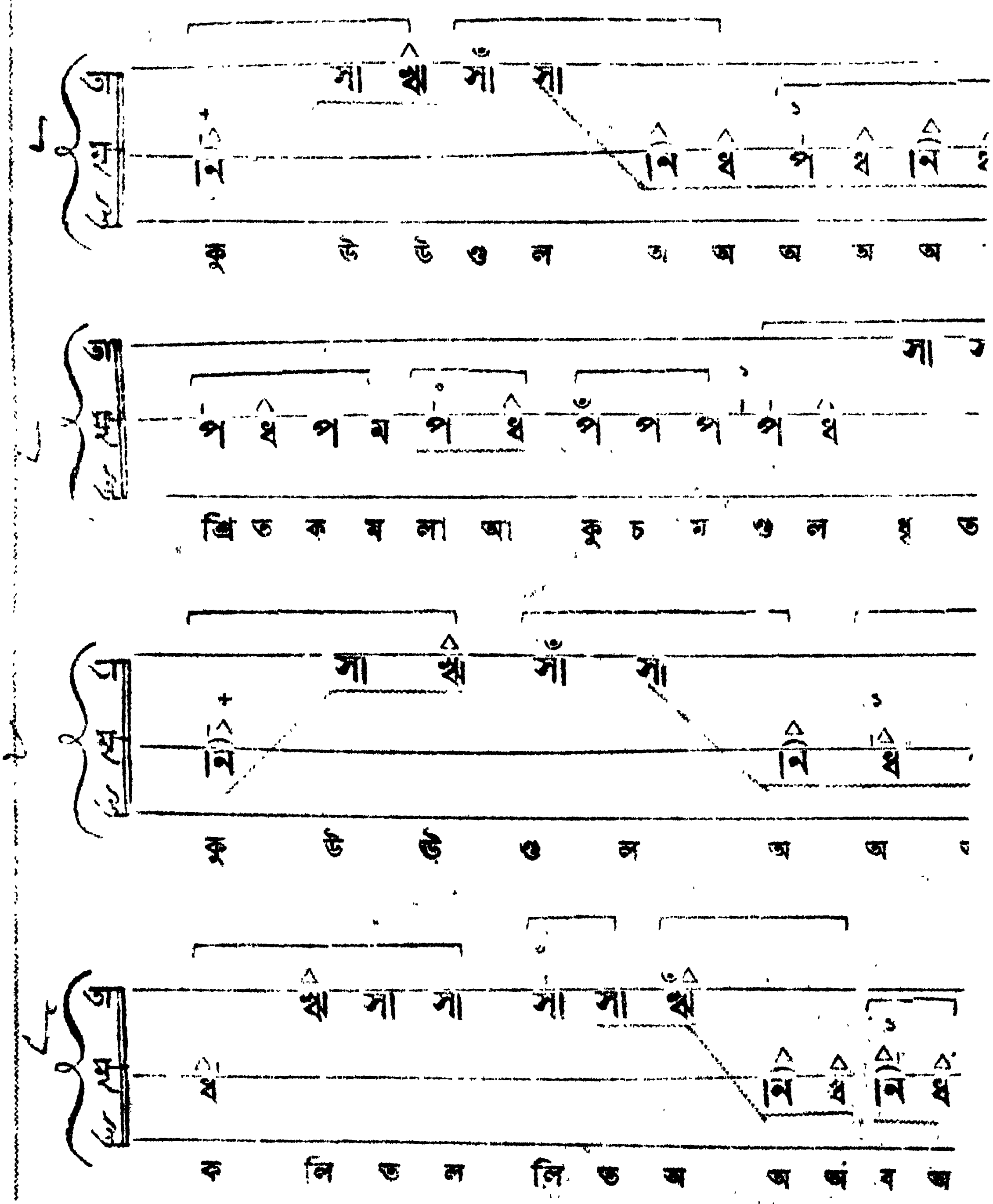
যোগিঞা। (ঋ, ধ, নি)। সম্পূর্ণ।

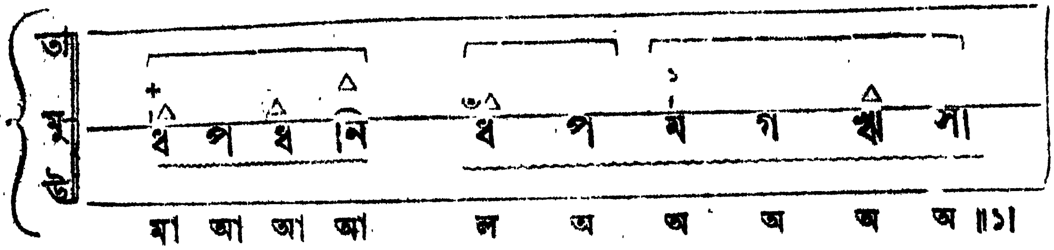
তাল তেওট।

শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল ধৃত কুণ্ডল
কলিত ললিত বনমাল।
দিনমণি মণ্ডল মণ্ডন ভব খণ্ডন
মুনিজন মানসহংস।
কালিয় বিষধর গঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুল নলিন দিনেশ।
জয় জয়দেব হরে॥

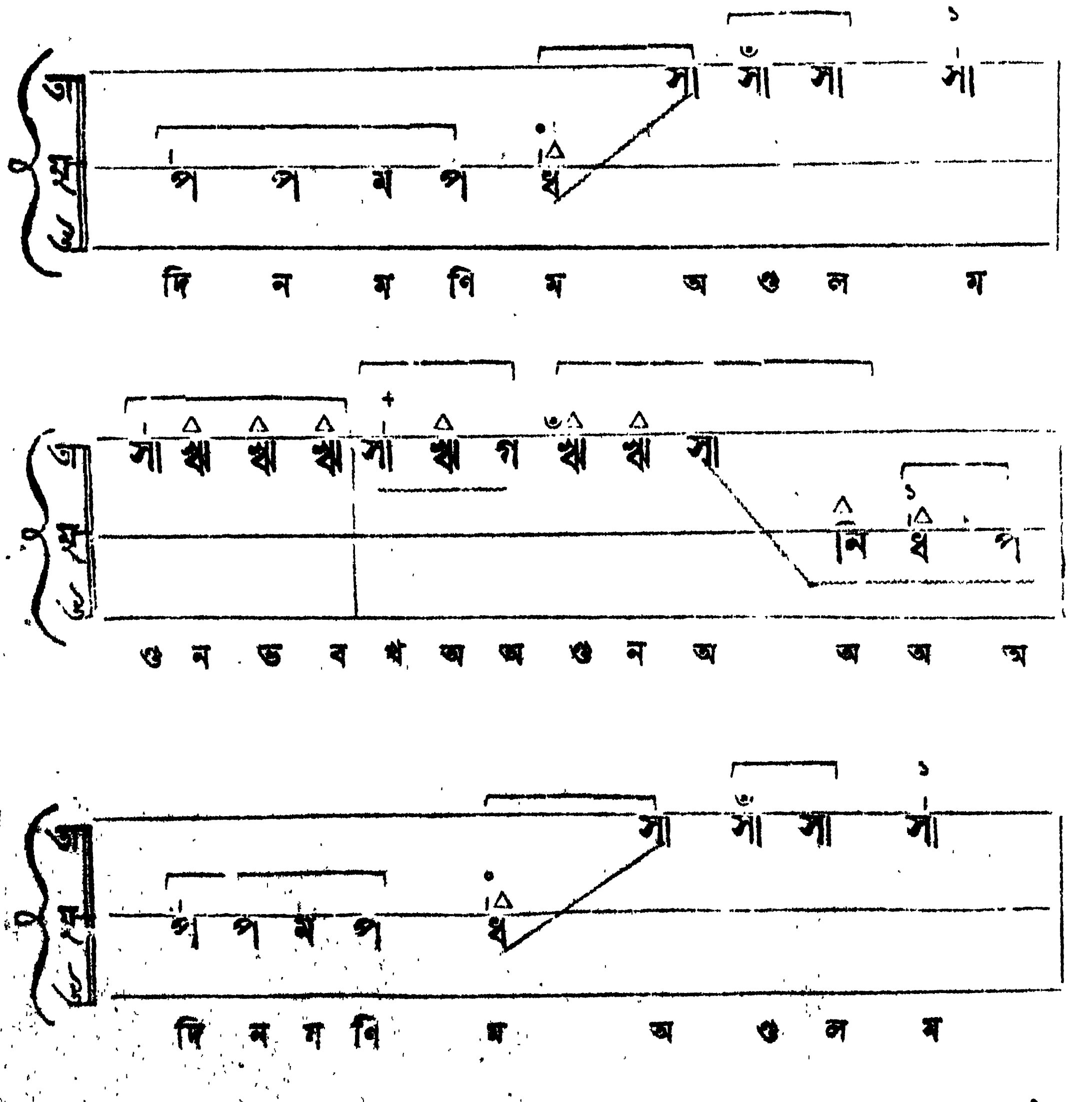
আস্থায়ী।

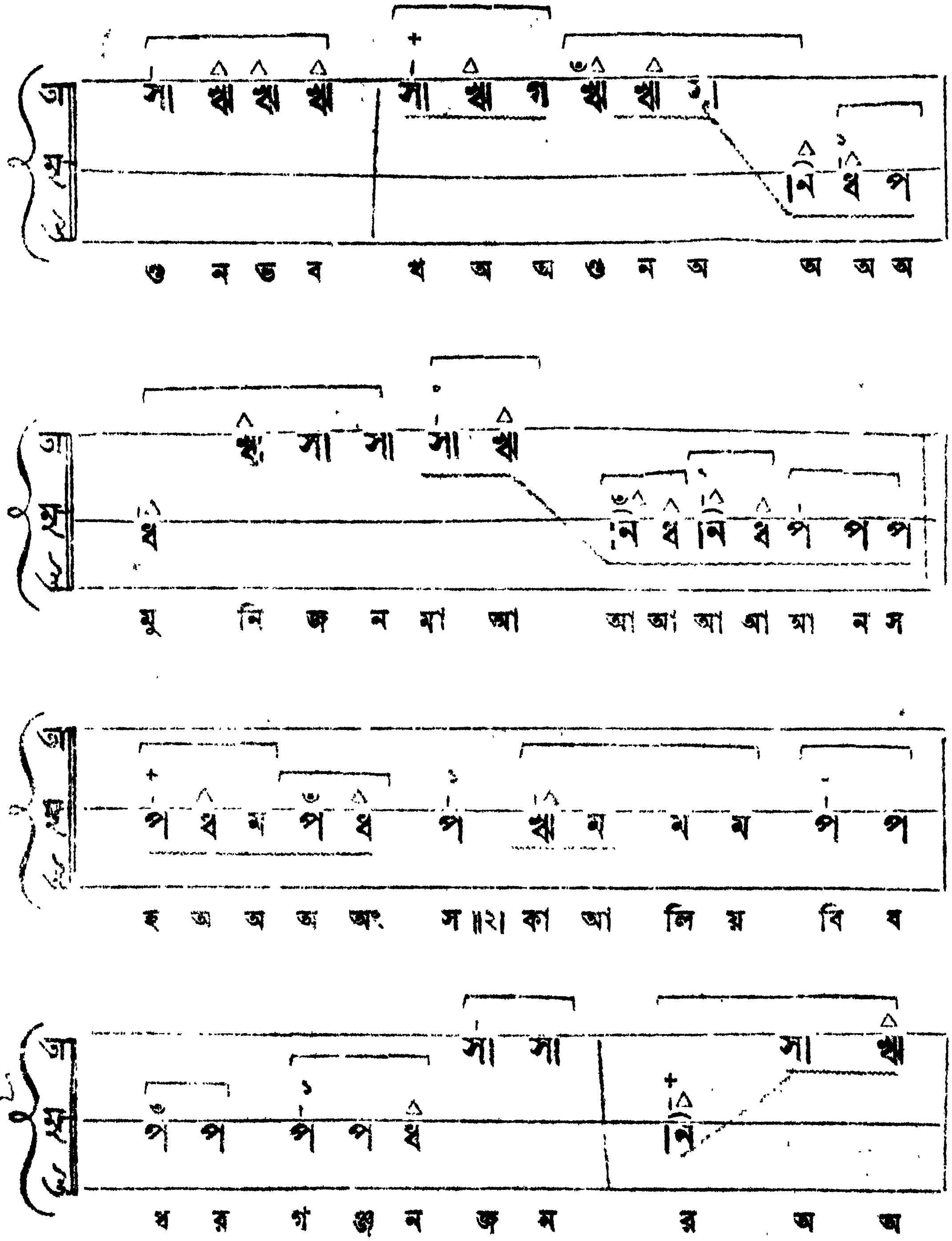


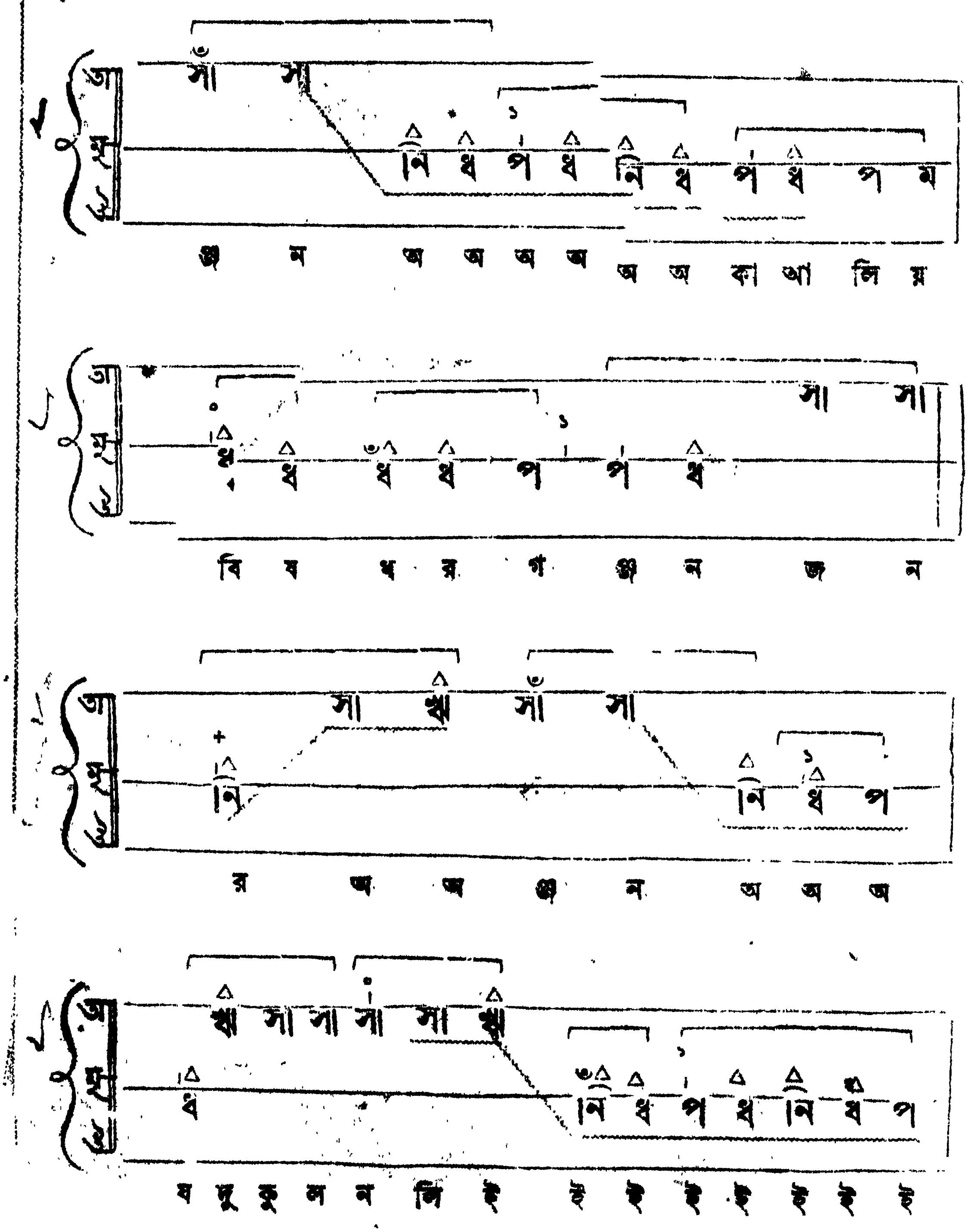

কু উ উ ণ্ড ল অ অ অ অ অ
শ্রিত ক ম লা আ কু চ ম ণ্ড ল ধৃ ত
কু উ উঁ ণ্ড ল অ অ
ক লি ত ল লি ত অ অ অ ব অ


তা
মু
উ
ধ প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা
মা আ আ আ ল অ অ অ অ অ ॥১॥

অন্তরা।


তা
মু
উ
সা সা সা সা
প প ম প ধ
দি ন ম ণি ম অ গু ল ম
সা ঋ ঋ ঋ সা ঋ গ ঋ ঋ সা
নি ধ প
গু ন ভ ব খ অ অ গু ন অ অ অ অ
সা সা সা সা
প প ম প ধ
দি ন ম নি ম অ গু ল ম


গু ন ভ ব খ অ অ গু ন অ অ অ অ
মু নি জ ন মা আ আ আ আ আ আ ন স
হ অ অ অ অং স ॥২। কা আ লি য় বি ষ
ধ র গ ঞ্জ ন জ ম র অ অ


বি ষ ধ র গ ঞ্জ ন জ ন
র অ অ ঞ্জ ন অ অ অ
য দু কু ল ন লি ই ই ই ই ই ই ই ই

আস্থাই ৮

প প ধ প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা ঃঃ

ন দিং নে এ এ এ শ অ অ অ অ অ ॥৩।

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন।

সুরকুল কেলি নিদান জয় জয় দেব হরে ॥ ৪।

অমল কমল দললোচন ভবমোচন।

ত্রিভুবন ভবন নিধান জয় জয় দেব হরে ॥ ৫।

জনকসুতাকৃত ভূষণ জিত দূষণ।

সমরশমিতদশকণ্ঠ জয় জয় দেব হরে ॥ ৬।

অভিনব জলধর সুন্দর ধৃত মন্দর।

শ্রীমুখচন্দ্রচকোর জয় জয় দেব হরে ॥ ৭।

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়।

কুরু কুশলং প্রণতেষু জয় জয় দেব হরে ॥ ৮।

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং।

মঙ্গলমুজ্জলগীতি জয় জয় দেব হরে ॥ ৯।

এই শ্লোকের অবশিষ্ট ভাগ গুলি, কথিত নিয়মে এবং সুরোযোগে গীত হইবে।

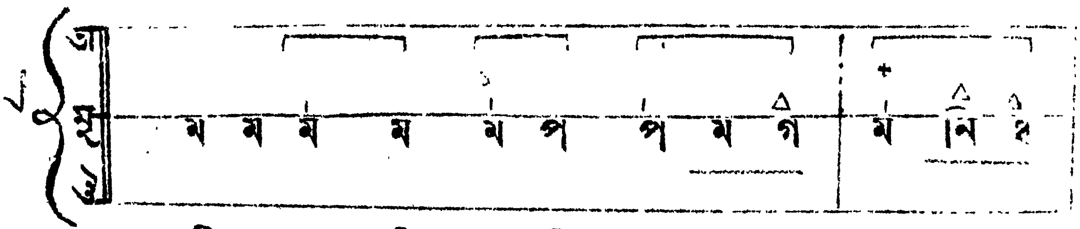
মিশ্র রাগ।

বসন্ত বাহার। (ঋ, গ, ধ, নি)। সম্পূর্ণ।

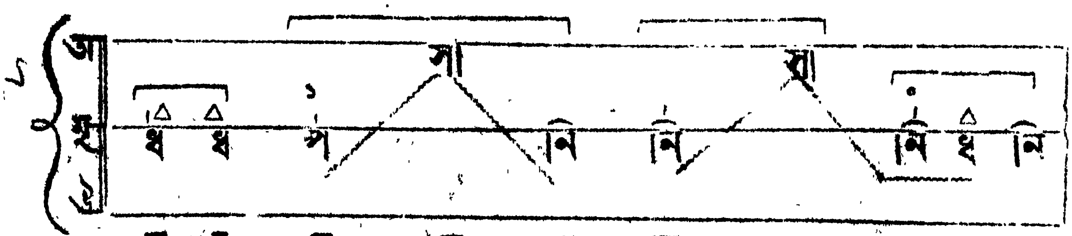
তাল মধ্যমান *।

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমলমলয় সমীরে
মধুকর নিকরকরম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জকুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥
উন্মদমদন মনোরথ পথিকবধূজন-জনিত বিলাপে
অলিকুল সংকুল কুসুম সমূহনিরাকুলবকুল কলাপে ॥
মৃগ মদসৌরভ রভসবশম্বদনবদল মালতমালে
যুবজন হৃদয় বিদারণ-মনসিজ নখরুচিকিংশুকজালে ॥

আস্থায়ী।

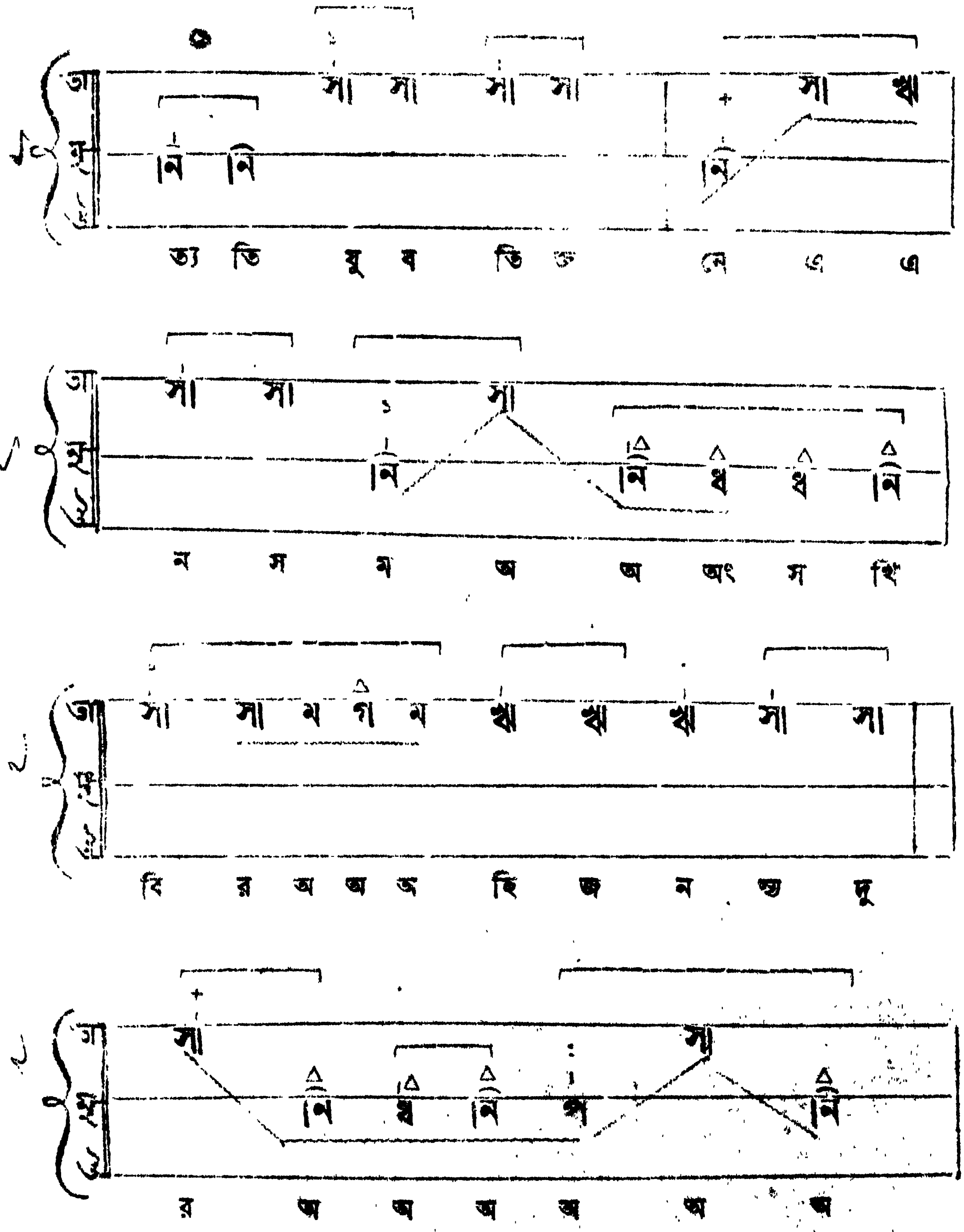


বি হ র তি হ রি রি হ অ স র অ

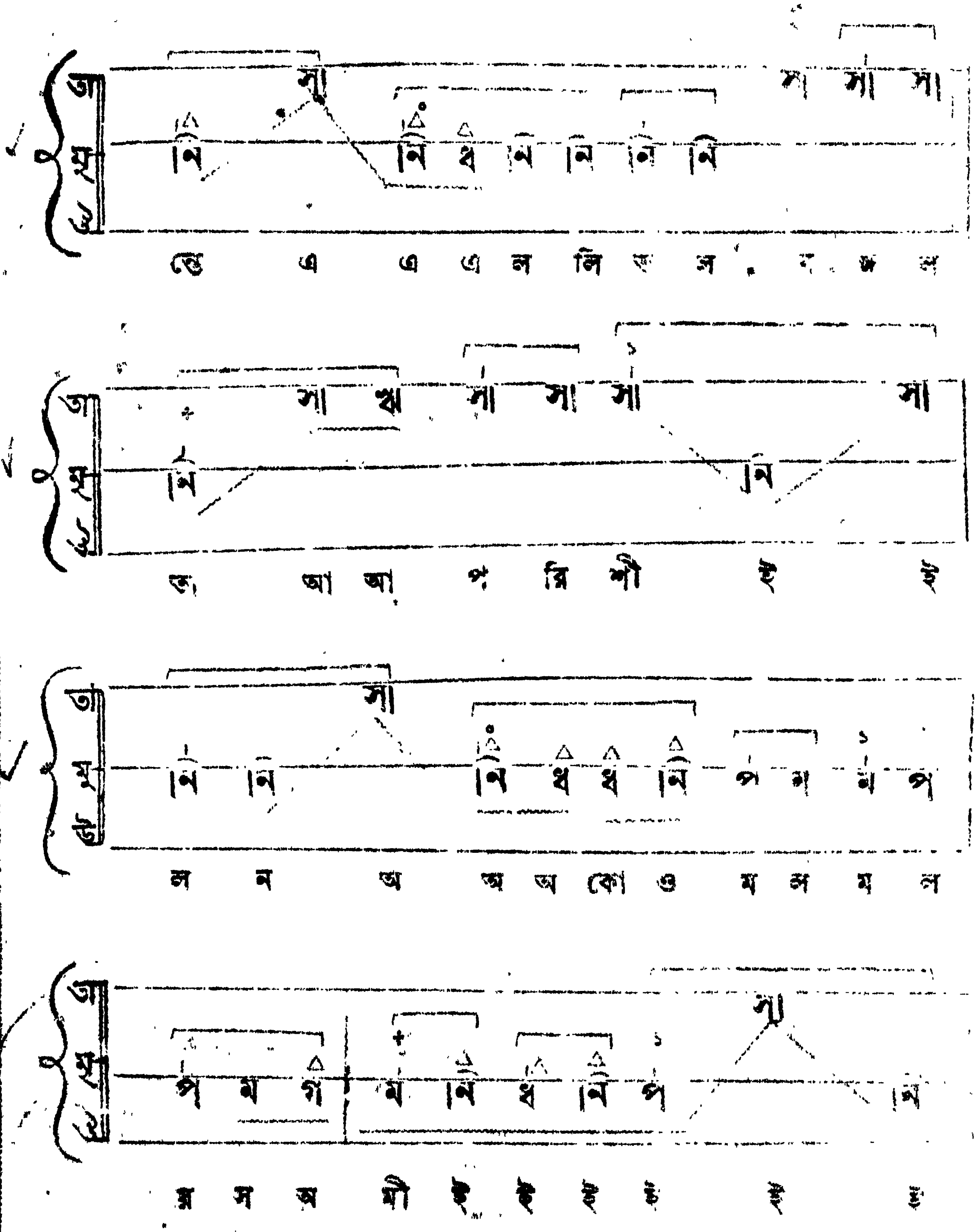


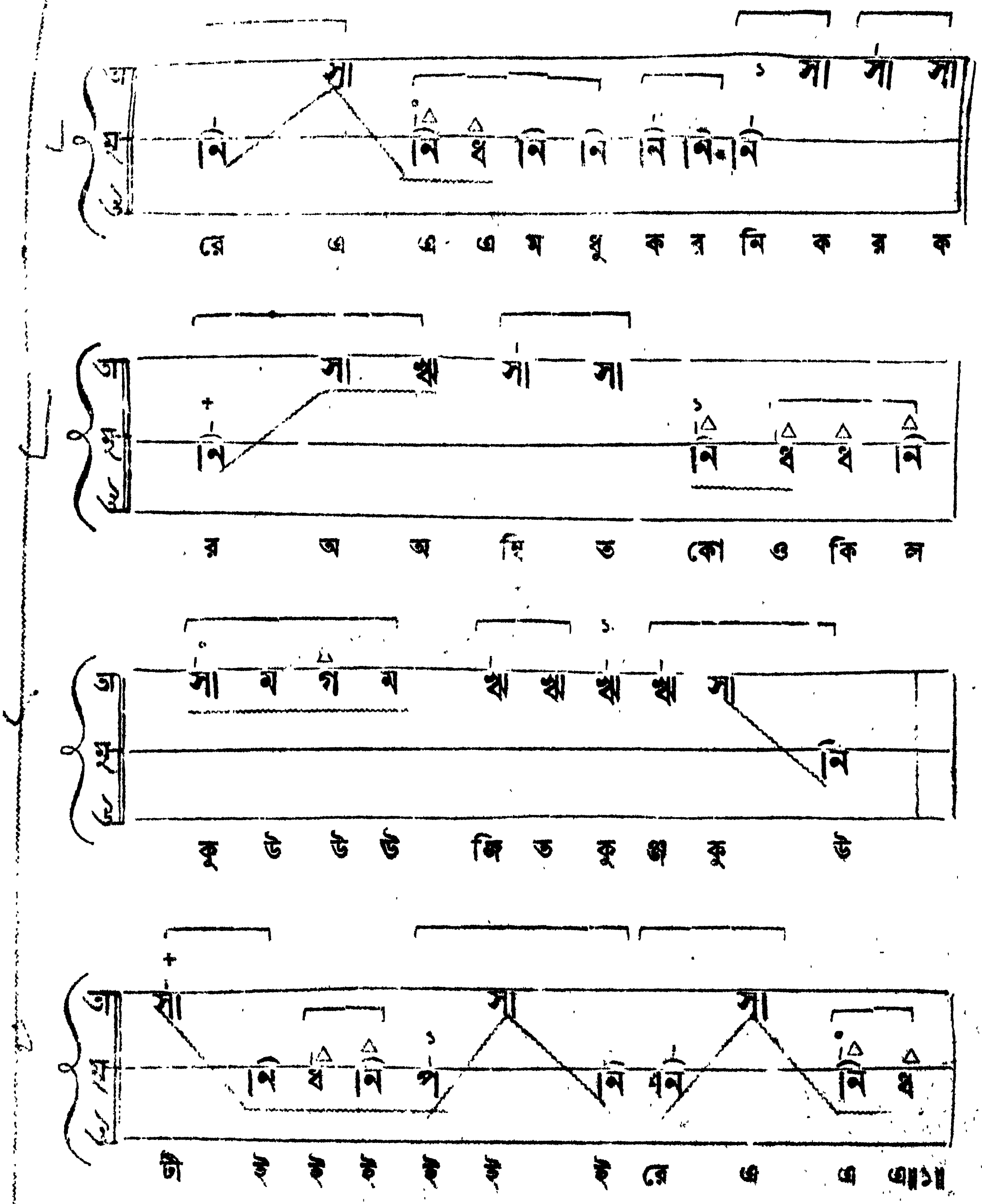
স ব স অ অ স্তে এ এ এ নৃ

* মধ্যগতি হেতু এই তালের নাম মধ্যমান। ইহার নামটী সংস্কৃতমতানুসারেই এতদ্দেশপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। মধ্যমান আটটী হ্রস্বমাত্রা অথবা চারিটী দীর্ঘমাত্রা রূপে ব্যবহৃত হয়।

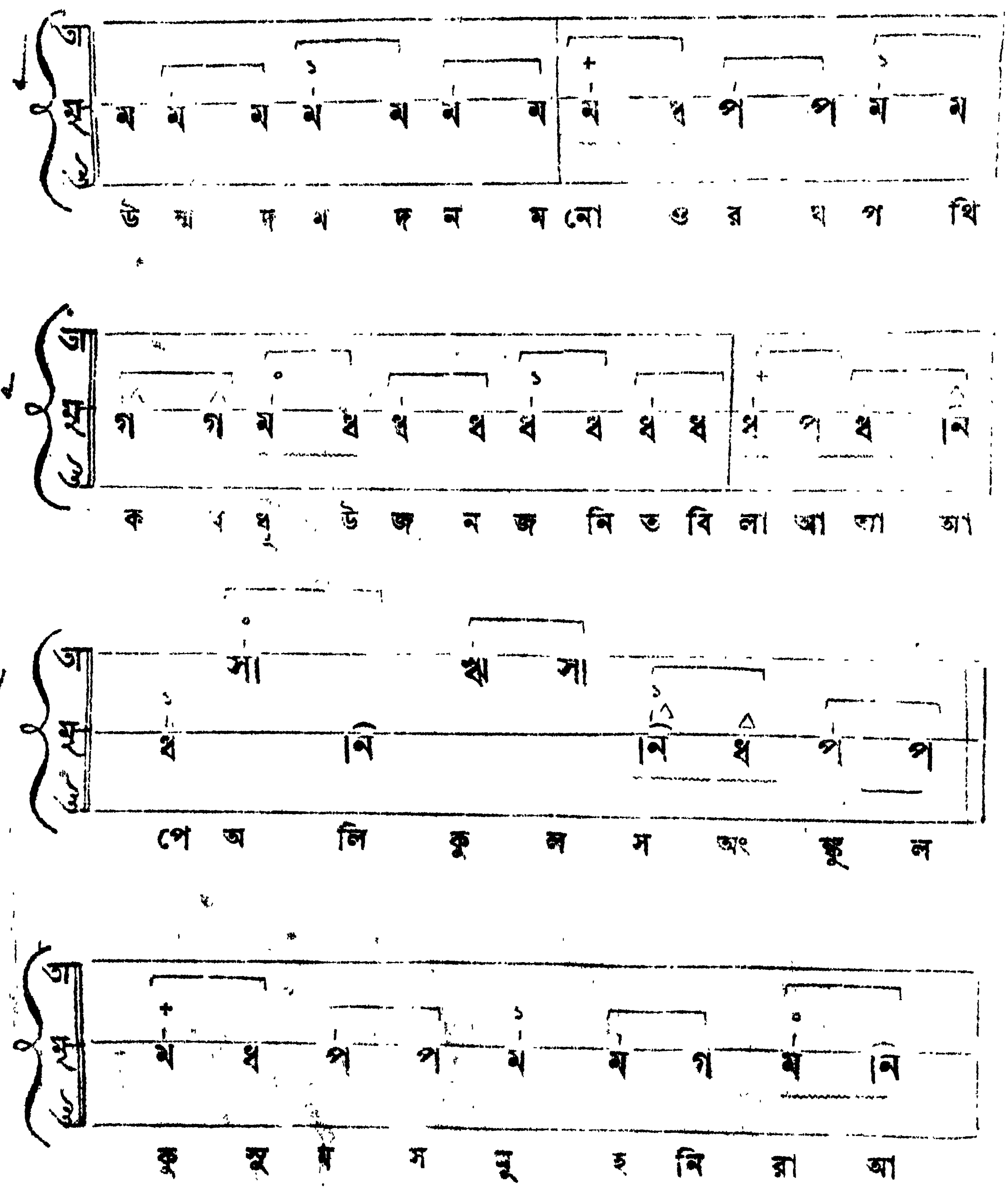

ত্য তি যু ব তি ভ নে এ এ
ন স ম অ অ অং স খি
বি র অ অ ঙ্ক হি জ ন স্ত দু
র অ অ অ অ অ অ

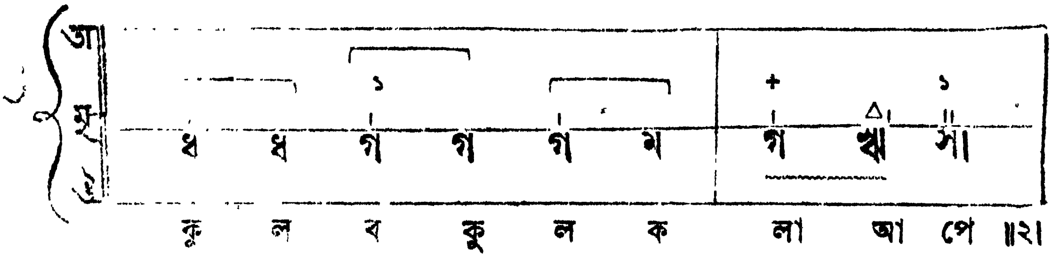
অন্তরা।



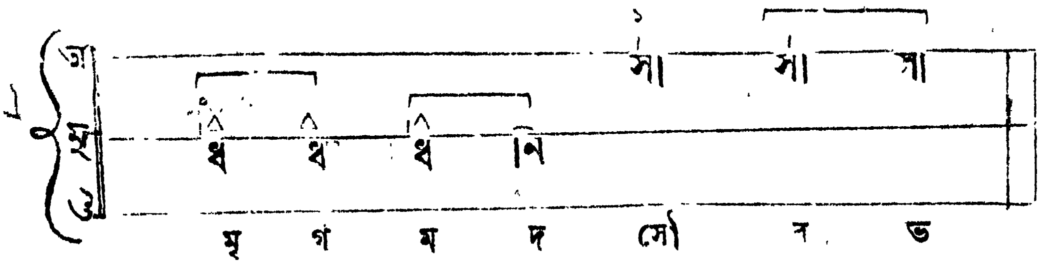

রে এ এ এ ম ধু ক র নি ক র ক
র অ অ ম্বি ত কো ও কি ল
কু উ উ উ জি ত কু ঞ্জ কু উ
টী ই ই ই ই ই ই রে এ এ এ।।

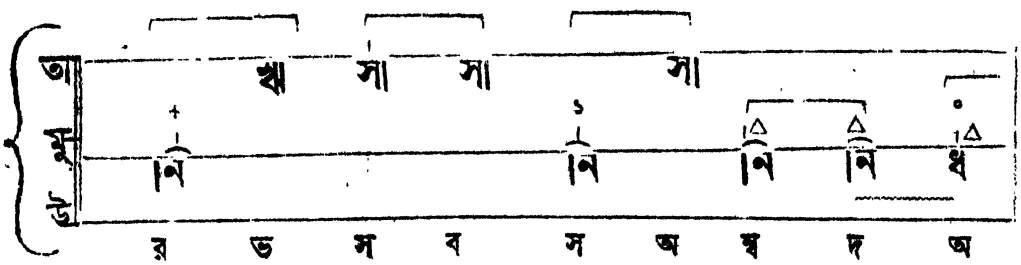
সঞ্চারী।

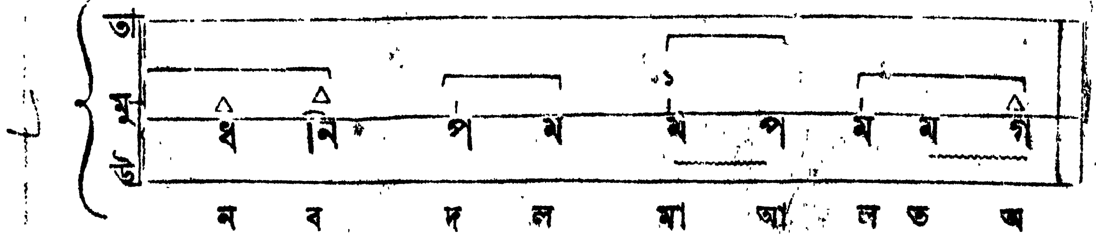


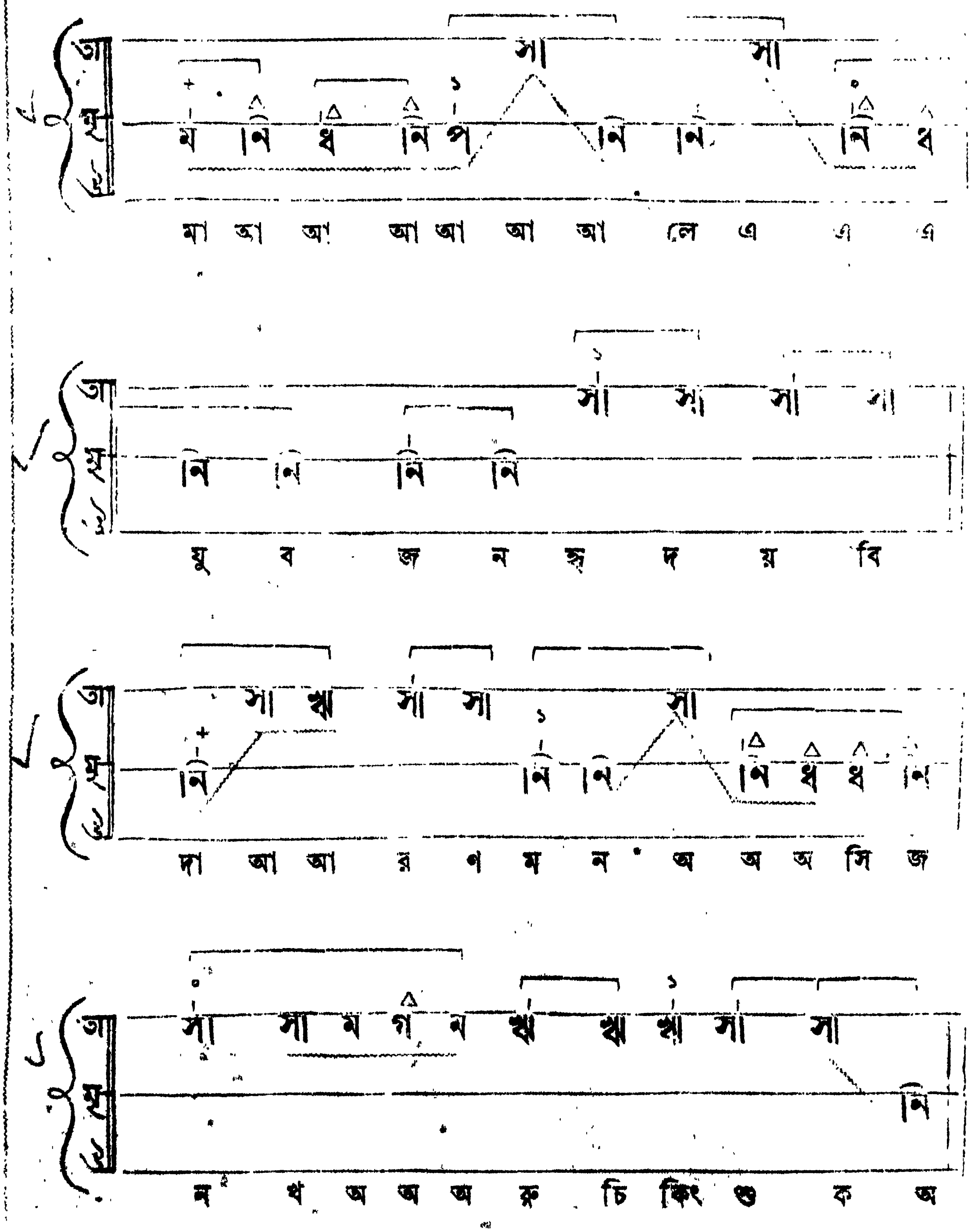


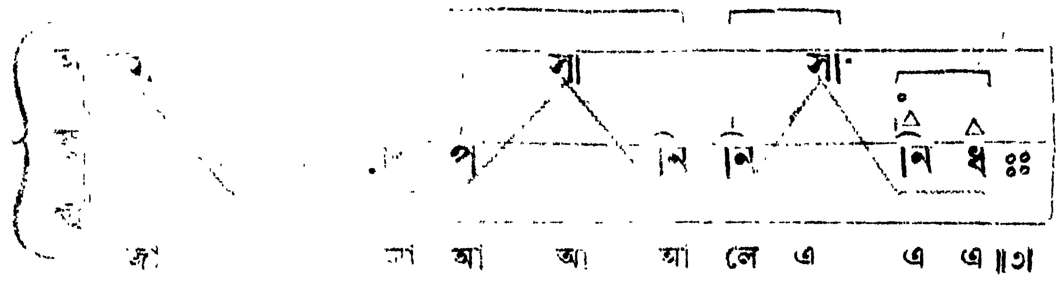
আভোগ।








মা আ আ আ আ আ আ লে এ এ এ
যু ব জ ন ঙ্গ দ য় বি
দা আ আ র ণ ম ন অ অ অ সি জ
ন থ অ অ অ রু চি কিং শু ক অ



মদন মহীপতি কনক দণ্ডরুচি কেশর কুসুম বিকাশে।
মিলিত শিলীমুখ পাটলি পটল কৃত স্মরতূণ বিলাসে ॥ ৪।
বিগলিত লজ্জিত জগদব লোকন তরুণ করুণ কৃত হাসে।
বিরহিনি কৃন্তন কুন্ত মুখাকৃতি কেতকি দন্তুরিতাশে ॥ ৫।
মাধবিকা পরিমল ললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণা কারণ বন্ধৌ ॥ ৬।
স্ফুরদতি মুক্ত লতাপরিরম্ভণ মুকুলিত পুলকিত চূতে।
বৃন্দাবন বিপিনে পরিসর পরিগত যমুনা জল পূতে ॥ ৭।
শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমু দয়তি হরি চরণ স্মৃতিসারং।
সরসবসন্ত সময় বন বর্ণন মনুগত মদন বিকারং ॥ ৮।

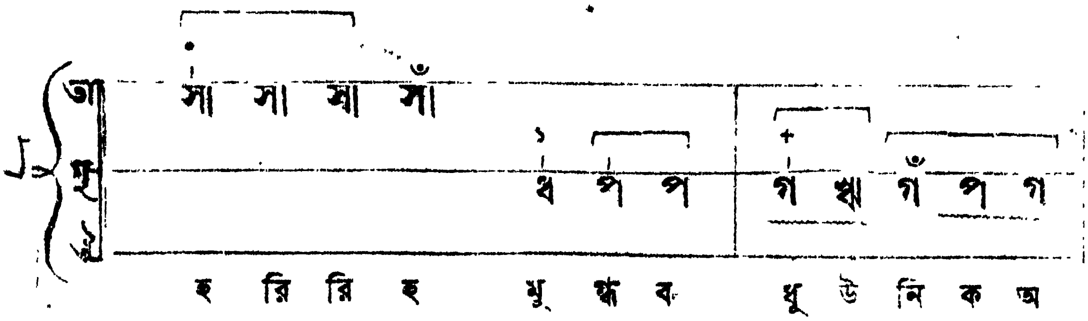
এই পাঁচটী শ্লোক, পূর্ব্ব লিখিত সুর দ্বারা গান করা যাইবে।

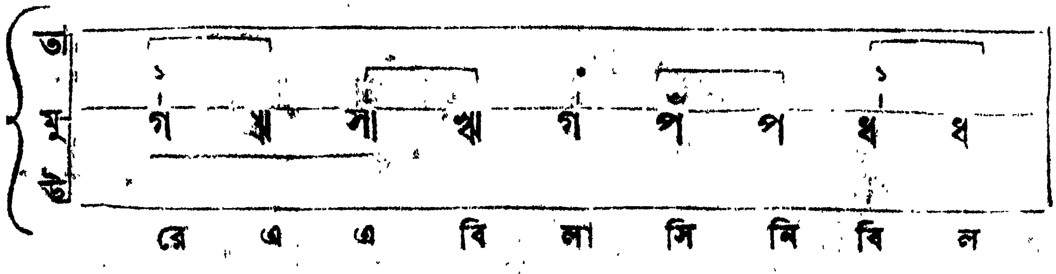
ভুপালি (প্রকৃত মধ্যম বিবাদী) খাড়ব।

তাল তিওট্ (১)।

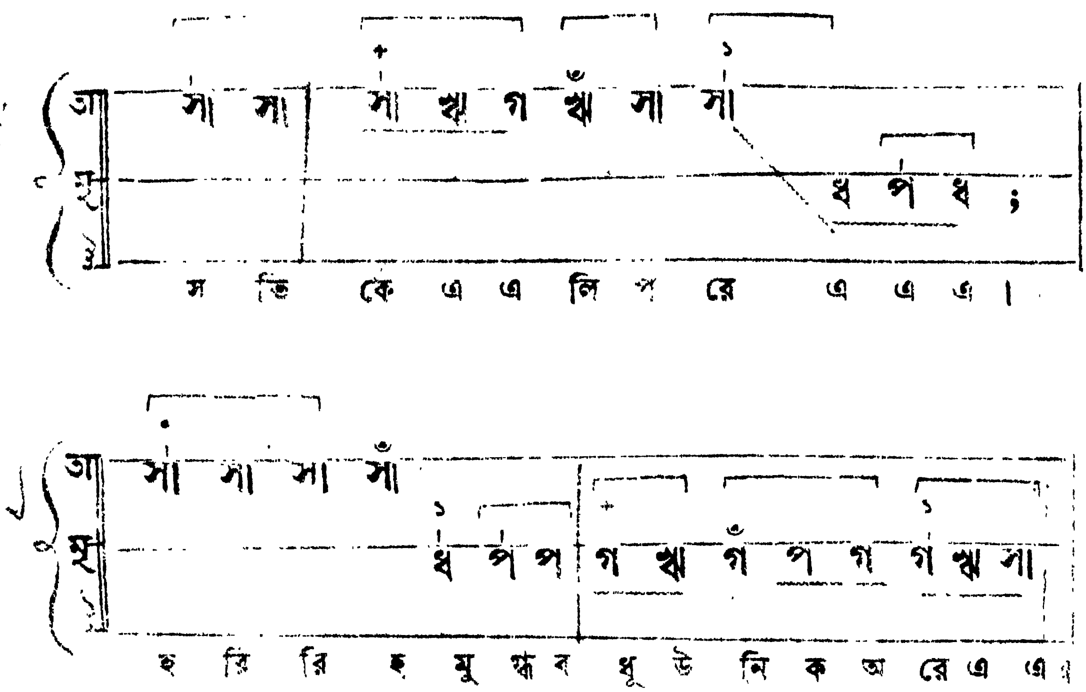
চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী।
কেলিচলমণি কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী॥
হরি রিহ মুগ্ধবধূ নিকরে।
বিলাসিনি বিলসতি কেলি পরে॥ ১।
পীন পয়োধর ভার ভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত পঞ্চম রাগং॥ ২।
কাপি বিলাস বিলোল বিলোচন খেলন জনিত মনোজং।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন বদন সরোজং॥ ৩।

আস্থায়ী।

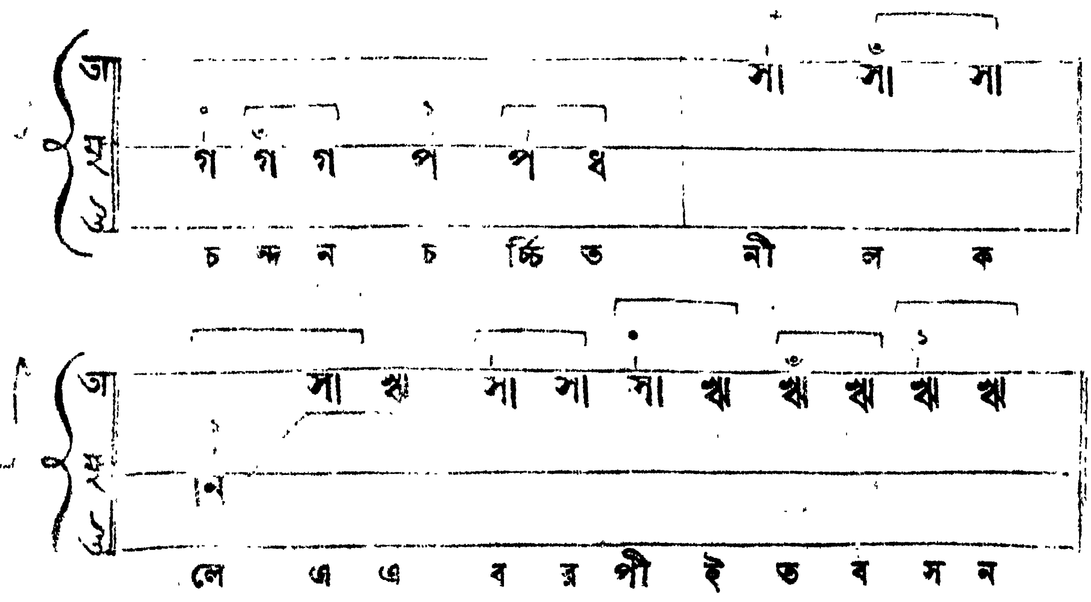


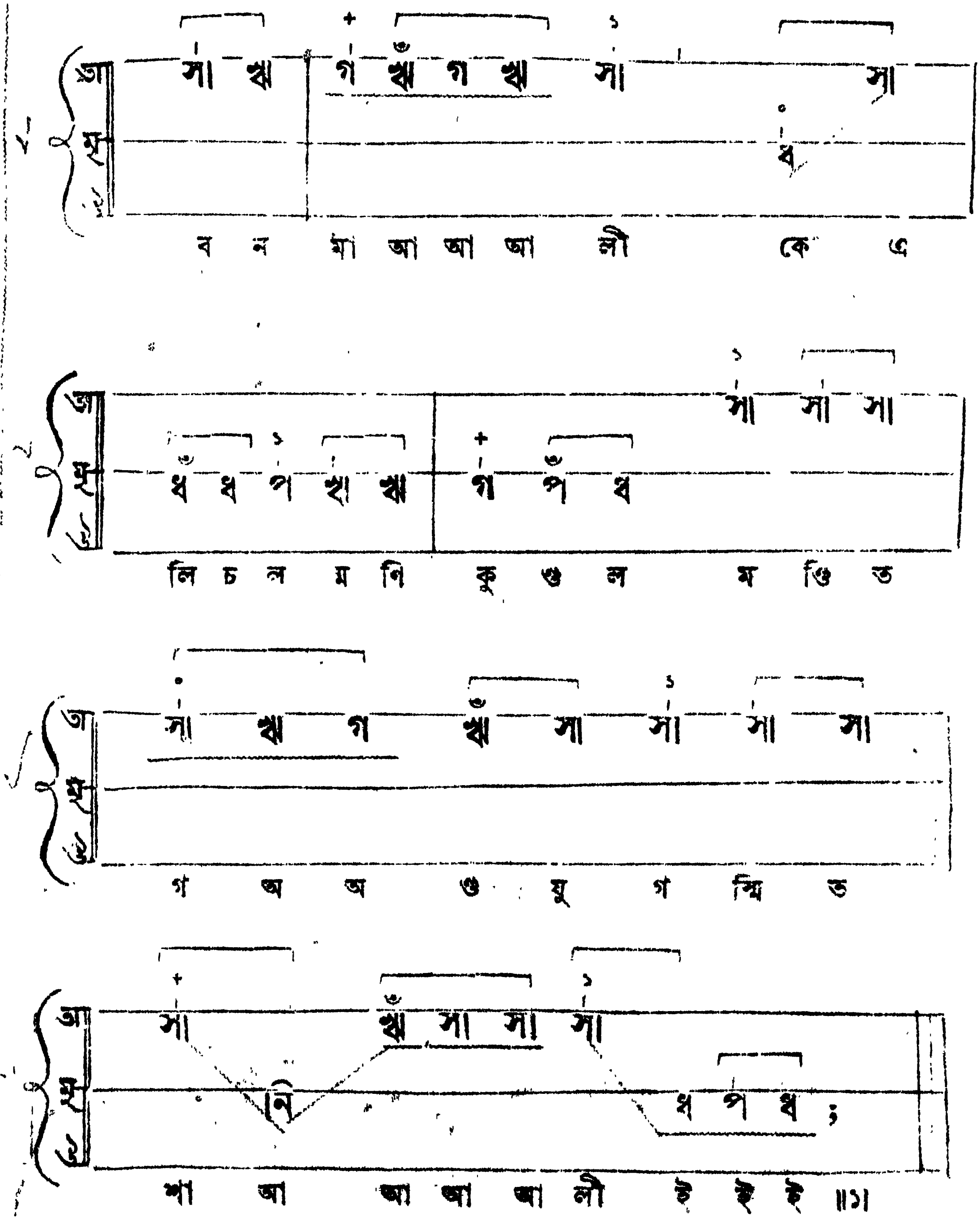


(১) তিওটের সংস্কৃত নাম ত্রিপুট।


স ত্তি কে এ এ লি প রে এ এ এ।
হ রি রি হ মু গ্ধ ব ধূ উ নি ক অ রে এ এ।

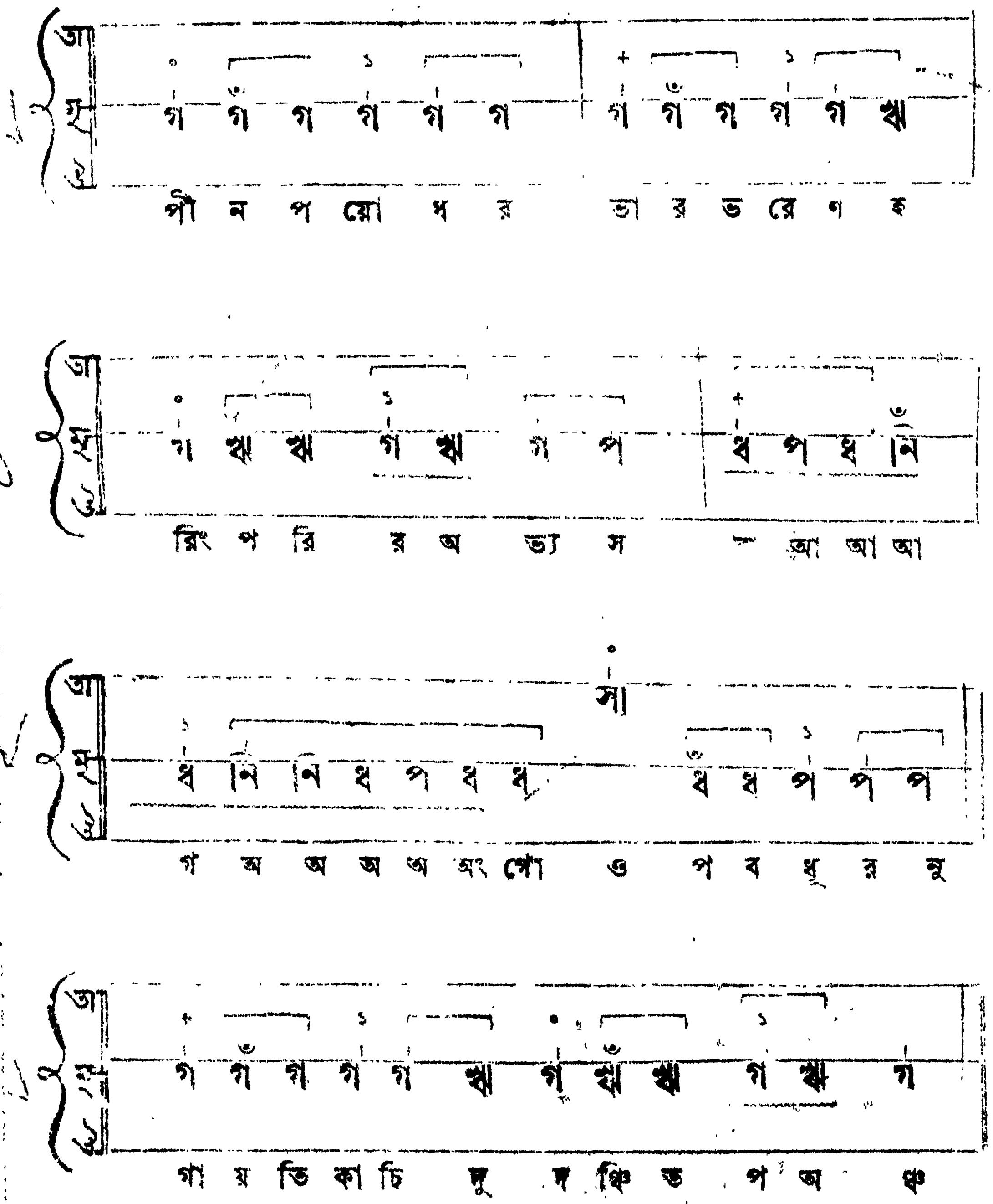
অন্তরা।

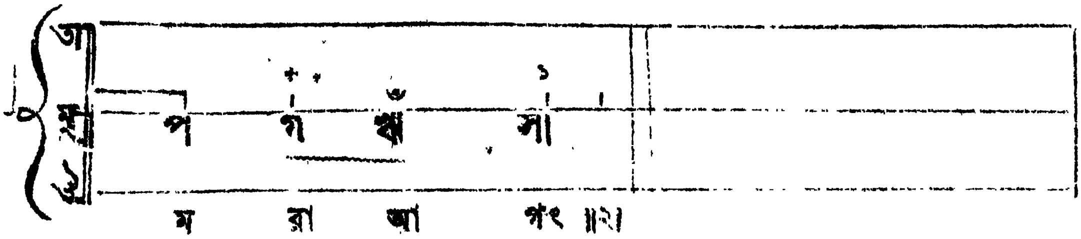

চ ন্দ ন চ র্চ্চি ত নী ল ক
লে এ এ ব র পী ই ত ব স ন



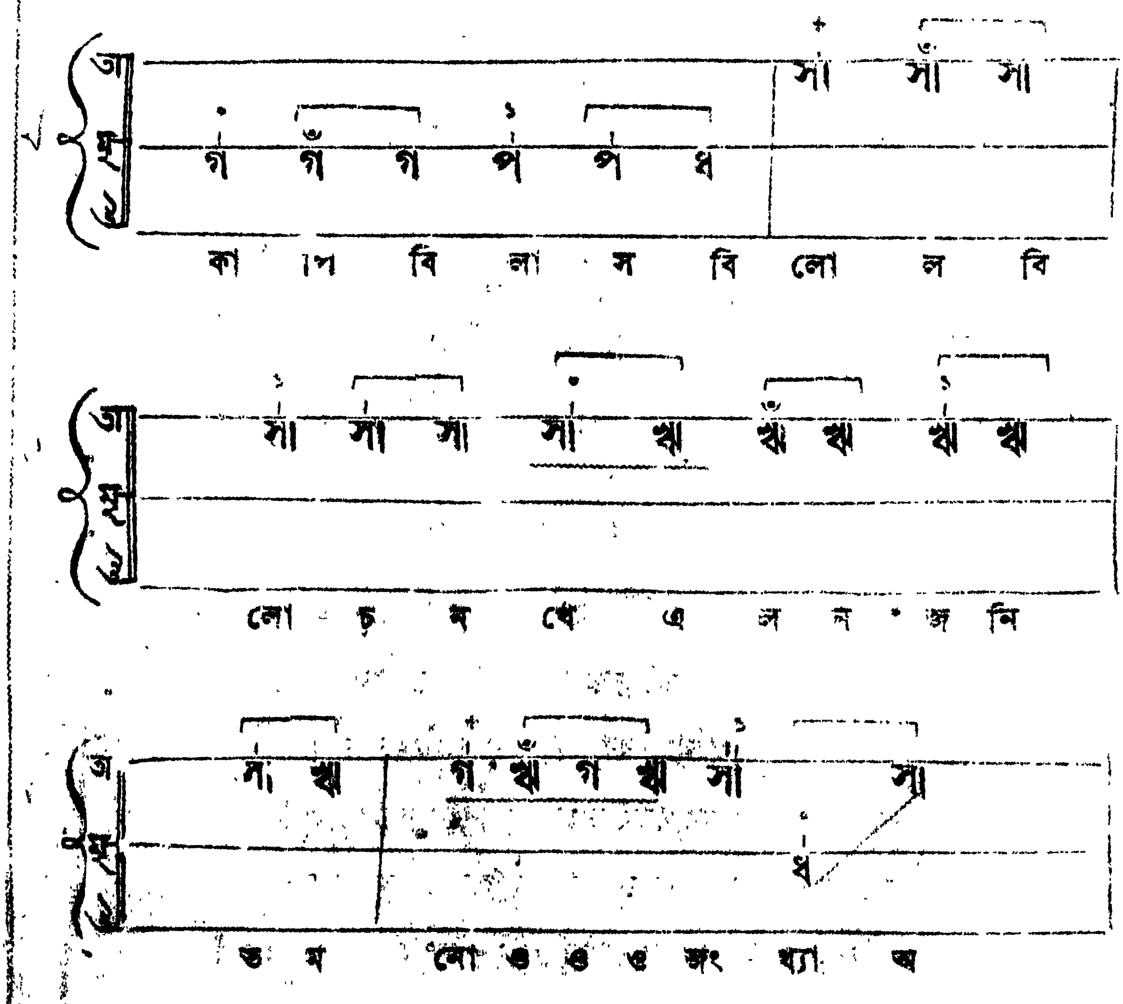
ব ন মা আ আ আ লী কে এ
লি চ ল ম নি কু ণ্ড ল ম ণ্ডি ত
গ অ অ ণ্ড যু গ স্মি ত
শা আ আ আ আ লী ই ই ই ॥১।

সঞ্চারী।


গ গঁ গ গ গ গ গ গঁ গ গ গ ঋ
পী ন প য়ো ধ র ভা র ভ রে ণ হ
গ ঋ ঋ গ ঋ গ প ধ প ধ নিঁ
রিং প রি র অ ভ্যা স আ আ আ
সা
ধ নি নি ধ প ধ ধ ধ ধ প প প
গ অ অ অ অ অং গো ও প ব ধূ র নু
গ গঁ গ গ গ ঋ গ ঋঁ ঋ গ ঋ গ
গা য় তি কা চি দু দ ঞ্চি ত প অ ঞ্চ



আভোগ।





কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।

চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥ ৪।

কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।

মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥ ৫।

করতলতাল তরলবলয়া বলি কলিত কলস্বন বংশে।

রাস রসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ৬।

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি বামাং।

পশ্যতি সস্মিতচারু পরা মপরামনু গচ্ছতি রামাং ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমদ্ভুত কেশব কেলি রহস্যং।

বিপিন বিনোদ কলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যং ॥ ৮ ॥

এই পাঁচটী শ্লোক, পূর্ব্বলিখিত আস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী এবং আভোগের সুরযোগে গান করিবে।

খাম্বাবতী (নি) সম্পূর্ণ।

তাল চিমাতেতালা।

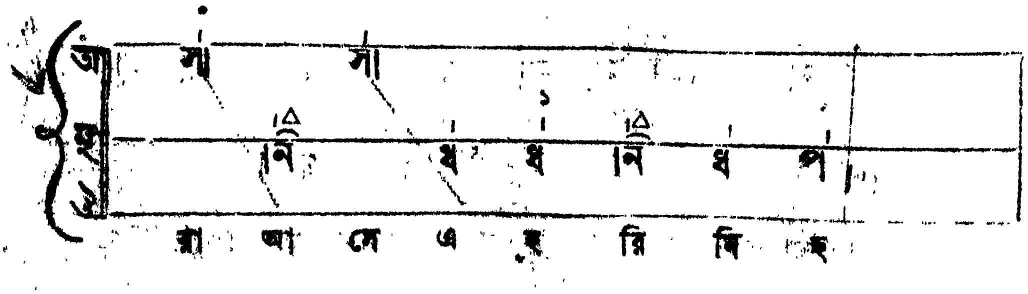
সঞ্চরদধর সুধা মধুরধ্বনি মুখরিতমোহনবংশং।

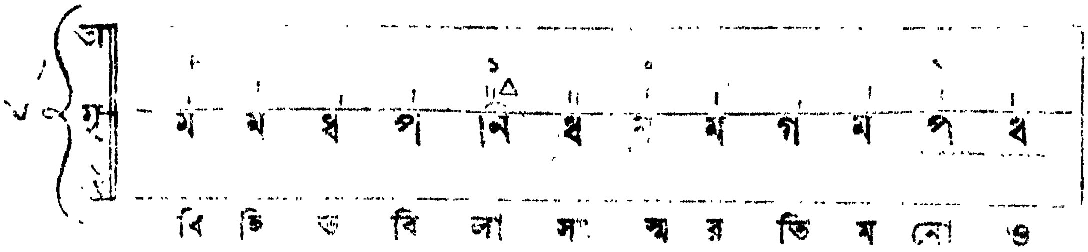
বলিতদৃগঞ্চল চঞ্চলমৌলিকপোল বিলোলবতংসং ॥

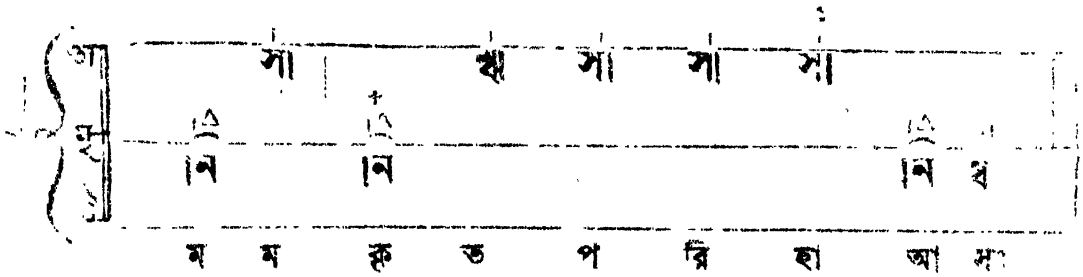
রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।

স্মরতি মনোমম কৃত পরিহাসং ॥ ১ ॥

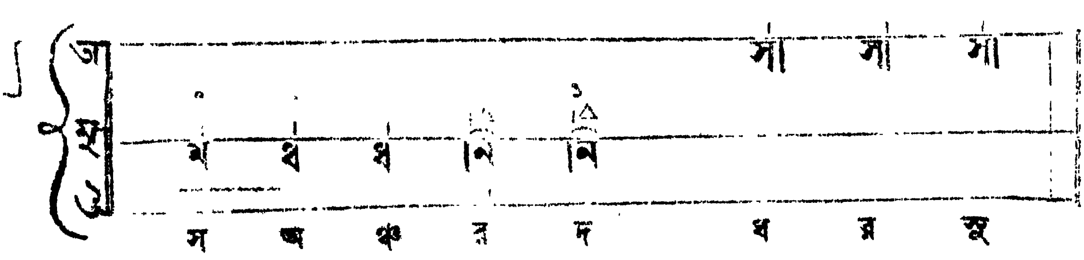
আস্থায়ী।

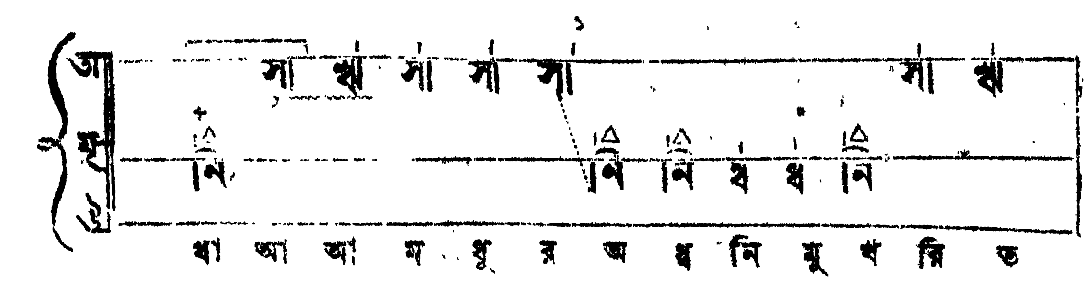


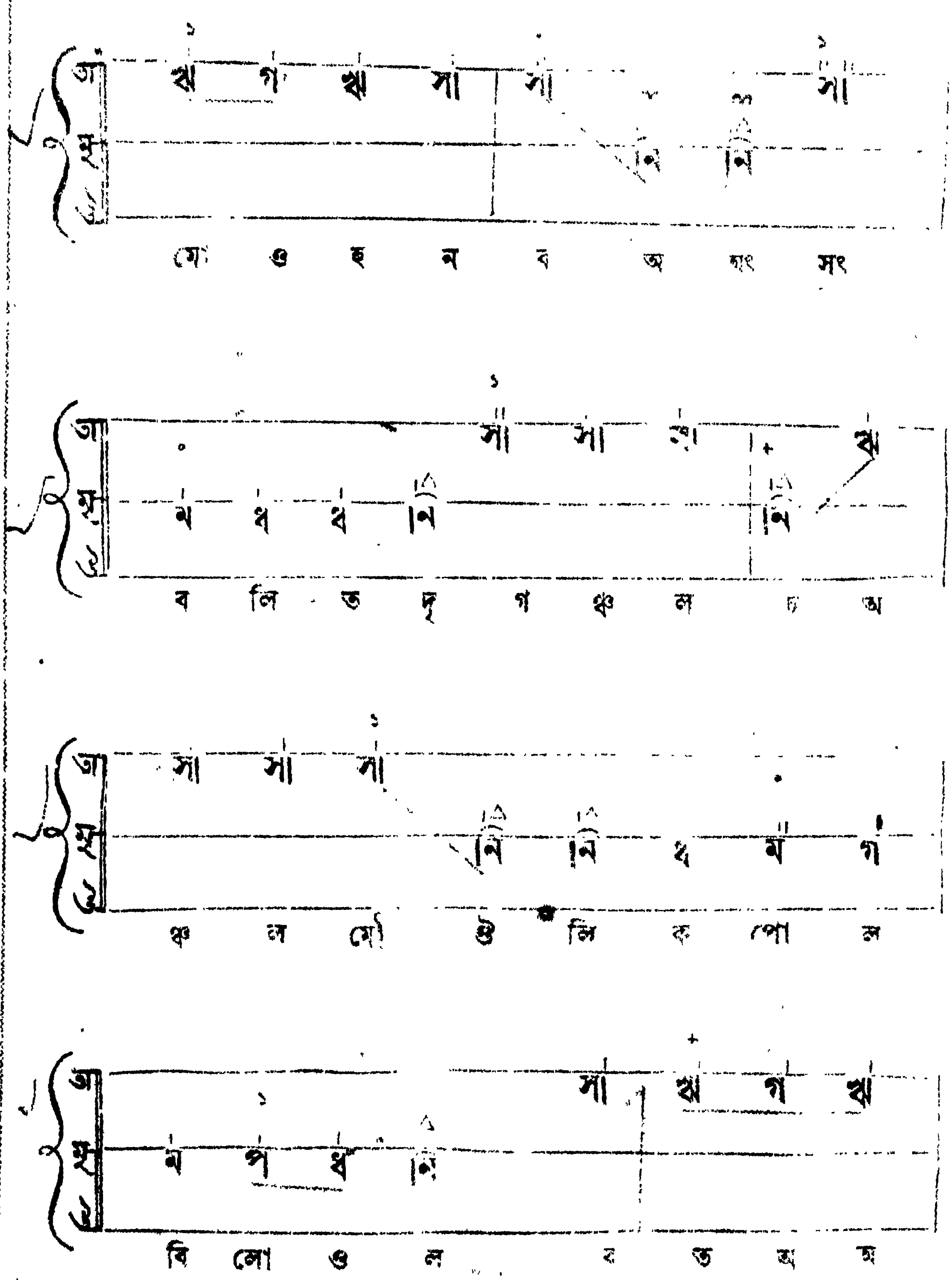


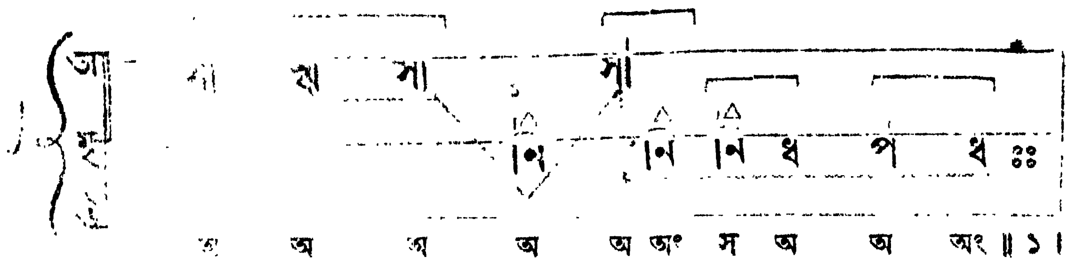


অন্তরা।






তা
মু
উ
গো ও হ ন ব অ সং
ব লি ত দৃ গ ঞ্চ ল অ
ঞ্চ ল মৌ লি ক পো ল
বি লো ও ল ত



চন্দ্রক চারু ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডল বলয়িত কেশং ।

প্রচুর পুরন্দর ধনু রনুরঞ্জিত মেদুর মুদির সুবেশং ॥ ২ ।

গোপ কদম্ব নিতম্ববতী মুখ চুম্বন লম্ভিত লোভং ।

বন্ধুজীব মধুরাধর পল্লব মুল্লসিত স্মিত শোভং ॥ ৩ ।

বিপুল পুলক ভুজ পল্লব বলয়িত বল্লব যুবতি সহস্রং ।

কর চরণোরসি মণিগণ ভূষণ কিরণ বিভিন্ন তমিস্রং ॥ ৪ ।

জলদ পটল বল দিন্দু বিনিন্দক চন্দন তিলক ললাটং ।

পীন পয়োধর পরিসর মর্দ্দন নির্দ্দয় হৃদয় কবাটং ॥ ৫ ।

মণিময় মকর মনোহর কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডমুদারং ।

পীত বসন মনুগত মুনি মনুজ সুরাসুর বর পরিবারং ॥ ৬ ।

বিশদ কদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তং ।

মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তং ॥ ৭ ।

শ্রীজয়দেব ভণিত মতি সুন্দর মোহন মধুরিপু রূপং ।

হরি চরণ স্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপং ॥ ৮ ।

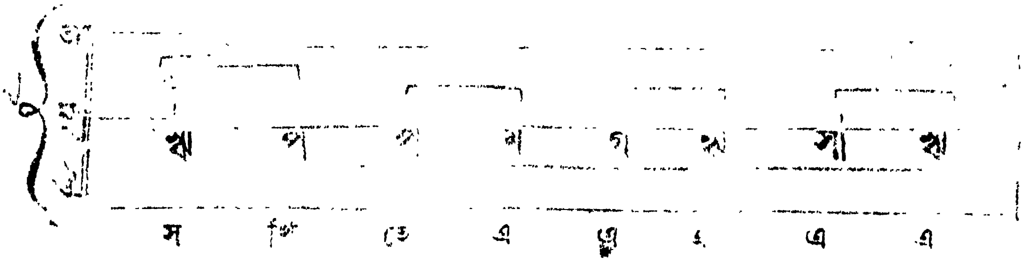
কথিত সুরযোগে এই কএকটী শ্লোকও গান করা কর্ত্তব্য ।

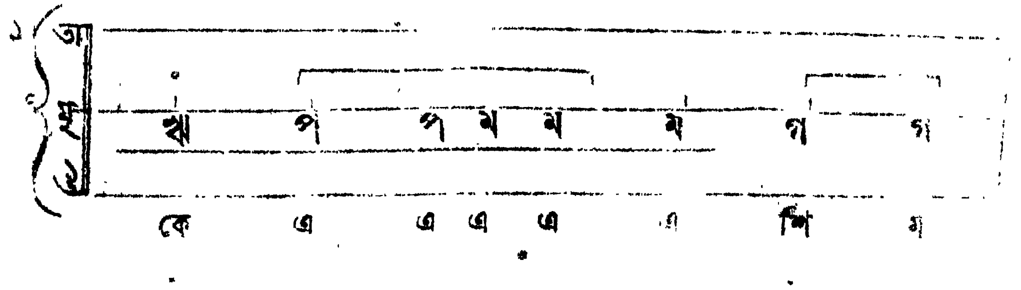
ঝিঁঝিট। নি। সম্পূর্ণ।

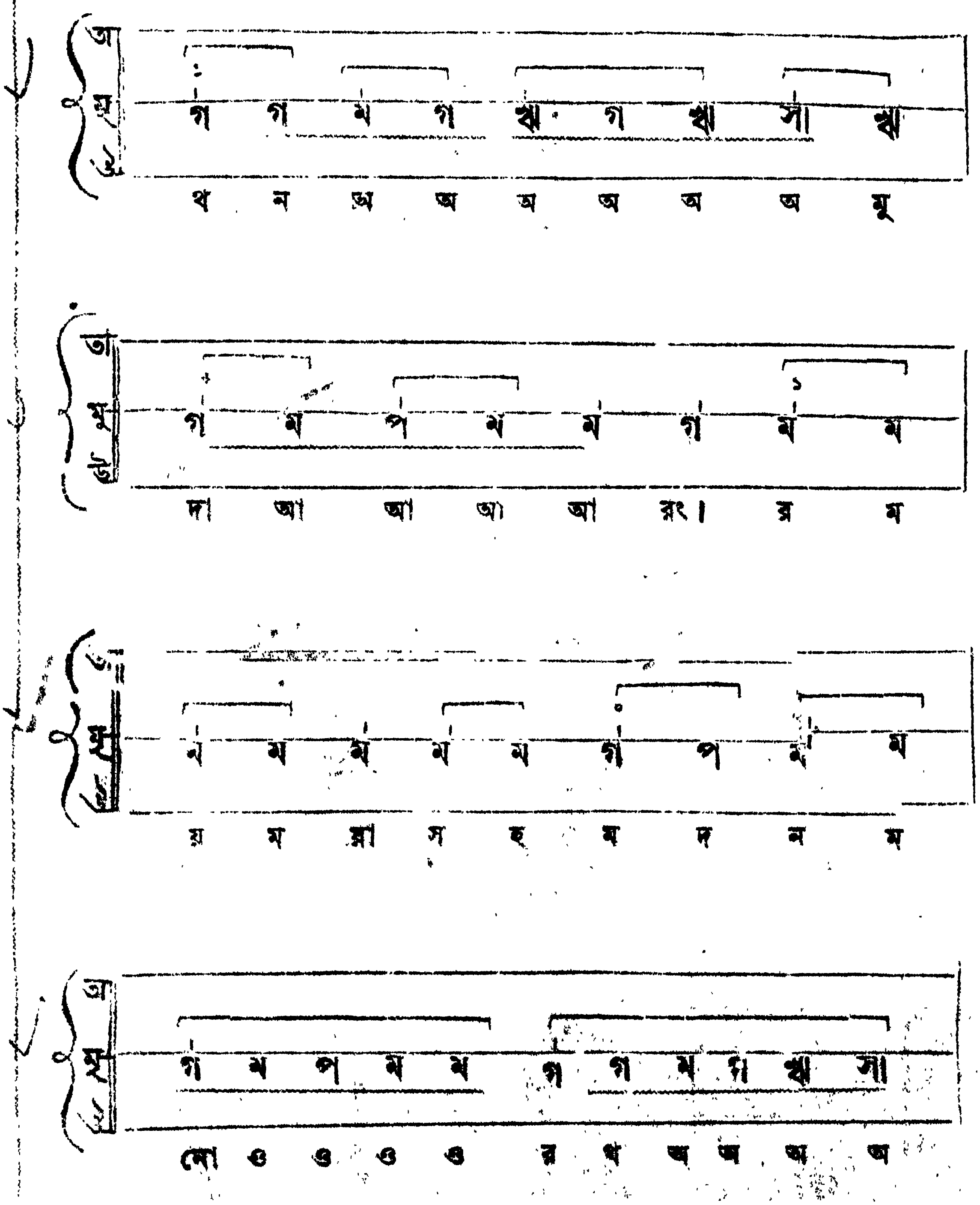
তাল [illegible]

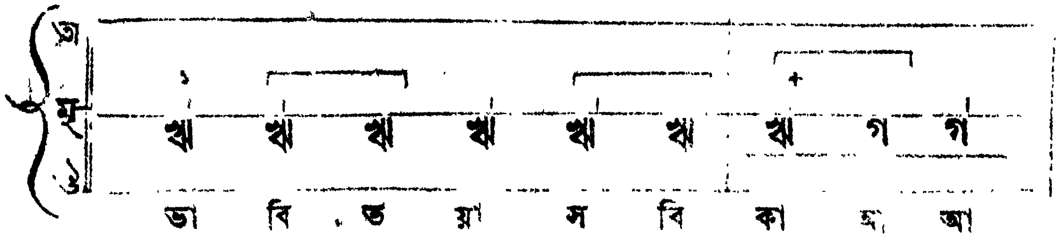
[illegible] নিকুঞ্জগৃহং [illegible] নিশি [illegible]।
চকিত বিলোকিত [illegible] দিশা রতিরভস [illegible]॥
সখি হে কেশি [illegible] মুদারং।
রময় ময়া [illegible] মনোরথ ভাবিতয়া সবি[illegible]॥

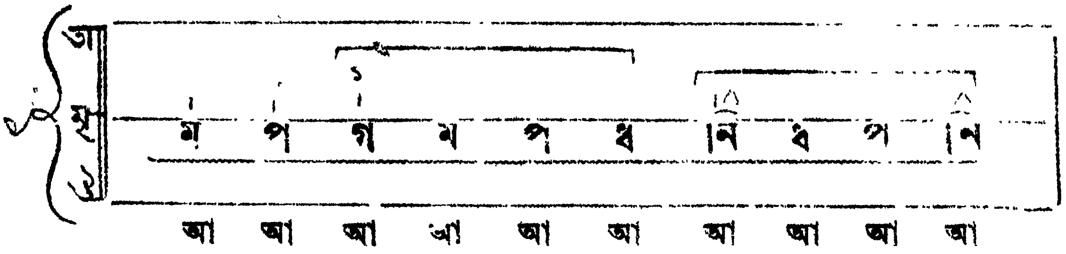
আস্থায়ী।

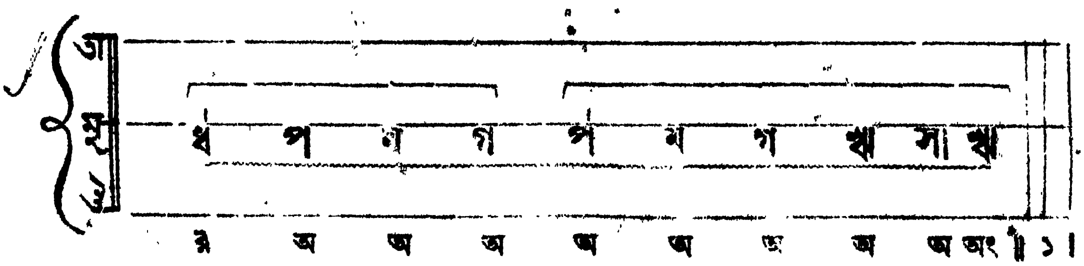




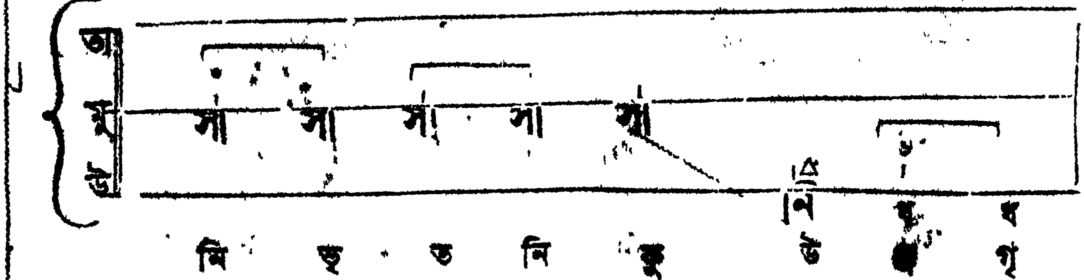

থ ন অ অ অ অ অ অ মু
দা আ আ আ আ রং। র ম
য় ম ল্লা স হ ম দ ন ম
লো ও ও ও ও র থ অ অ অ অ

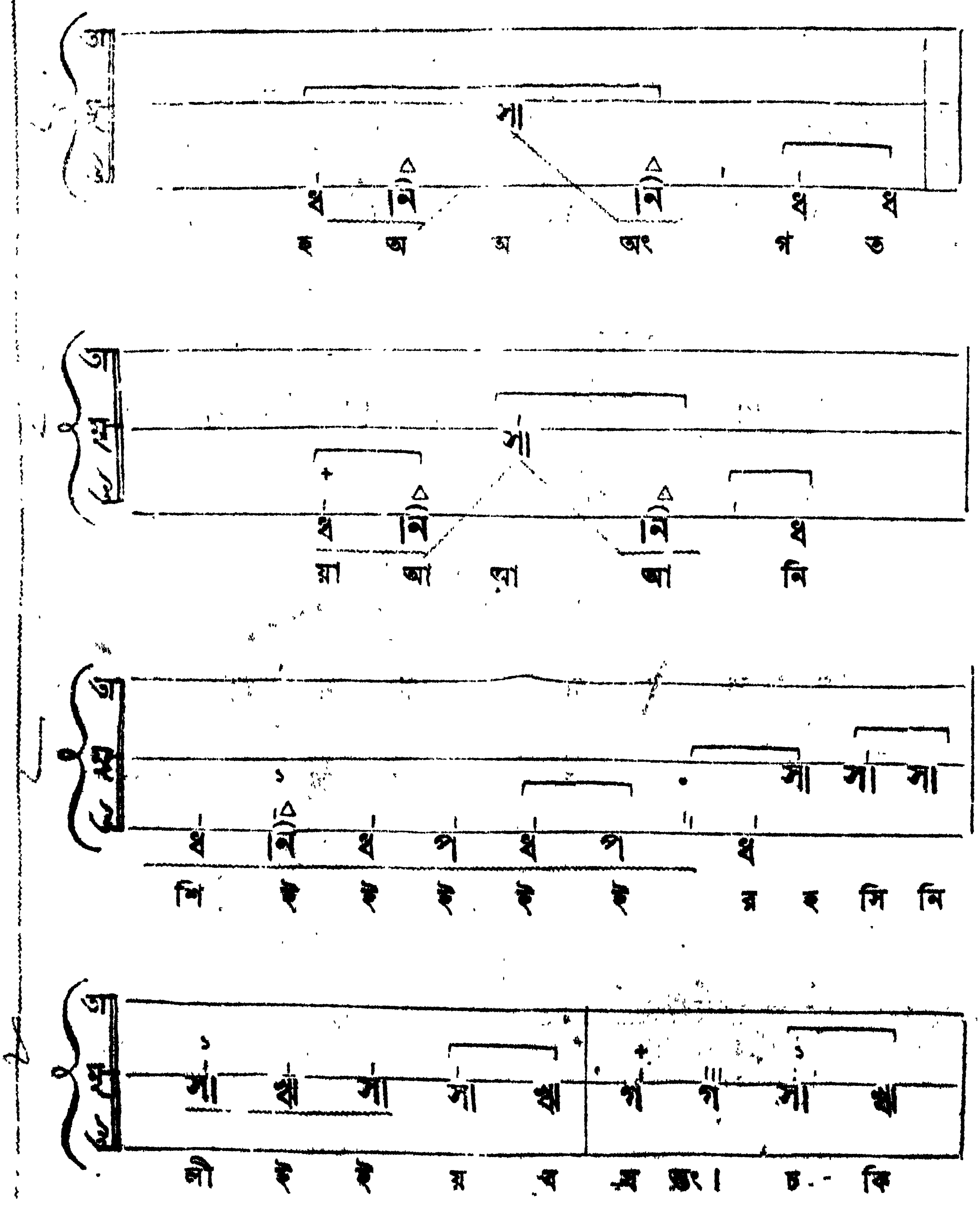

তা
মু
উ
ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ গ গ
ভা বি ত য়া স বি কা ঙ্ক্ষ আ

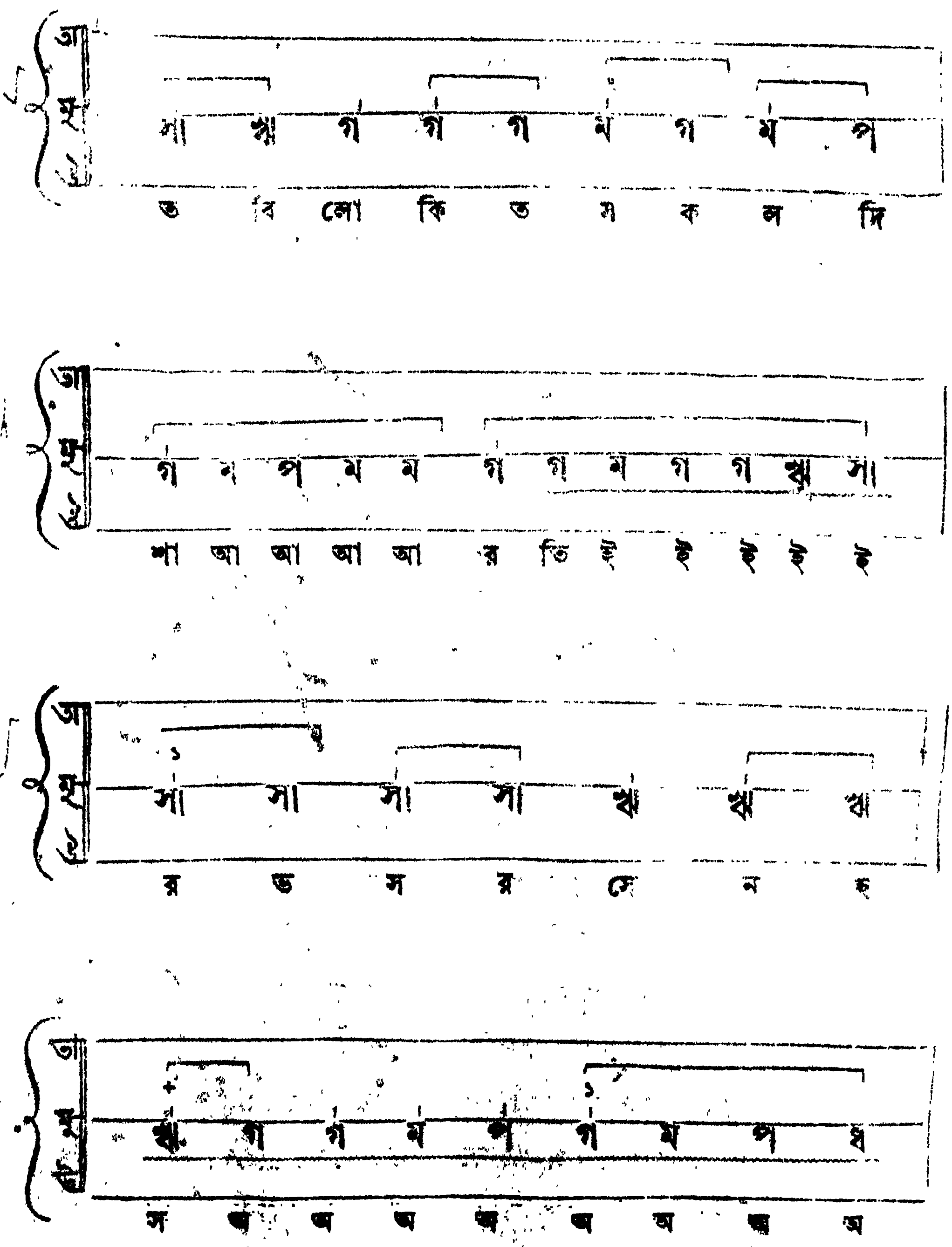

তা
মু
উ
ম প গ ম প ধ নি ধ প নি
আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

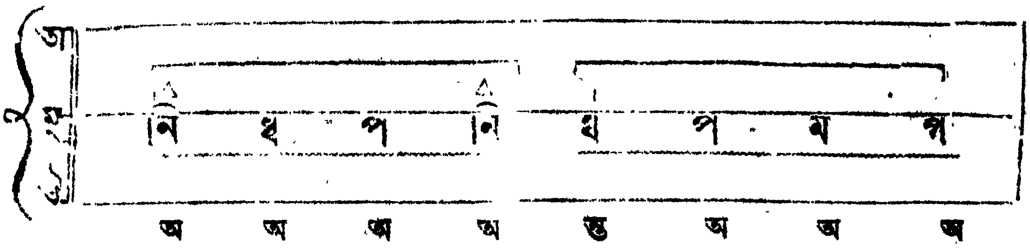

তা
মু
উ
ধ প ম গ প ম গ ঋ সা ঋ
র অ অ অ অ অ অ অ অং ।। ১ ।

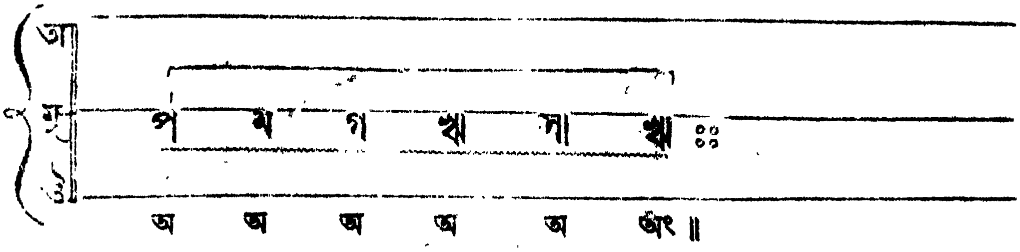
অন্তরা।


তা
মু
উ
সা সা সা সা সা নি ধ ধ
মি ভৃ ত নি কু উ গৃ


হ অ অ অং গ ত
য়া আ ো আ নি
শি ই ই ই ই ই র হ সি নি
লী ই ই য় ব ব জং। চ কি


আস্থাই
সা ঋ গ গ গ ম গ ম প
ত বি লো কি ত স ক ল দি
গ ম প ম ম গ গ ম গ গ ঋ সা
শা আ আ আ আ র তি ই ই ই ই ই
সা সা সা সা ঋ ঋ ঋ
র ভ স র সে ন হ
ঋ গ গ ম প গ ম প ধ
স অ অ অ অ অ অ অ অ





প্রথম সমাগম লজ্জিতয়া পটু চাটুশতৈরনুকূ .।
মৃদুমধুরস্মিত ভাষিতয়া শিথিলীকৃত জঘনদুকূলং ॥ ২।
কিশলয় শয়ন নিবেসিতয়া চিরমুরসি মমৈ। শয়ানং।
কৃত পরিরম্ভন চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানং ॥ ৩।
অলসনিমীলিত লোচনয়া পুলকাবলিললিত কপোলং।
শ্রমজল সকল কলেবরয়া বরমদন মদাদতিলোলং ॥ ৪।
কোকিল কলরব কূজিতয়া জিতমনসিজ তন্ত্রবিচারং।
শ্লথকুসুমাকুল কুন্তলয়া নখলিখিত ঘনস্তনভারং ॥ ৫।
চরণরণিত মণিনূপুরয়া পরিপূরিত সুরত বিতানং।
মুখরবিশৃঙ্খল মেখলয়া সকচগ্রহ চুম্বন দানং ॥ ৬।
রতিসুখ সময়রসালসয়া দরমুকুলিত নয়নসরোজং।
নিঃসহনি পতিততনুলতয়া মধুসূদন মুদিত মনোজং ॥ ৭।

শ্রীজয়দেব ভণিতমিদ মতিশয় মধুরিপু নিধুবন শীলং।
সুখমুৎকণ্ঠিত গোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলং ॥ ৮।

এগুলিও কথিত সুরযোগে গান করা যাইবে।

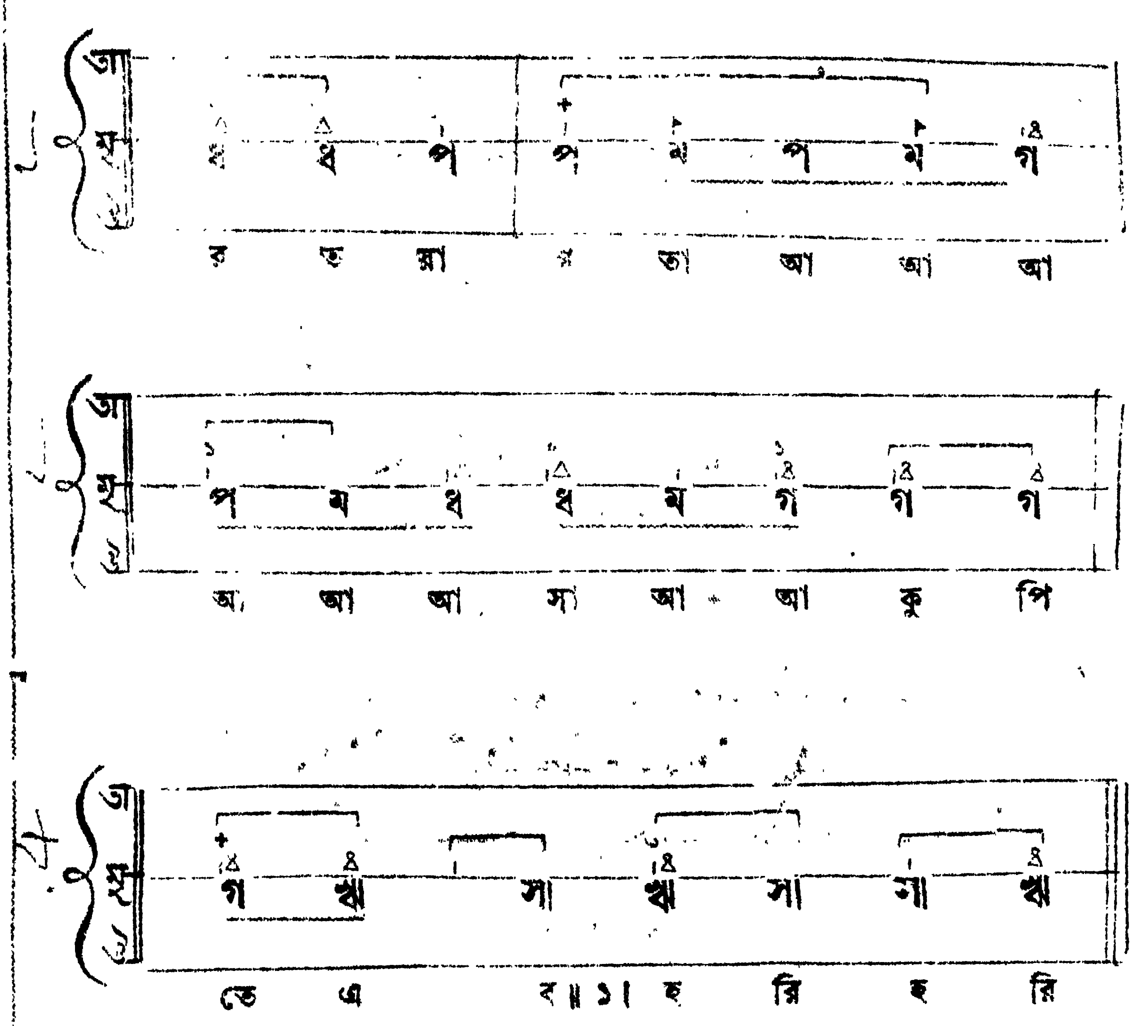
তোড়ী (নি, ঋ, গ, ম, ধ।) সম্পূর্ণ।

তাল মধ্যমান।

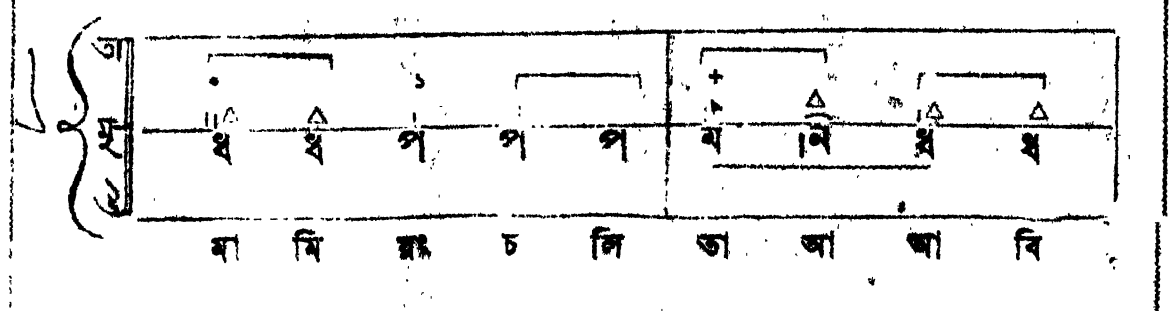
মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূ নিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতি ভয়েন ॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ১।

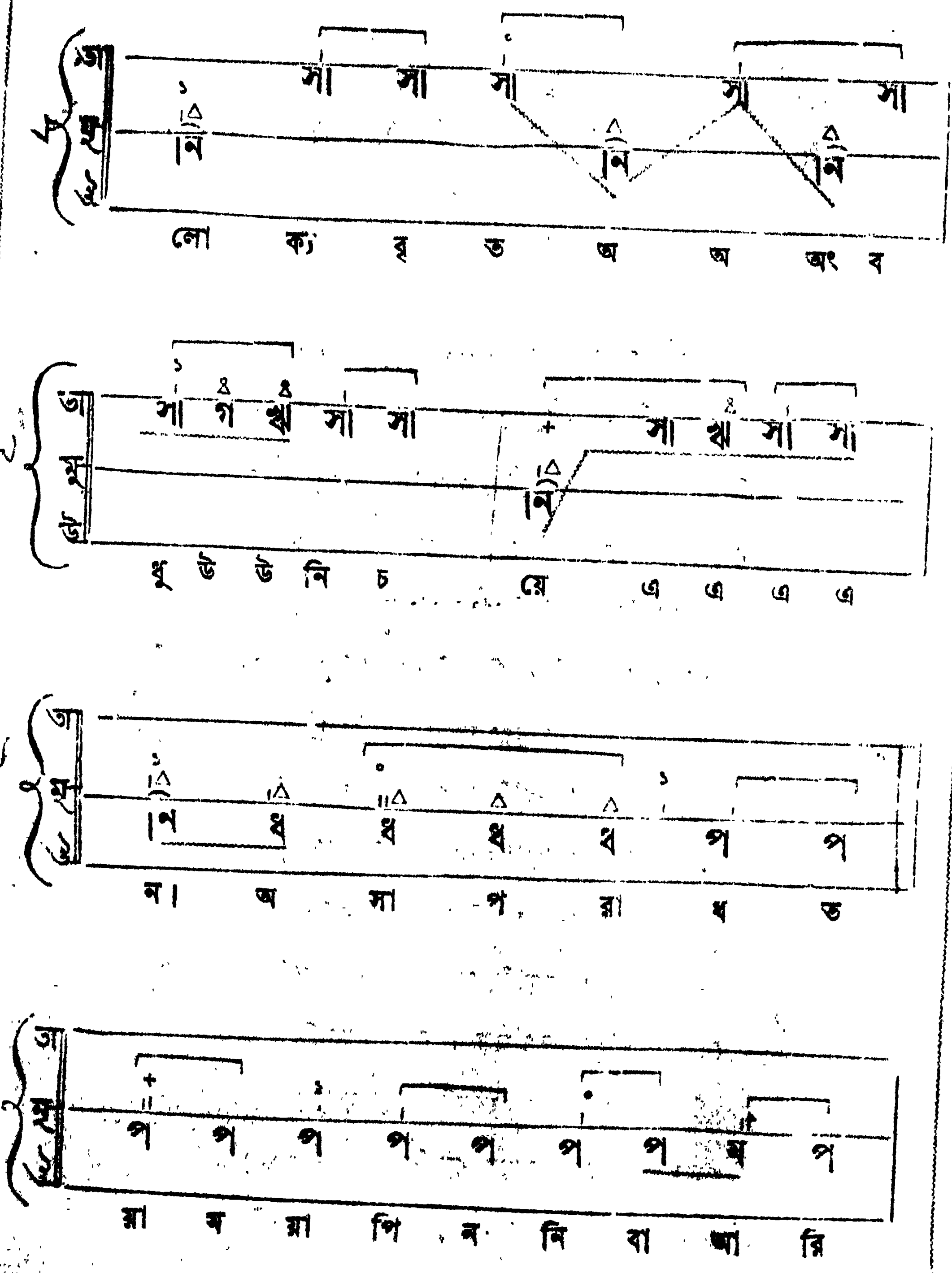
আস্থায়ী।

তা ম ১	ঋ	সা	সা	ঋ	সা	সা	ধ	ধ
	হ	রি	হ	রি	হ	ত	আ	দ



অন্তরা।




লো ক্য বৃ ত অ অ অং ব
ধু উ উ নি চ য়ে এ এ এ এ
ন। অ সা প র্ন্না ধ ত
য়া ম য়া পি ন নি বা আ রি

আ স্থা ৬	ধ	প	প	প	ম	গ	ঋ	সা	ঃঃ
	তা	তি	ভ	য়ে	এ	এ	এ	ন	॥

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ ।

কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥ ২ ।

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ ।

শোণ-পদ্ম মিবোপরি ভ্রমতা কুলং ভ্রমরেণ ॥ ৩ ।

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি ।

কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥ ৪ ।

তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি ।

তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি ॥ ৫ ।

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি ।

কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং নদদাসি ॥ ৬ ।

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি ।

দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ৭ ।

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন ।

কেন্দু বিল্ব সমুদ্র সম্ভব রোহিণীরমণেন ॥ ৮ ।

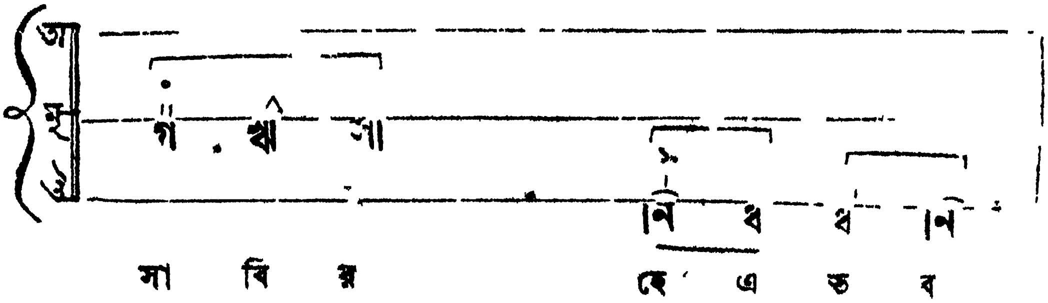
এই গীত বা শ্লোকের অবশিষ্ট ভাগ গুলি, কথিত নিয়মে এবং স্বরানুসারে গেয় ।

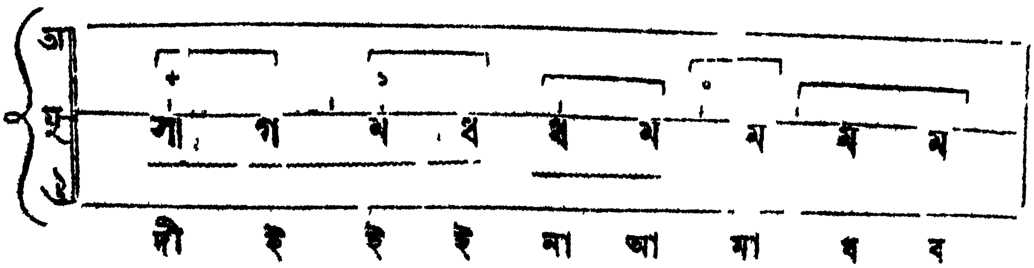
সোহিনী * (ঋ̂) খাড়ব।

তাল মধ্যমান।

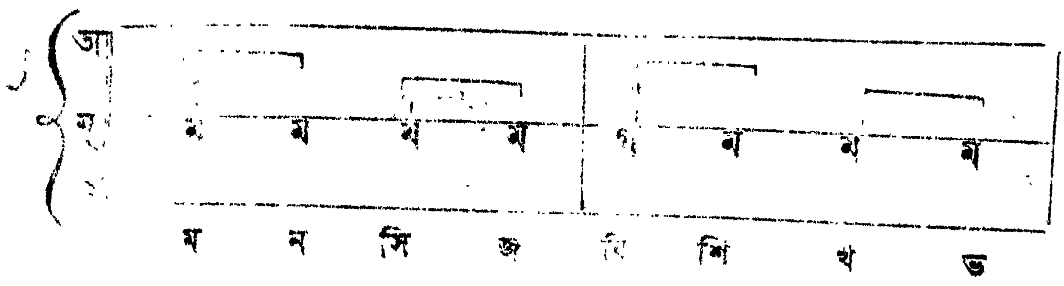
নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণ মনু বিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যালনিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরং ॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজ বিশিখ ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥১॥

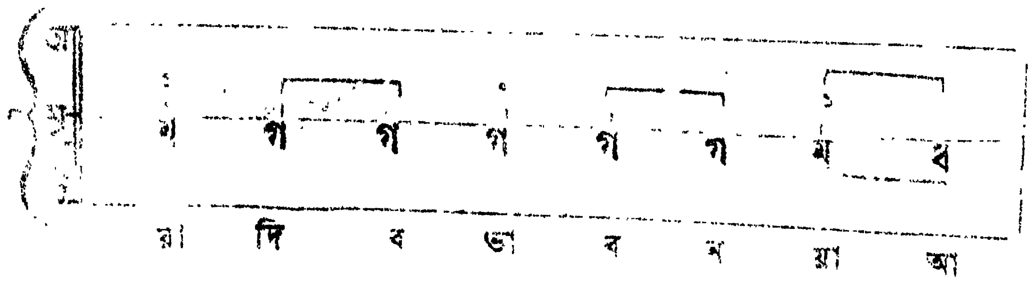
আস্থায়ী।

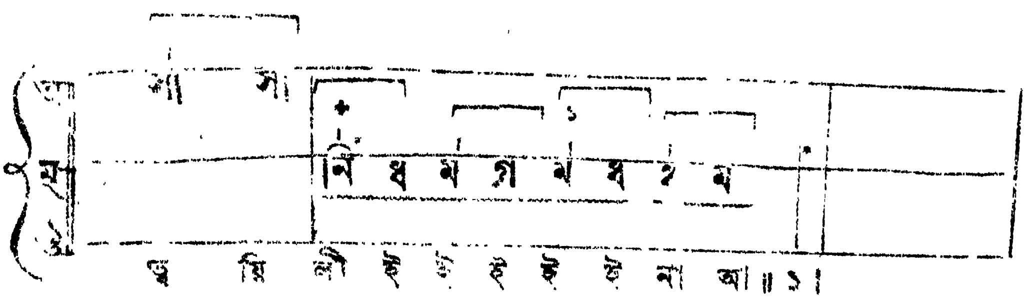




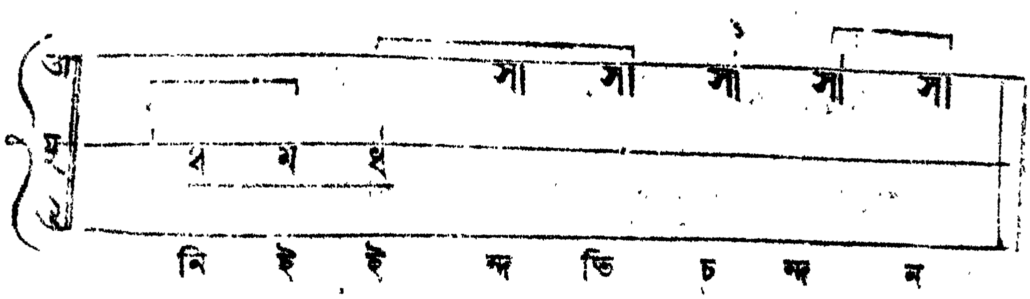
* ইহার পঞ্চম বিবাদী।

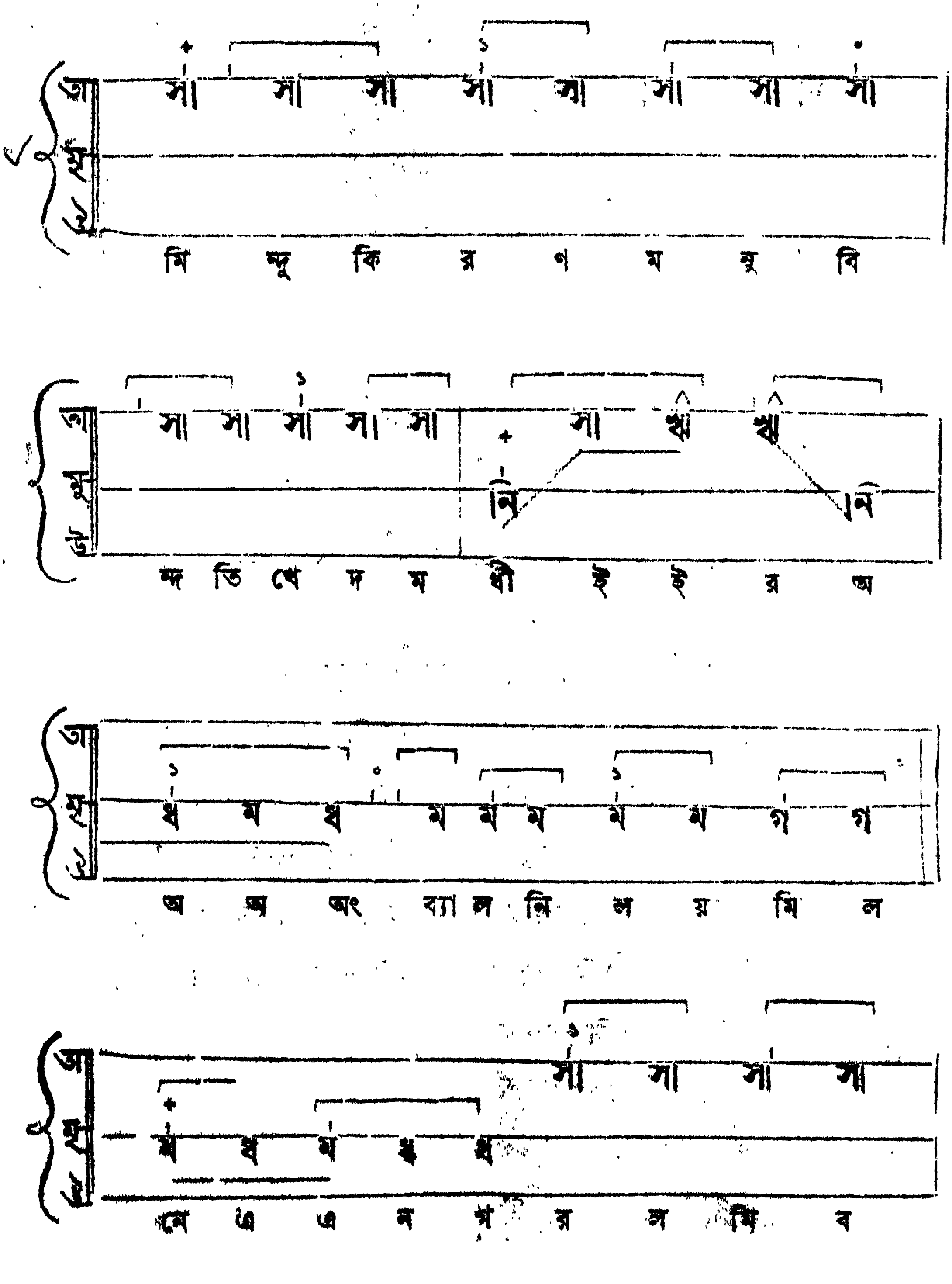




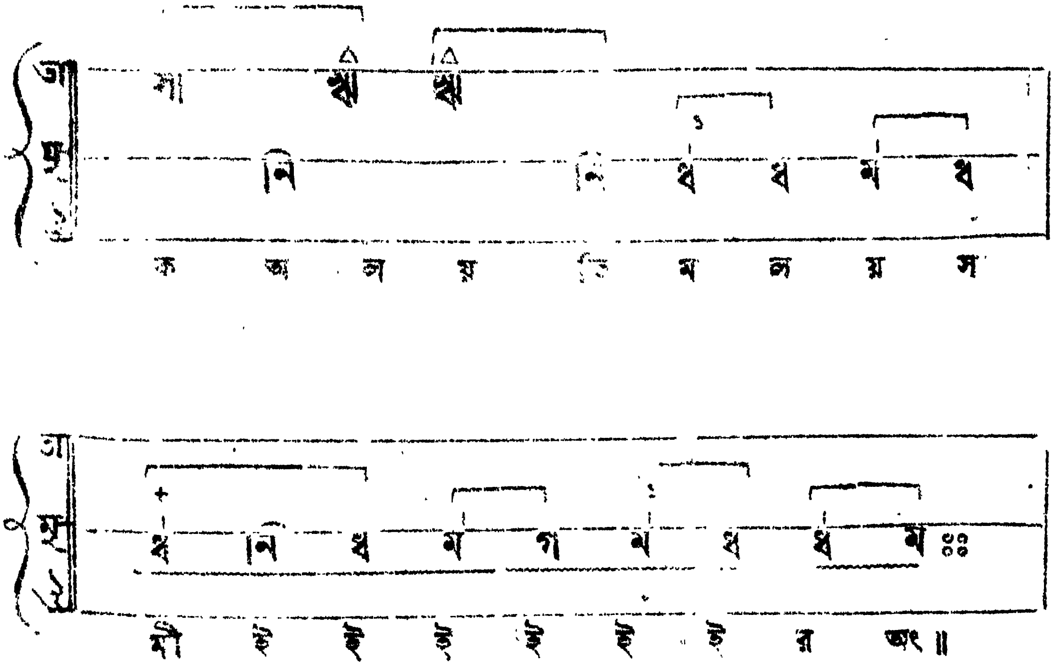


অন্তরা।





সি ন্দু কি র ণ ম নু বি
ন্দ তি খে দ ম ধী ই ই র অ
অ অ অং ব্যা ল নি ল য় মি ল
মে এ এ ন গ র ল মি ব



অবিরত নিপতিত মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালং।

সহৃদয় মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল নলিনীদল জালং ॥২॥

কুসুমবিশিখ শরতল্পমনল্পবিলাস কলা কমনীয়ং।

ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ং ॥৩॥

বহতি চ বলিত বিলোচন জলধরমানন কমল মুদারং।

বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদ দন্তদলন গলিতামৃত ধারং ॥৪॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গ মদেন ভবন্তমসমশর ভূতং।

প্রণমতি মকর মধো বিনিধায় করেচ শরং নবচূতং ॥৫॥

প্রতিপদ মিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহং।

ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহং ॥৬॥

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্ত মতীব দুরাপং।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপং ॥৭।
শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ং।
হরিবিরহাকুল বল্লব যুবতি সখীবচনং পঠনীয়ং ॥৮।

এই অবশিষ্ট শ্লোক গুলিও কথিত সুরযোগে গান করা যাইবে।

(১০)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ (নি) সম্পূর্ণ।

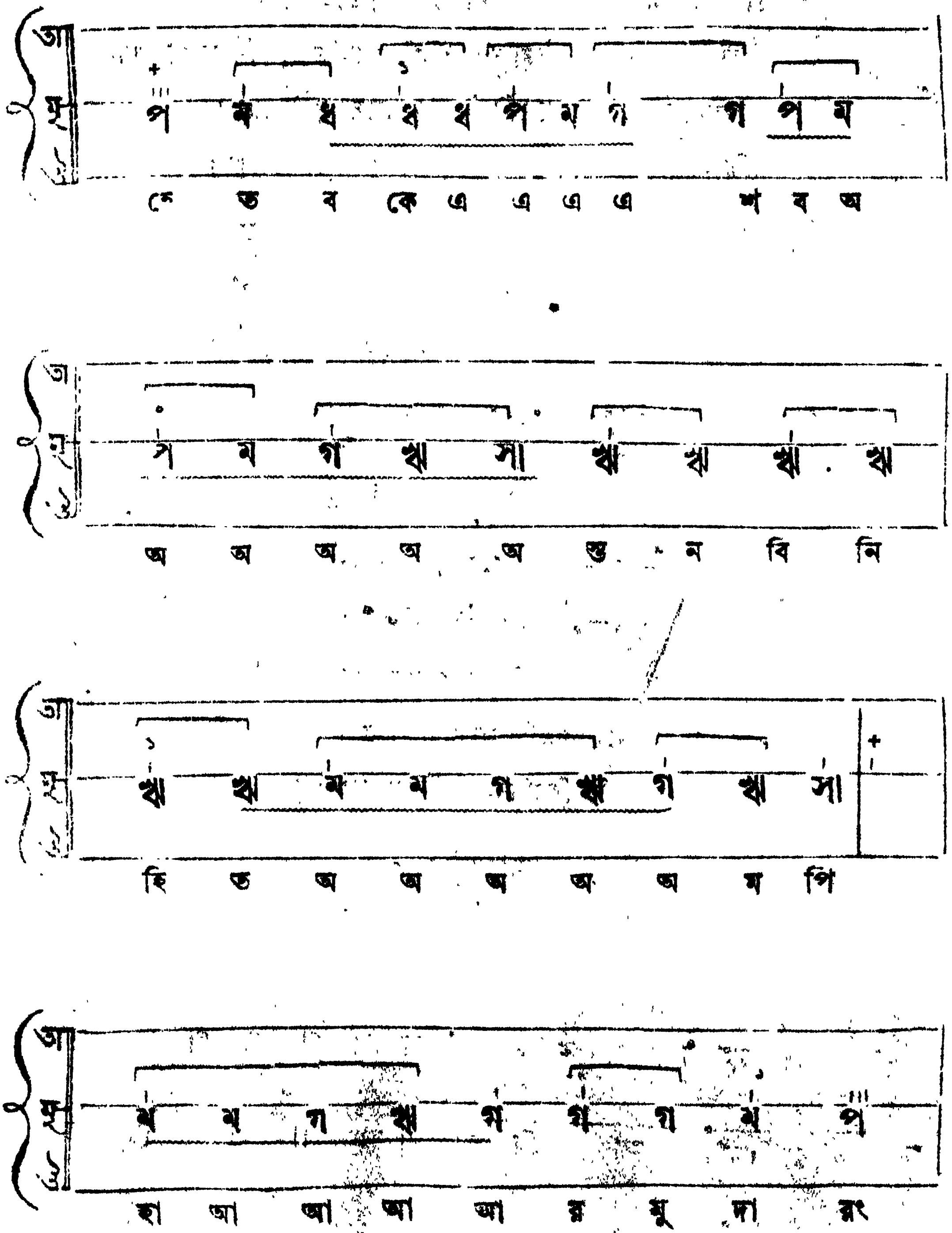
তাল ঢিমেতেতালা।

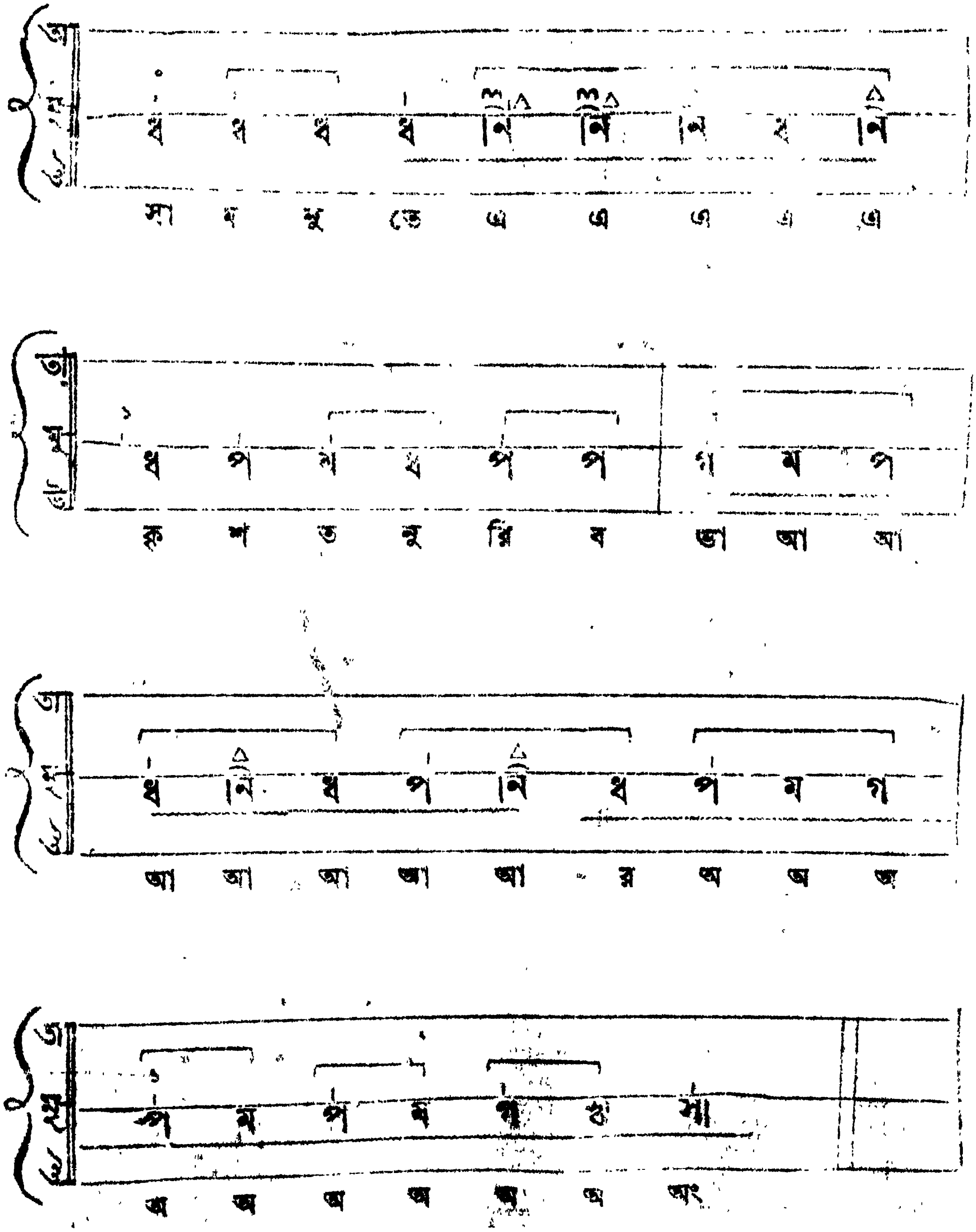
স্তনবিনিহিত মপি হার মুদারং
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারং।
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥১।
সরসমসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥২।

আস্থায়ী।

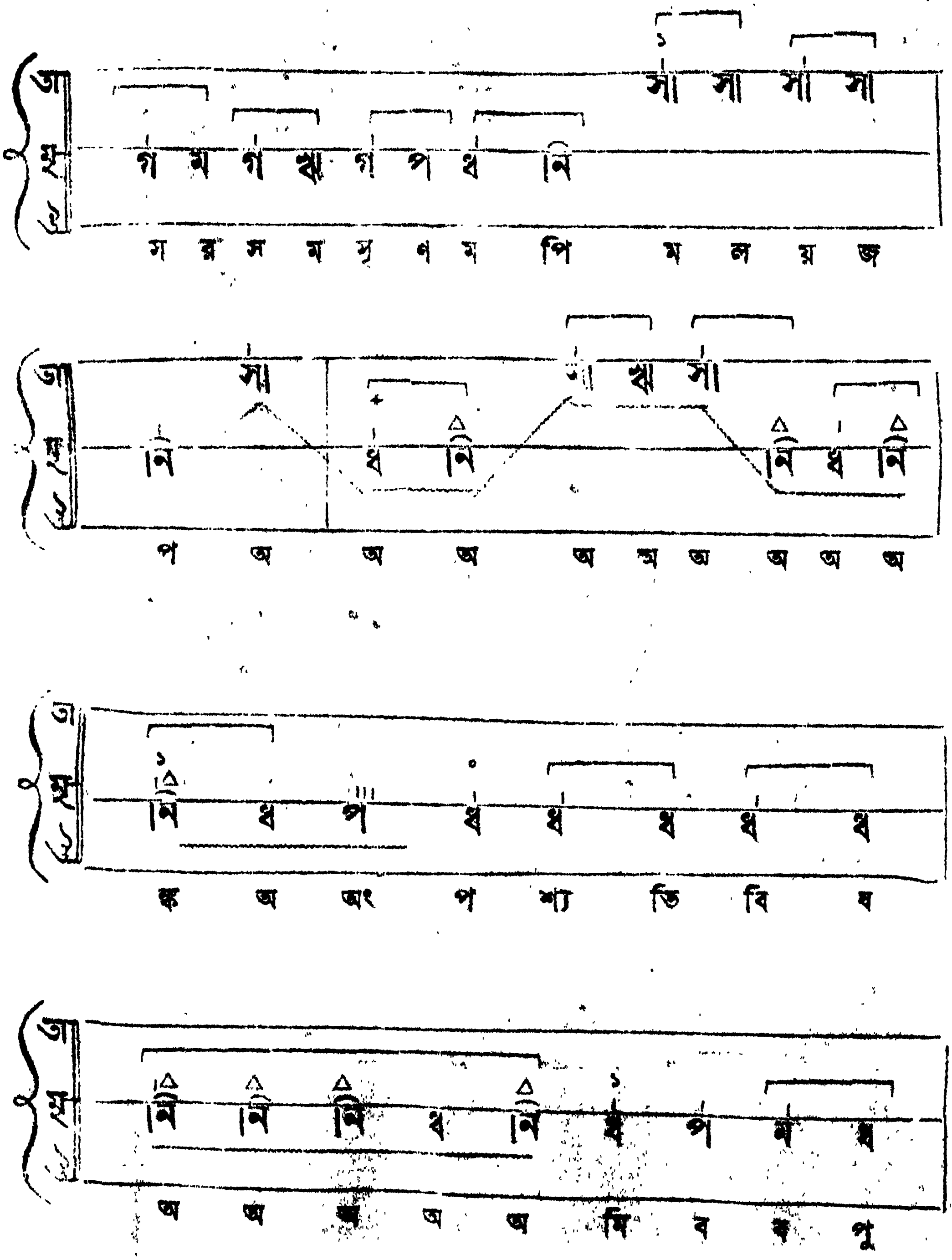
আ স্থা ১

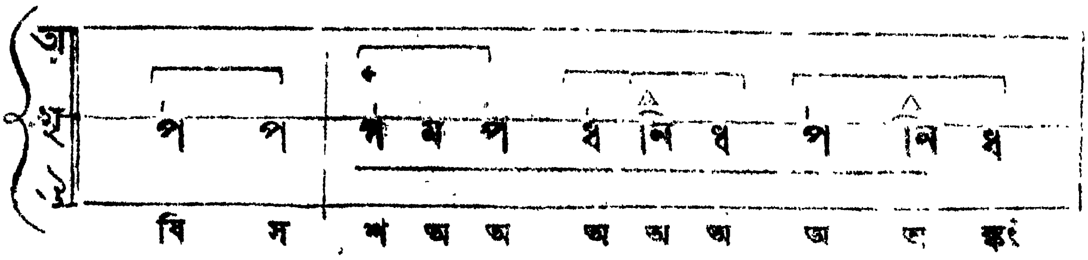
ঋ	গ	ম	প	দ	ম	গ	ম	ম	গ	ঋ	গ	ম	ম
রা	আ	আ	অা	আ	ধি	কা	আ	অা	আ	আ	আ	বি	র

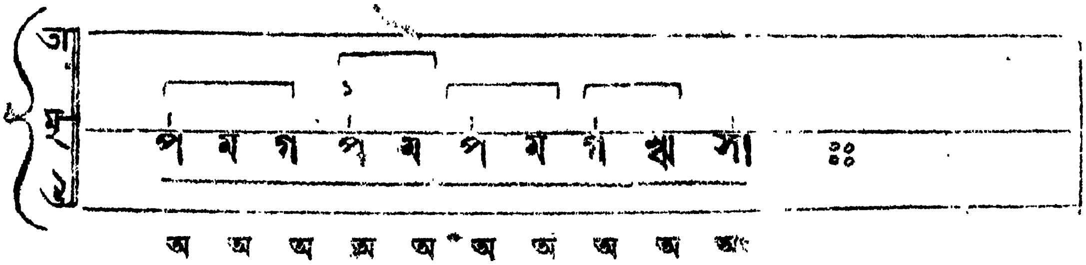

প ঋ ধ ধ ধ প ম গ গ প ম
শে ত ব কে এ এ এ এ শ ব অ
প ম গ ঋ সা ঋ ঋ ঋ ঋ
অ অ অ অ অ স্ত ন বি নি
ঋ ঋ ম ম গ ঋ গ ঋ সা
হি ত অ অ অ অ অ ম পি
ঋ ঋ গ ঋ গ গ গ ঋ প
হা আ আ আ আ র মু দা রং



অন্তরা।







শ্বসিত পবন মনুপম পরিণাহং।
মদন দহন মিব বহতি সদাহং ॥৩
দিশি দিশি কিরতি সজল কণজালং।
নয়ন নলিন মিব বিদলিত নালং ॥৪
নয়ন বিষয়মপি কিশলয়তল্পং।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পং ॥৫
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলং।
বাল শশিনমিব সায়মলোলং ॥৬
হরি রিতি হরি রিতি জপতি সকামং।
বিরহ বিহিত মরণেব নিকামং ॥৭
শ্রীজয়দেব ভণিত মিতি গীতং।
সুখয়তু কেশব পদমুপনীতং ॥৮

এই গীত বা শ্লোকের অবশিষ্ট ভাগ গুলি, কথিত নিয়মে এবং স্বরানুসারে গেয়।

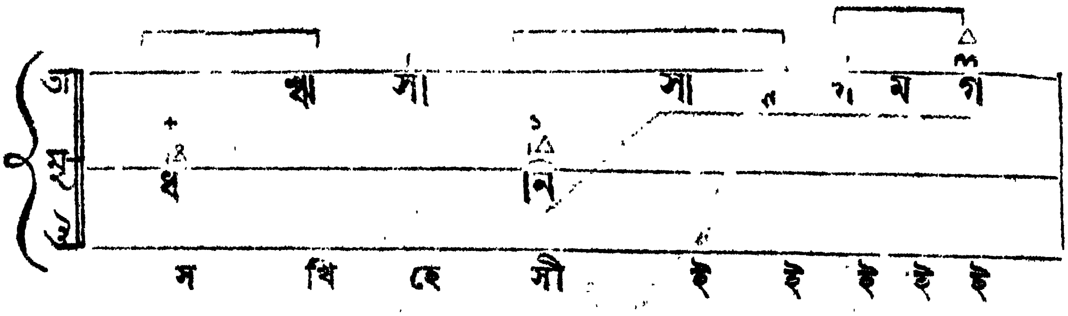
(১১)

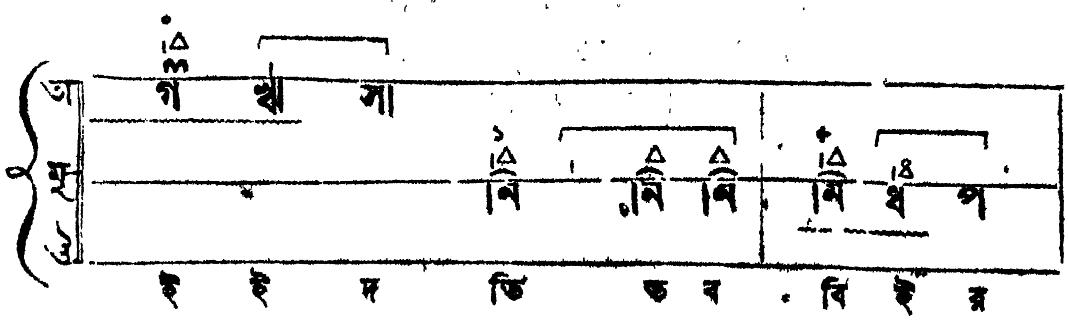
সিন্ধু ভৈরবী (ঋ, গ, ধ, নি) সম্পূর্ণ।

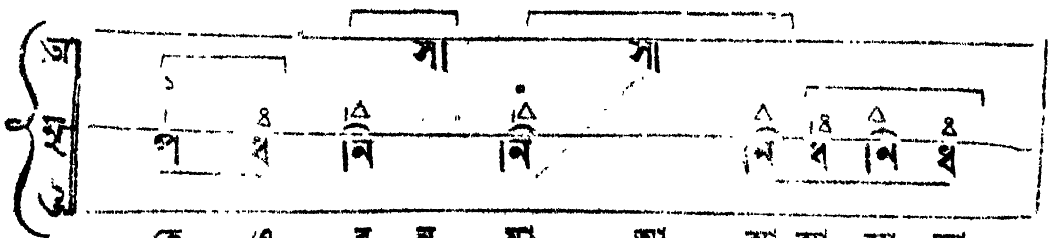
তাল মধ্যমান।

বহতি মলয় সমীরে মদনমুপনিধায়
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখিহে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥১॥

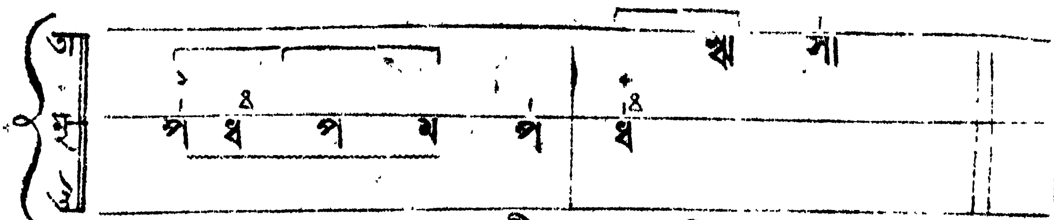
আস্থায়ী।





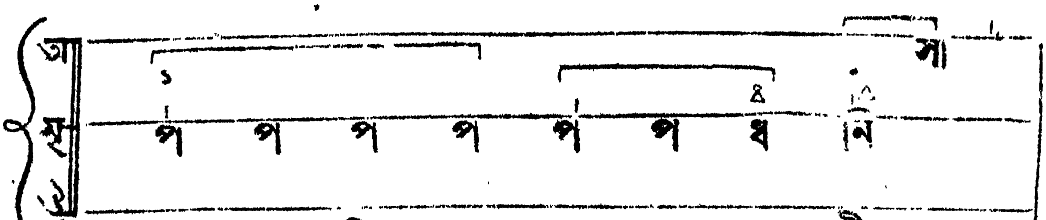


হে এ ব ম মা আ আ আ আ আ

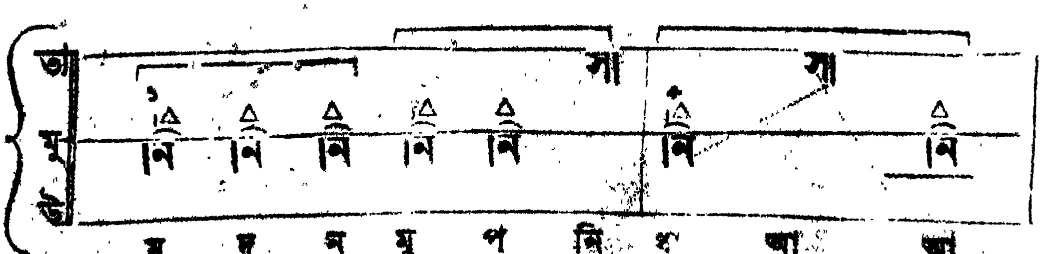


আ আ আ আ লী স খি হে ॥১।

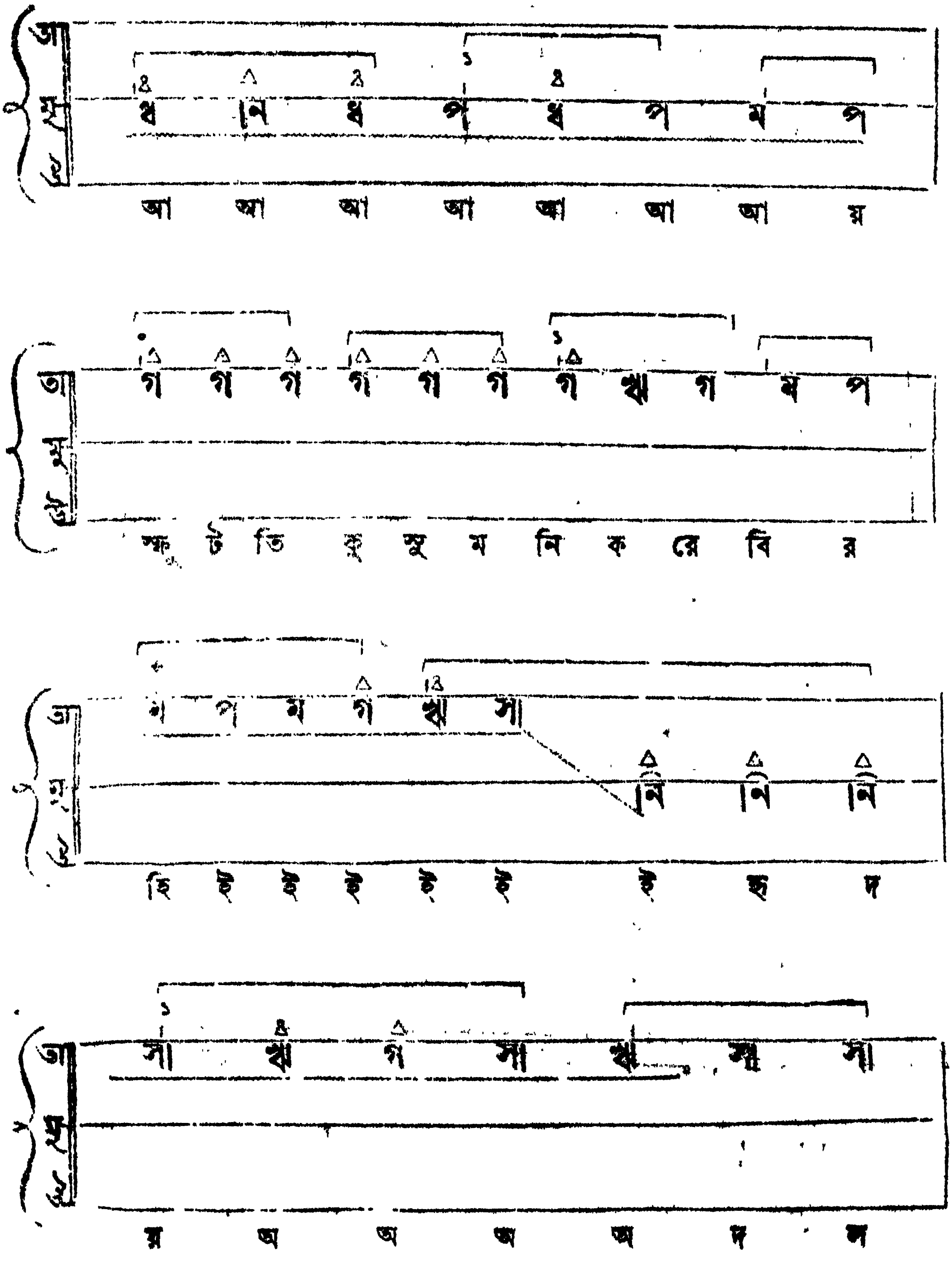
অন্তরা ।

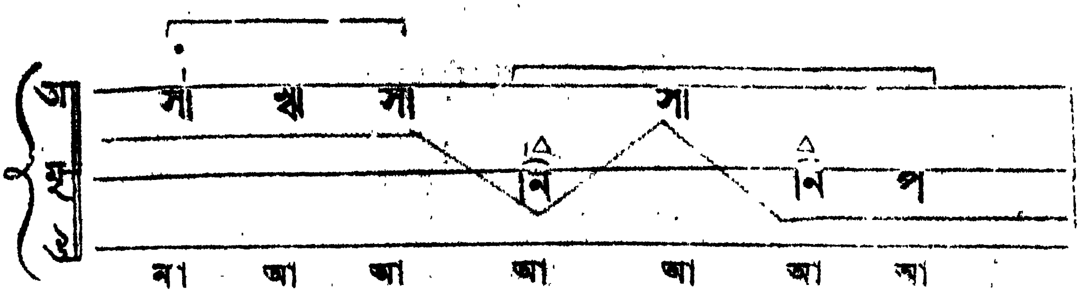


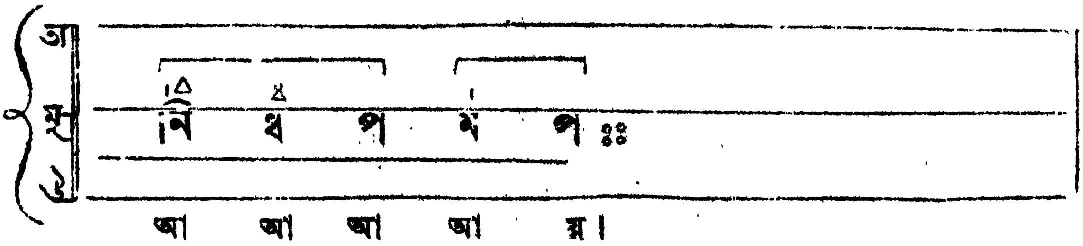
ব হ তি ম ল য় স মী রে



ম দ ন মু প নি ধা আ আ


ধ নি ধ প ধ প ম প
আ আ আ আ আ আ আ য়
গ গ গ গ গ গ গ ঋ গ ম প
স্ফু টি তি কু সু ম নি ক রে বি র
প ম গ ঋ সা নি নি নি
হি ই ই ই ই ই ই হৃ দ
সা ঋ গ সা ঋ ঋ সা
য় অ অ অ অ দ ন





দহতি শিশির ময়ূখে মরণ মনুকরোতি।
পততি মদন বিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥৩।
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণ মপিদধাতি।
মনসি বলিত বিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥৪।
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণি শয়নে বহু বিলপতি তবনাম ॥৫।
ভণতি কবিজয়দেবে হরি বিরহ বিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥৬।

পূর্ব্বোক্ত সুরযোগে এই শ্লোক কএকটী ও গান করা বিধি।

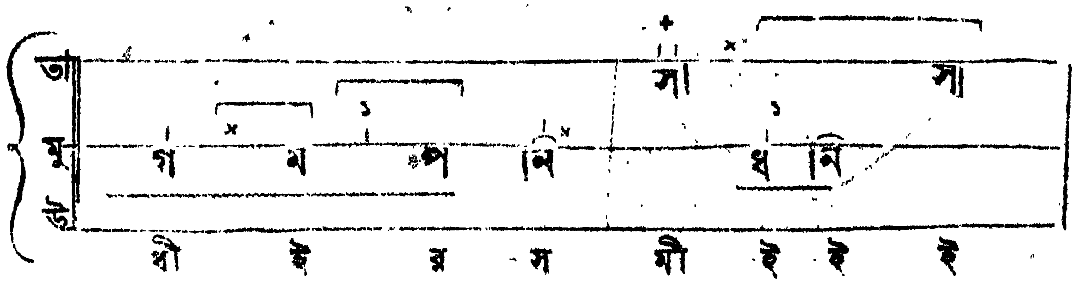
(১২)

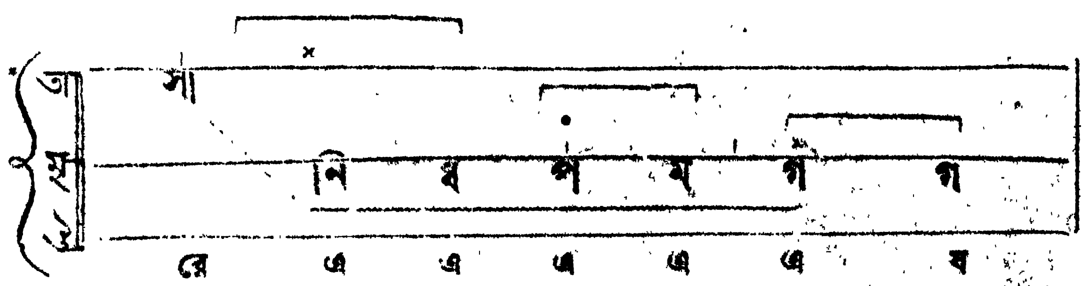
বিহঙ্গড়া সম্পূর্ণ।

তাল আড়া *।

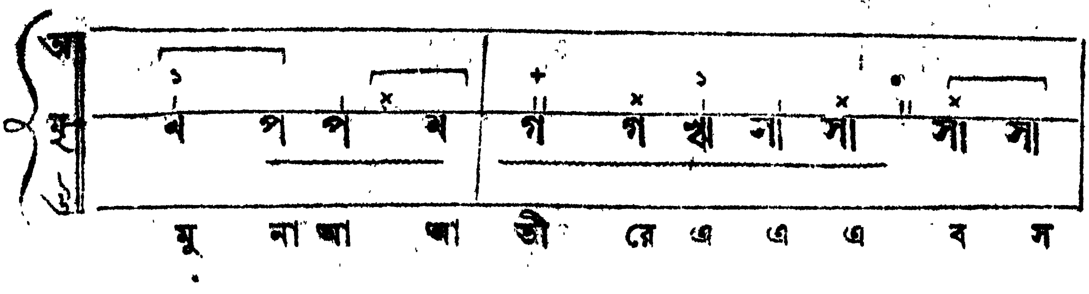
রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং।
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥১।
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং ॥৩।
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং ॥৪।

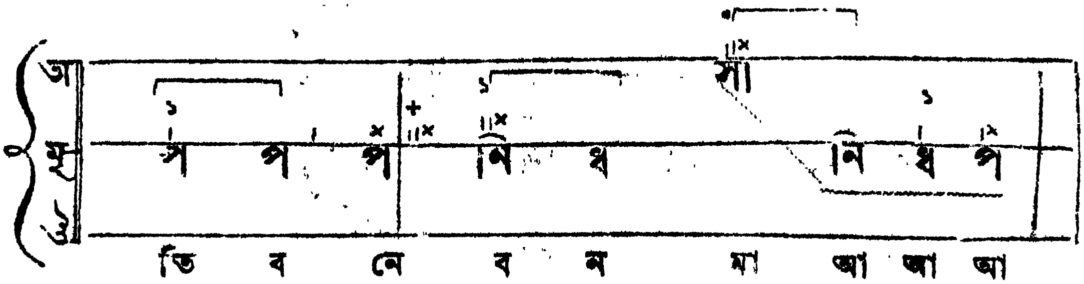
আস্থায়ী।

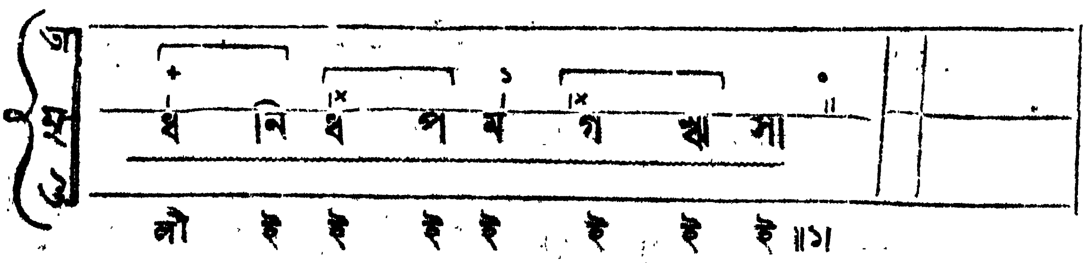




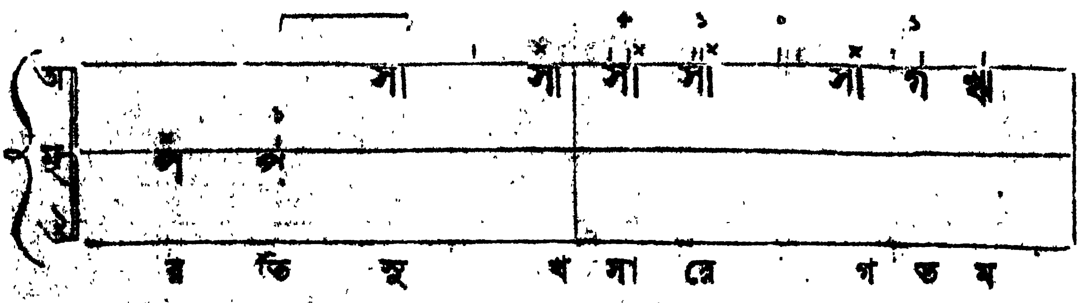
* আড়াকে নয়টী মাত্রা বিশিষ্ট তাল কহে, ঠেকার সময়ে চারিটী দীর্ঘমাত্রা এবং চারিটী অণুমাত্রায় একটী পূর্ণমাত্রা হইয়া ব্যবহার হয়।

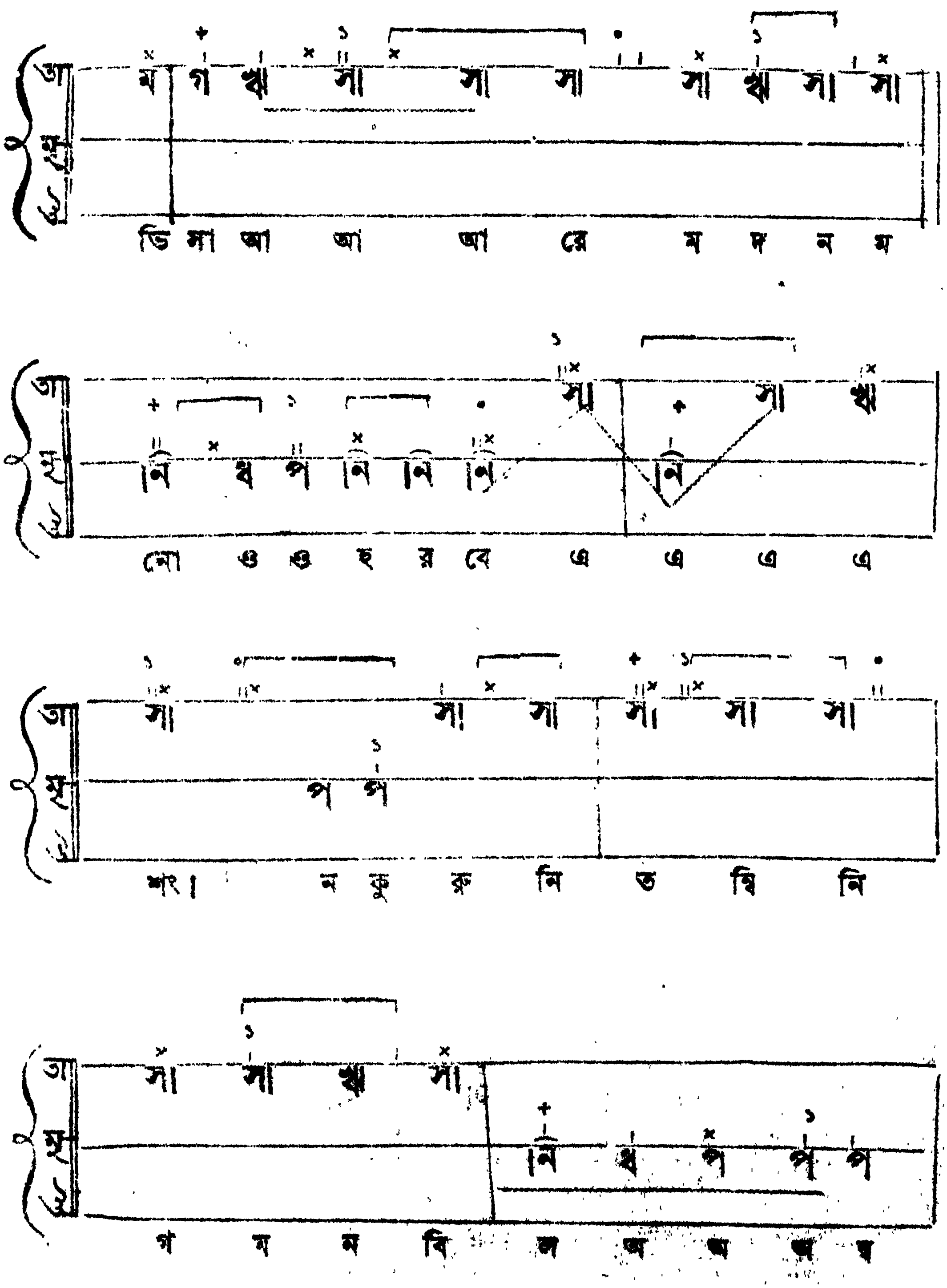


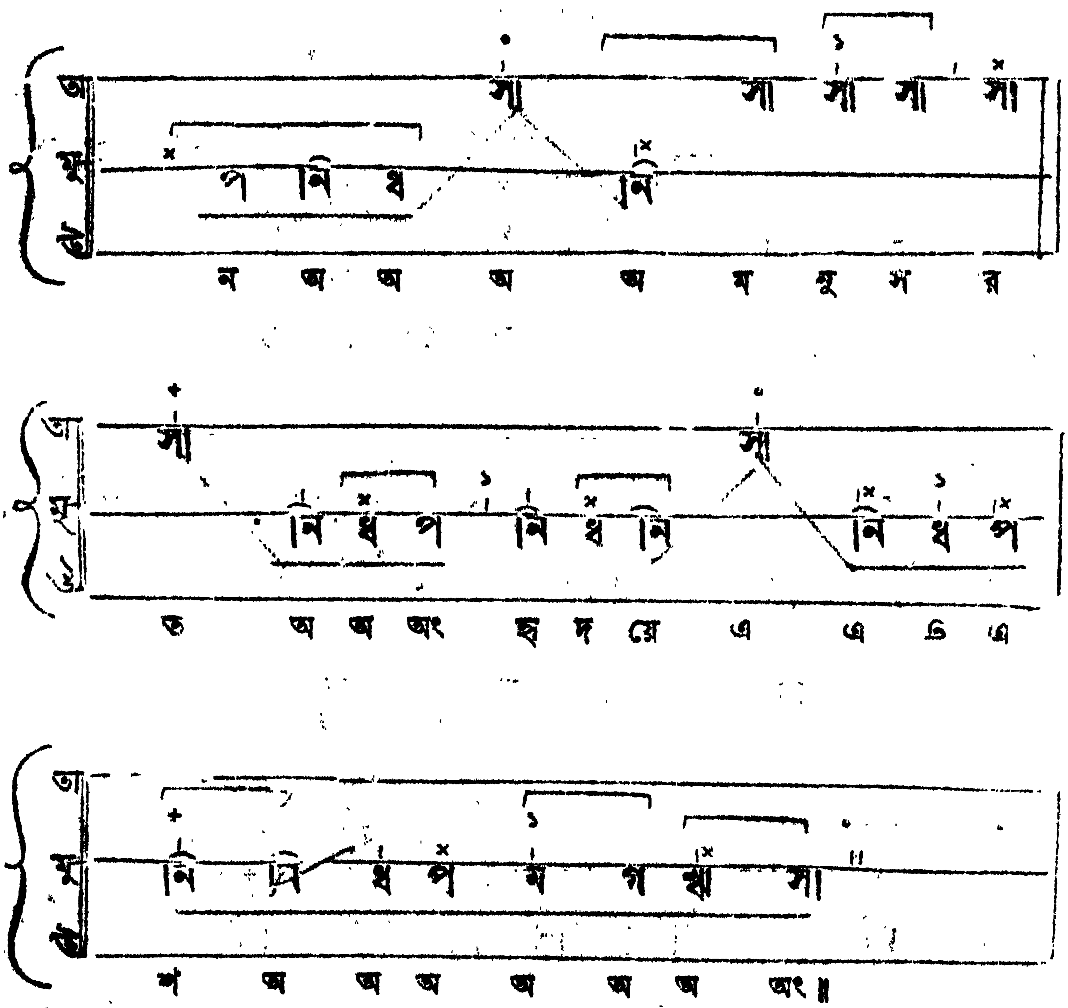




অন্তরা।




ভি সা আ আ আ রে ম দ ন ম
নো ও ও হ র বে এ এ এ এ
শং। ন কু রু নি ত স্থি নি
গ ম ম বি ল অ অ অ ব

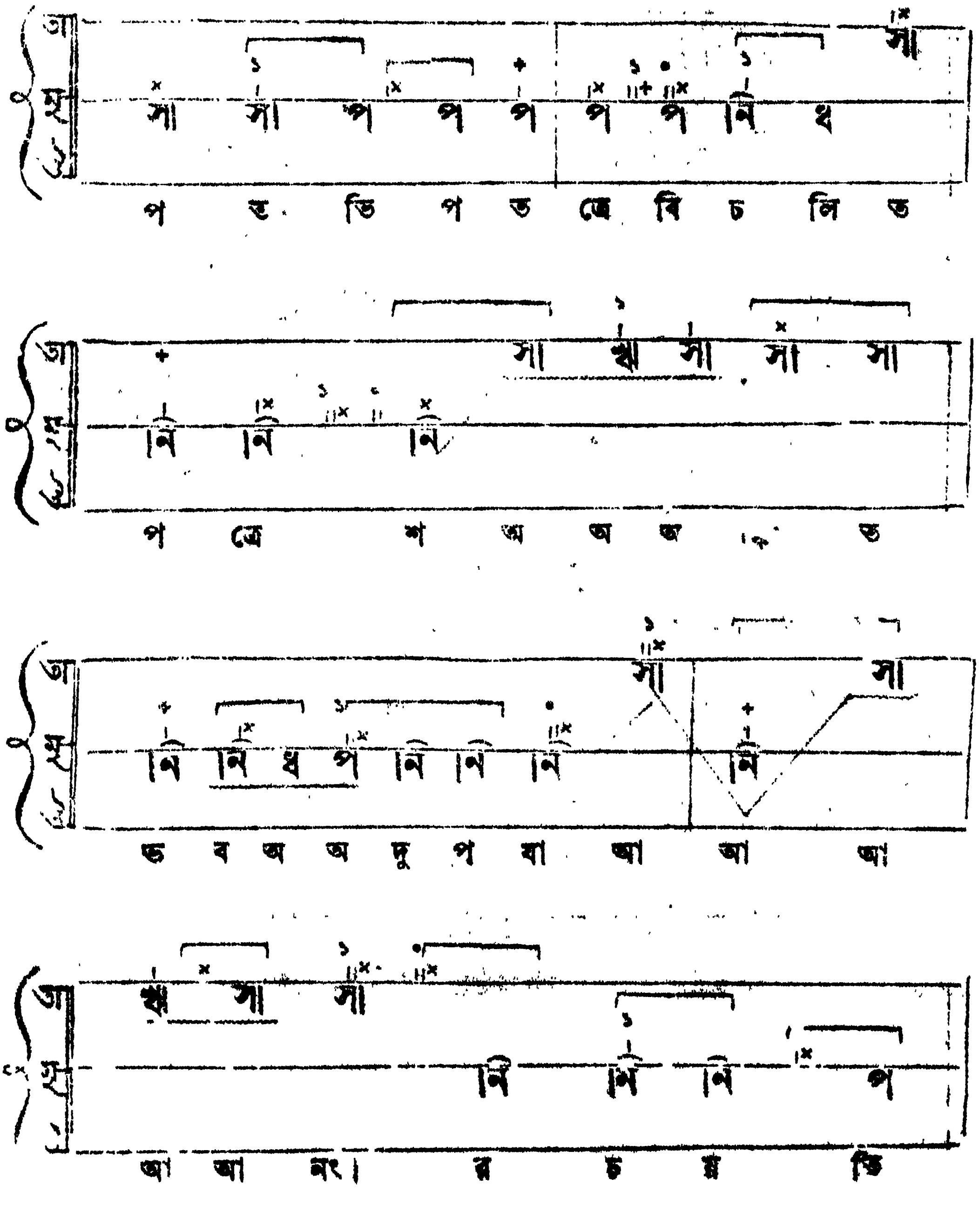


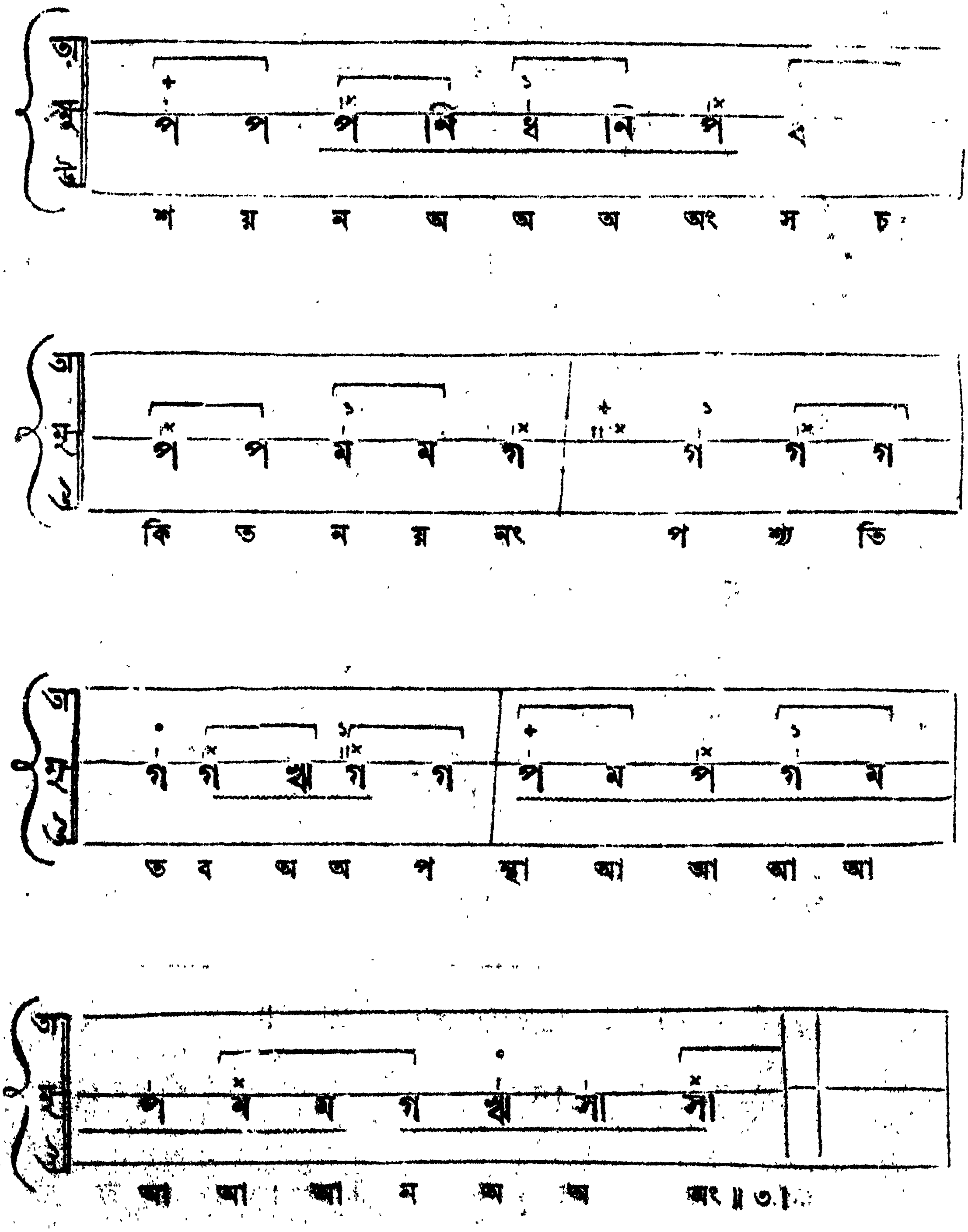
নামসমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং।

বহু মনুতে ননুতে তনু সঙ্গত পবন চলিতমপি রেণুং ॥২॥

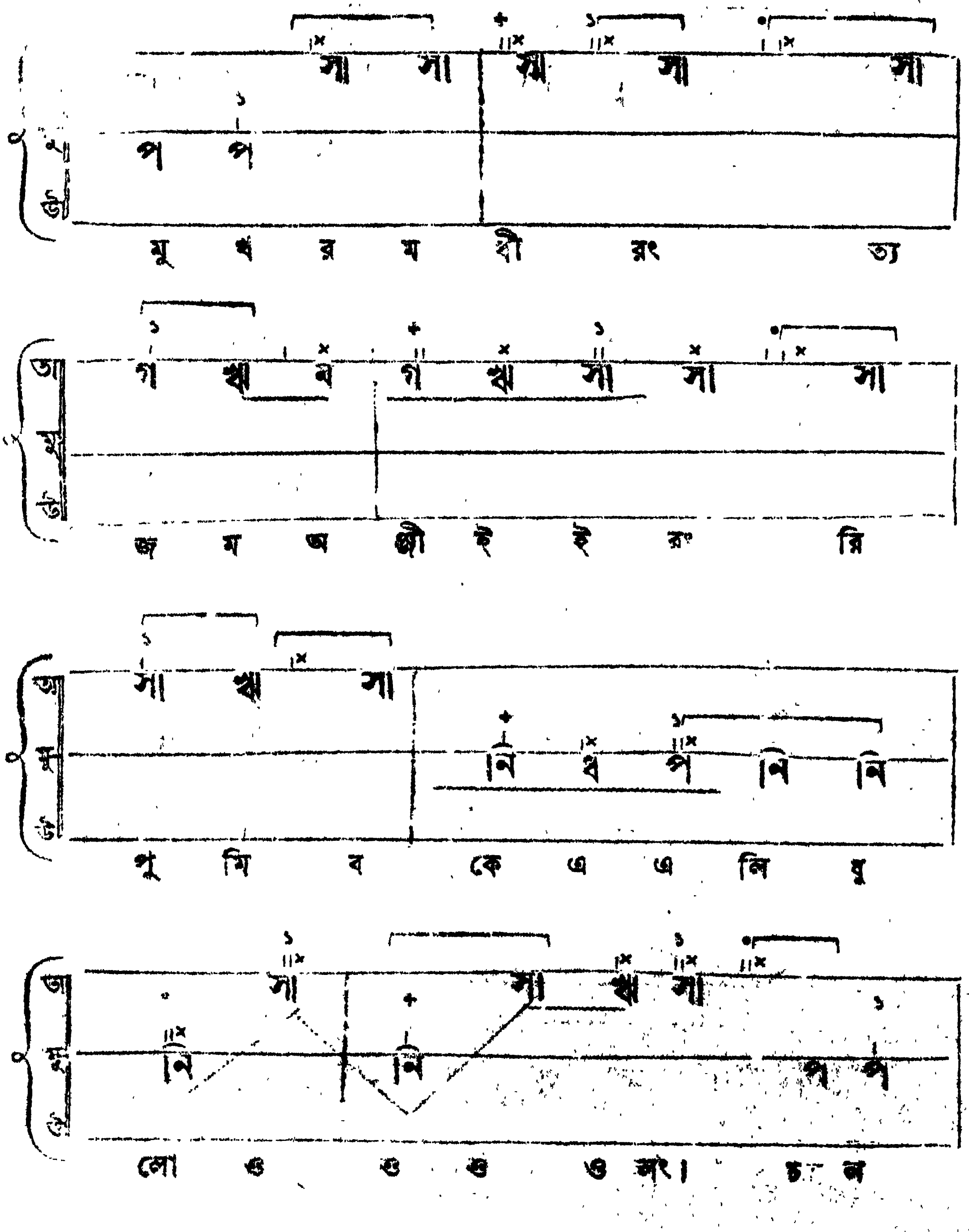
এই শ্লোকটী অন্তরার সুরযোগে গান করা বিধি এটীও অন্তরা। দুইটী অন্তরা স্বরগ্রাম যোগে লিখিত হইলে কেবল বিস্তার করা মাত্র হয় ফলতঃ সুরগুলি এক প্রকারেই বিন্যস্ত হইবে সেইহেতু কেবল শ্লোকটীই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

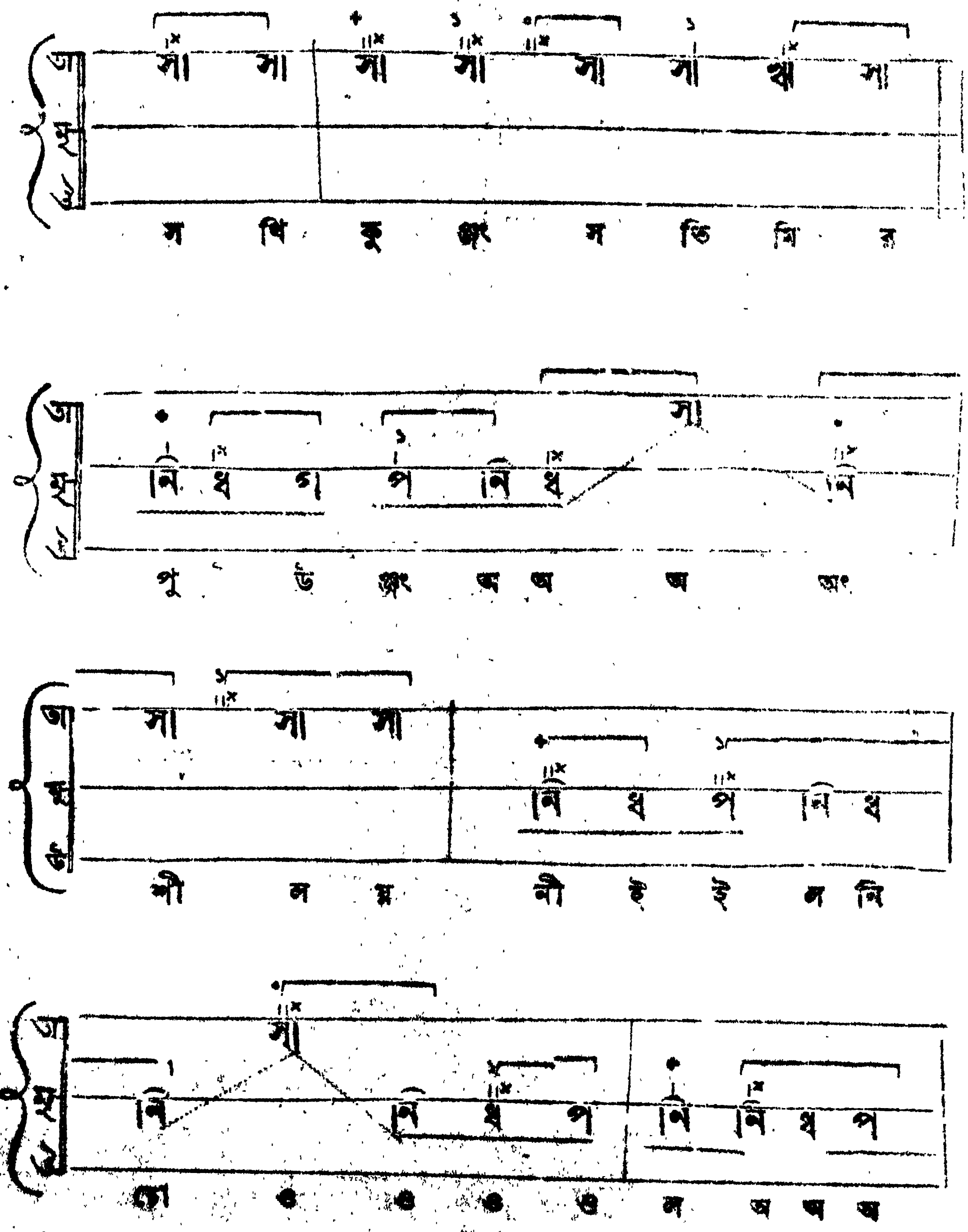
সঞ্চারী।

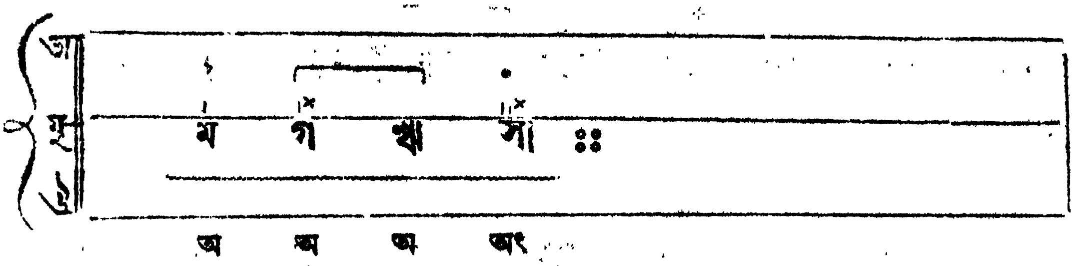



শ য় ন অ অ অ অং স চ
কি ত ন য় নং প শ্য তি
ত ব অ অ প ম্বা আ আ আ আ
আ আ আ ম অ অ অং ॥ ৩ ॥

আভোগ।







উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘনইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃত বিপাকে ॥৫।
বিগলিত বসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানং।
কিশলয় শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানং ॥৬।
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামং।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামং ॥৭।
শ্রীজয়দেবে কৃত হরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ং।
প্রমুদিত হৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃত কমনীয়ং ॥৮।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গান করিবে।

(১৩)

সারঙ্গ (গ, ধ বিবাদী) ওড়ব।

তাল ঢিমা তেতালা।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং।
ত্বদধর মধুর মধুনি পিবন্তং।
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥১।

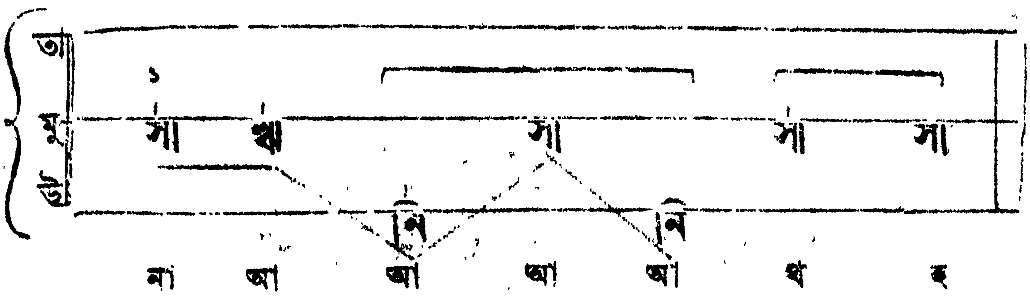
ত্বদভিসরণ রভসেন বলন্তী।

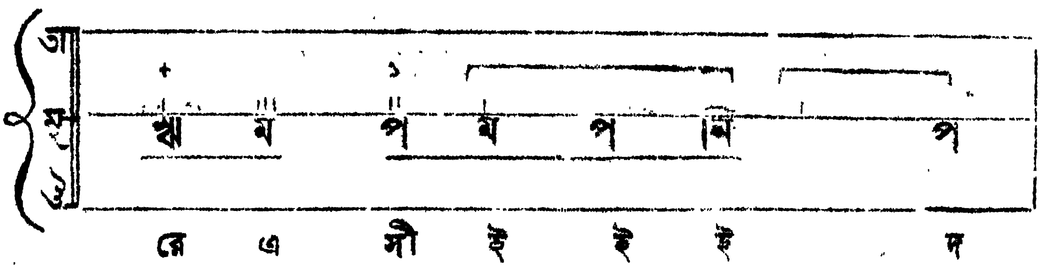
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥২॥

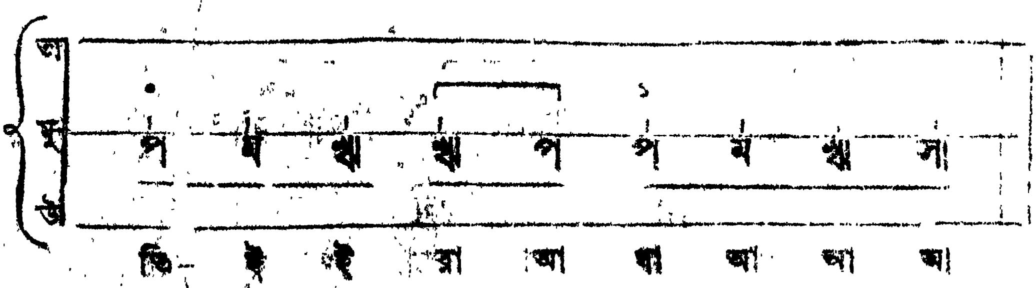
বিহিত বিশদ বিশকিশলয় বলয়া।

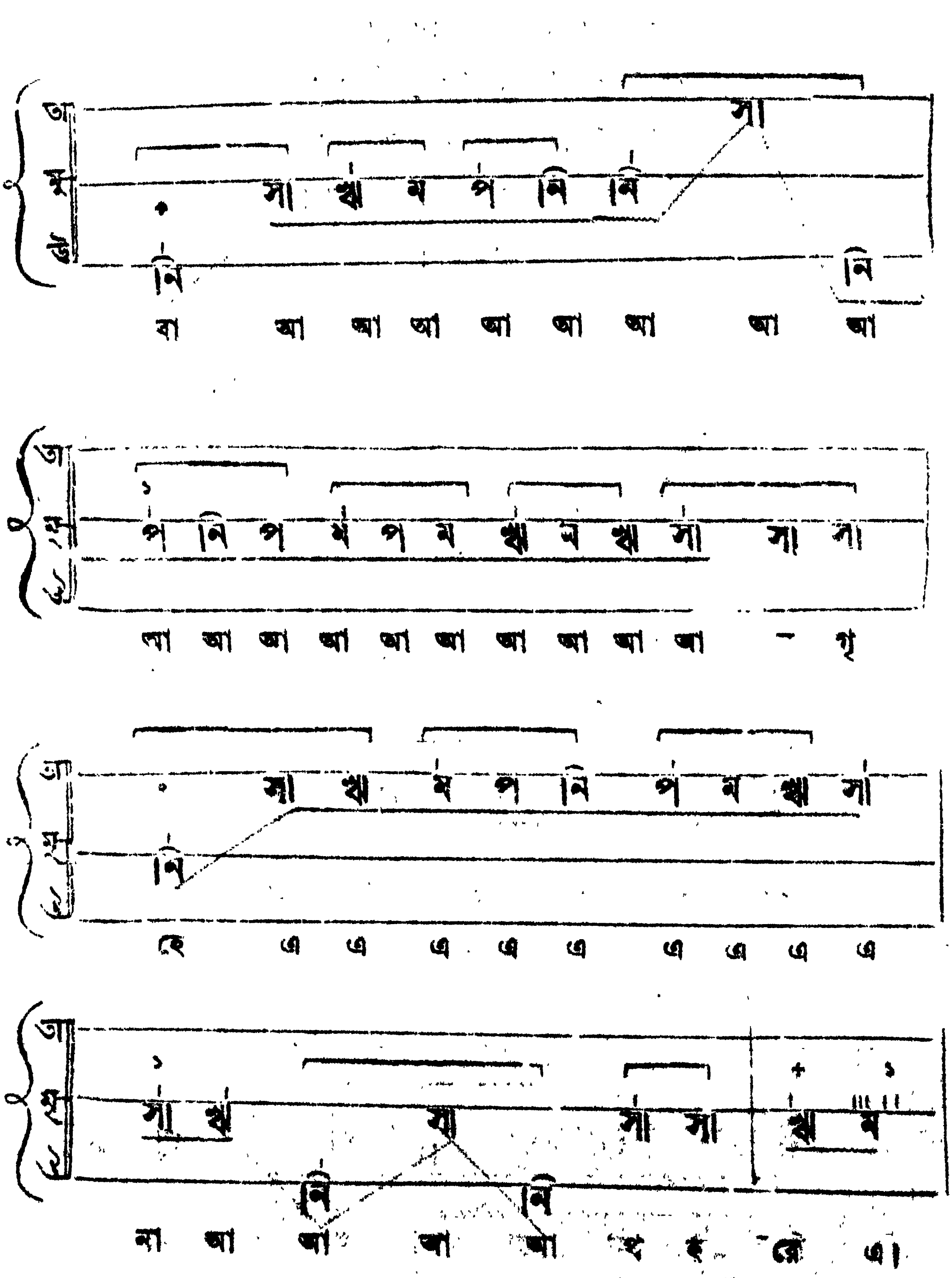
জীবতি পরমিহ তব রতি কলয়া ॥৩॥

আস্থায়ী।

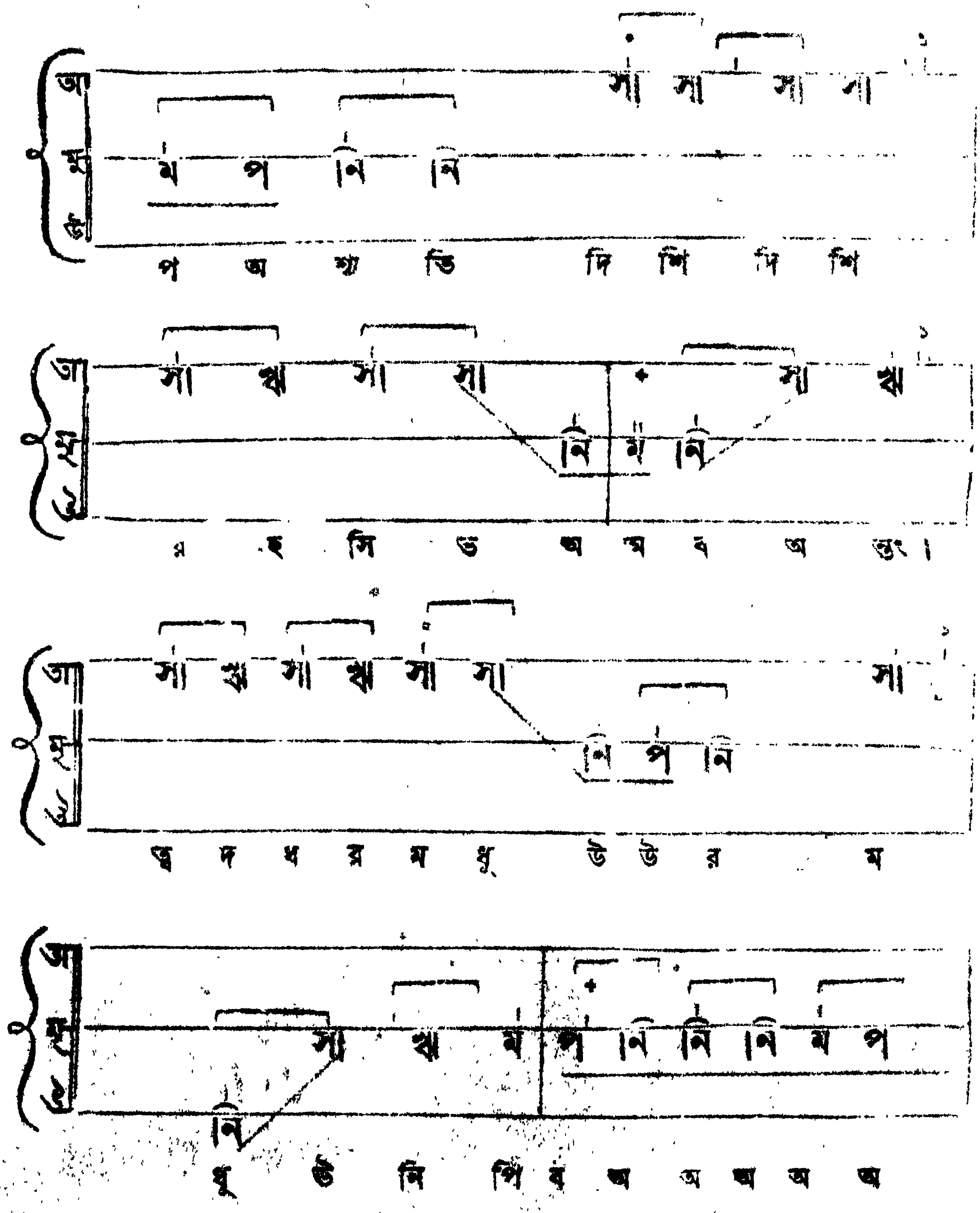


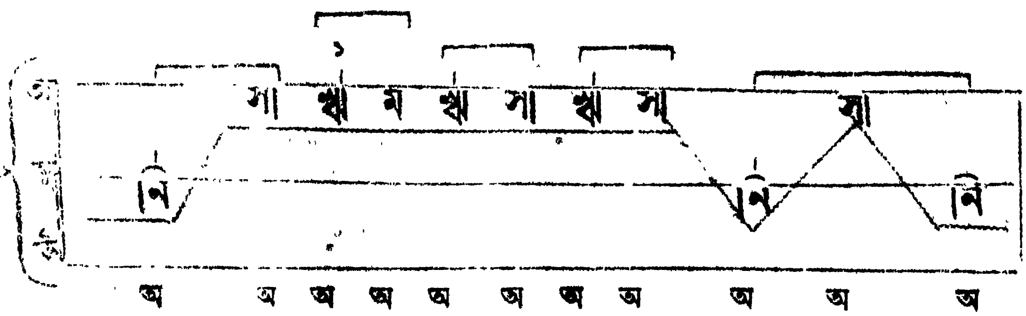


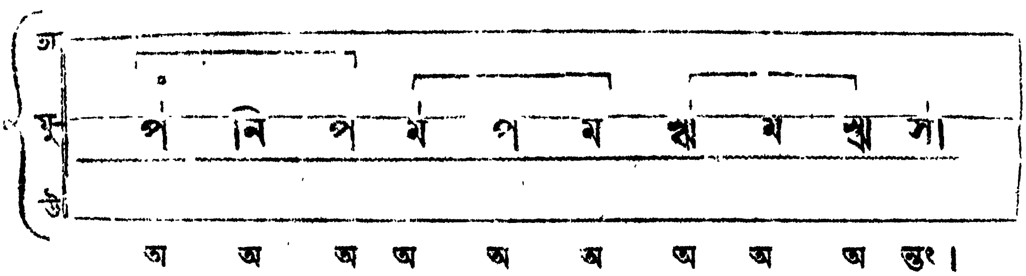


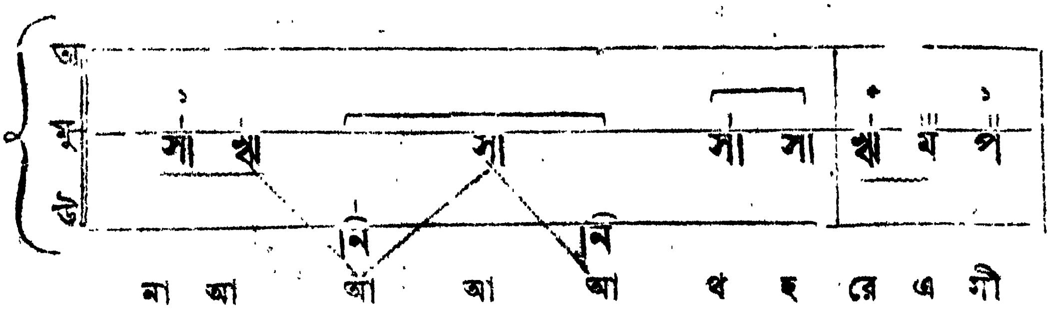

বা আ আ আ আ আ আ আ আ
লা আ আ আ আ আ আ আ আ আ গৃ
হে এ এ এ এ এ এ এ এ এ
না আ আ আ আ আ হ হ রে এ।

অন্তরা।

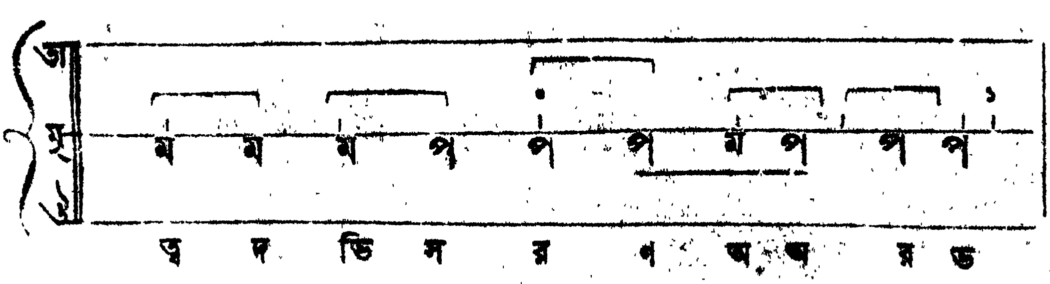


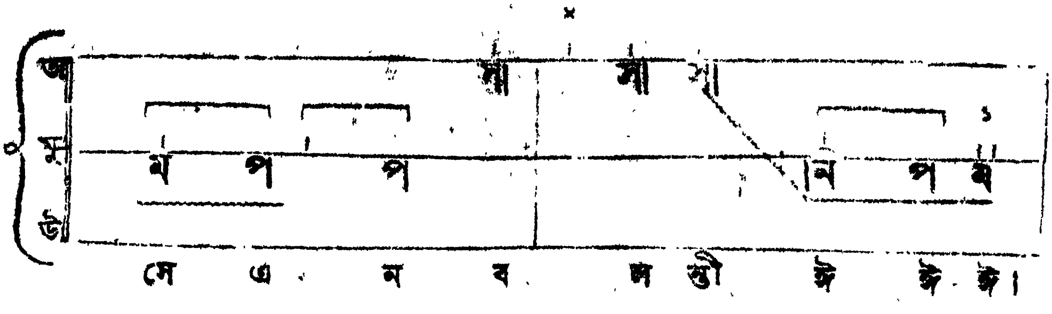


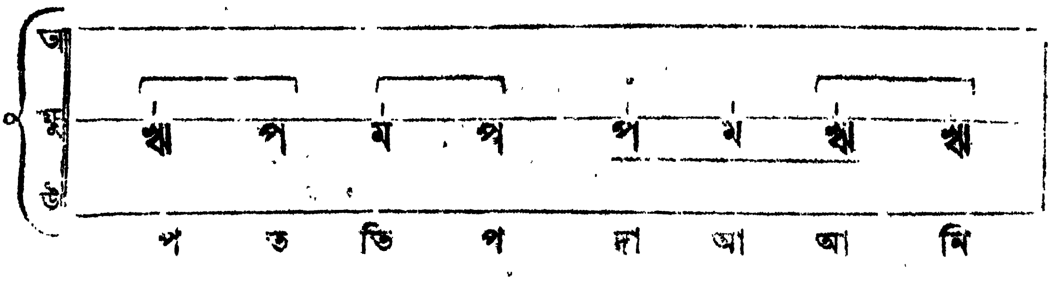


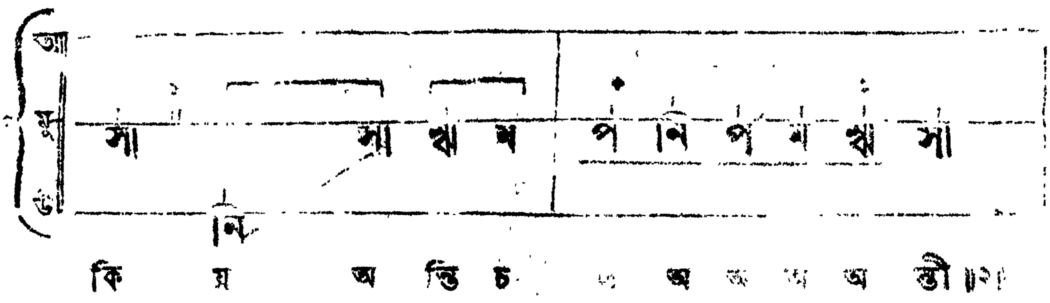


সঞ্চারী।

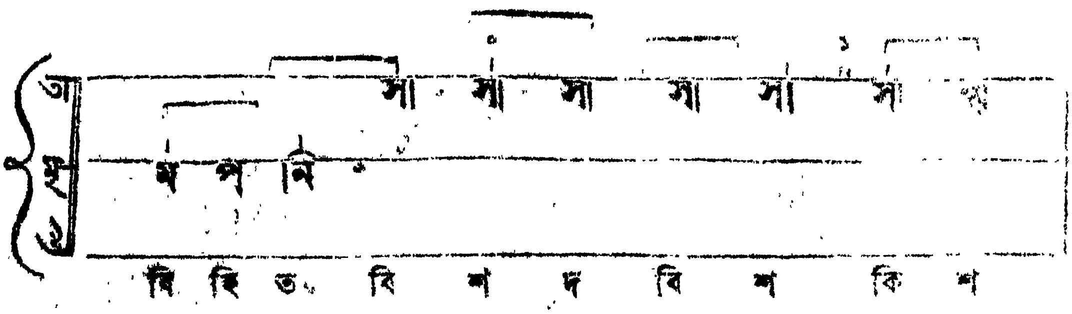


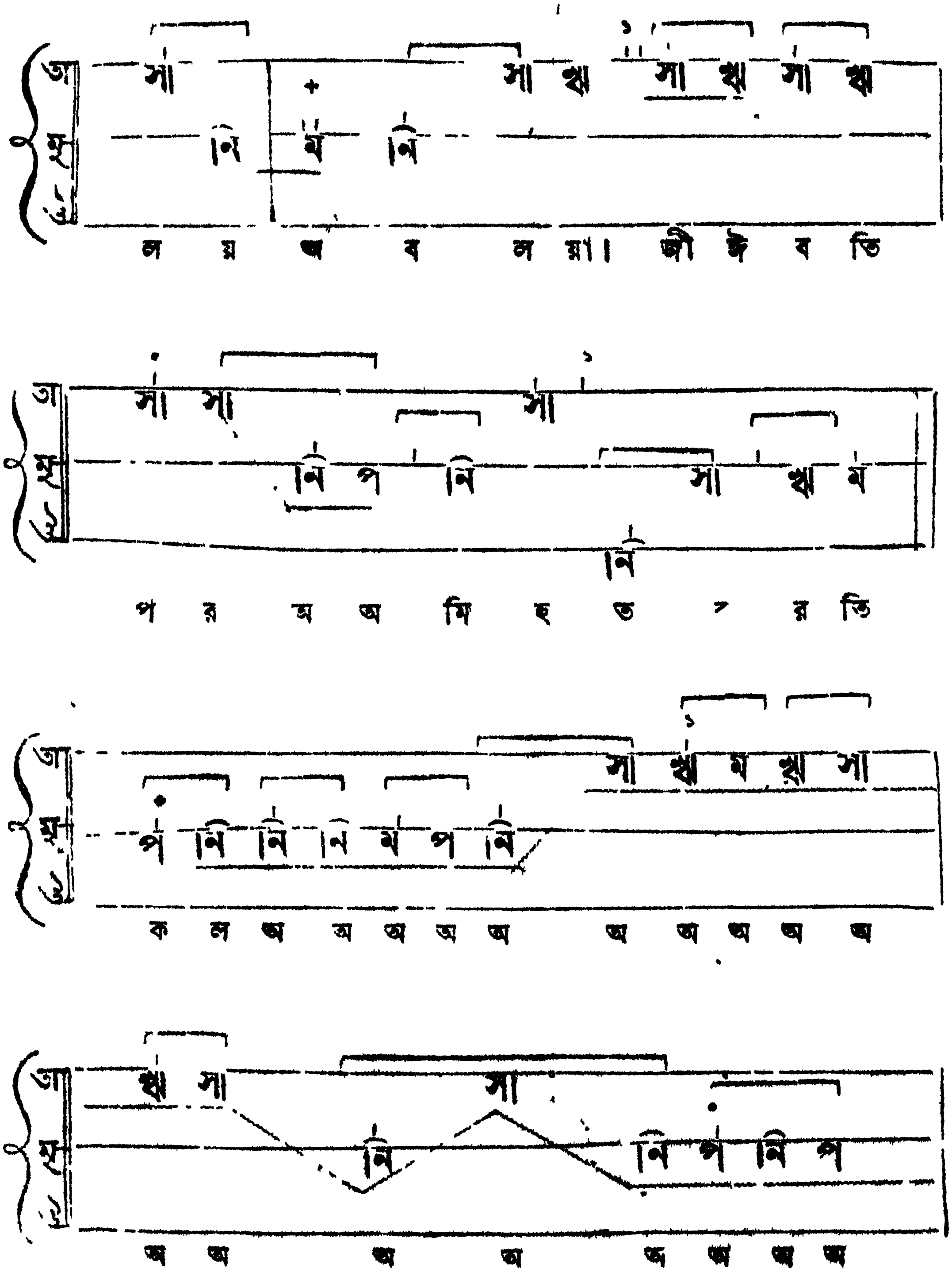






আভোগ।




ল য় অ ব ল য়া। জী ঈ ব তি
প র অ অ মি হ ত র তি
ক ল অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ
অ অ অ অ অ অ অ অ

অ							
মু	ন	প	ম	ঋ	ম	ঋ	স। ঃঃ
উ							
	অ	অ	অ	অ	অ	অ	য়া ॥ ৩ ॥

মুহুরবলোকিত মণ্ডন লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥৪।
ত্বরিত মুপৈতি ন কথমভিসারং।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারং ॥৫।
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পং।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং ॥৬।
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥৭।
শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদিতং।
রসিক জনং তনুতামতি মুদিতং ॥৮।

এই শ্লোকগুলি উপর উক্ত সুরযোগে গান করিতে হইবে।

(১৪)

ললিত (ঋ) সম্পূর্ণ।

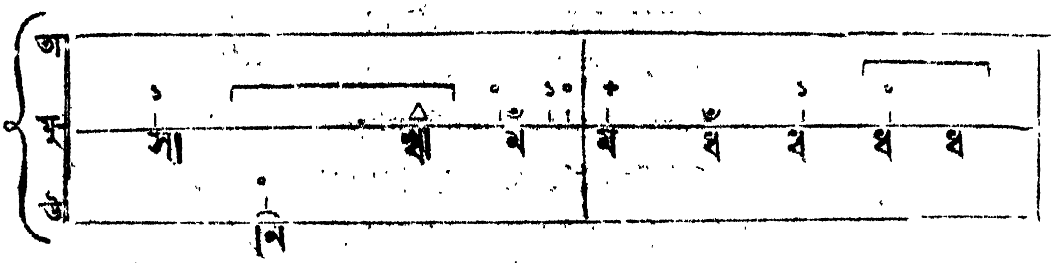
ঝাঁপতাল *।

কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌবনং।
মম বিফল মিদং মলমপি রূপযৌবনং ॥
যামি হে কমিহ শরণং সখীজন বচন বঞ্চিতা ॥১।

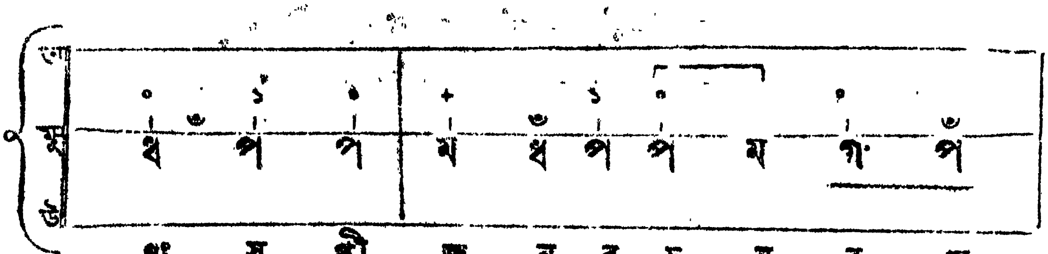
* ঝাঁপতাল সাত মাত্রার তাল, ছয়টী পূর্ণমাত্রা আর দুইটী অর্দ্ধমাত্রায় একমাত্রা হইয়া থাকে; ইহাতে তিনটী আঘাত, তিনটী শূন্য।

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতং ॥২॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥৩॥

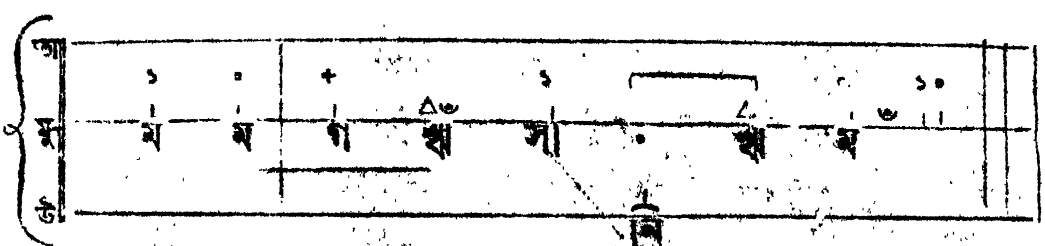
আস্থায়ী।



যা আ মি হে দ মি হ শ র

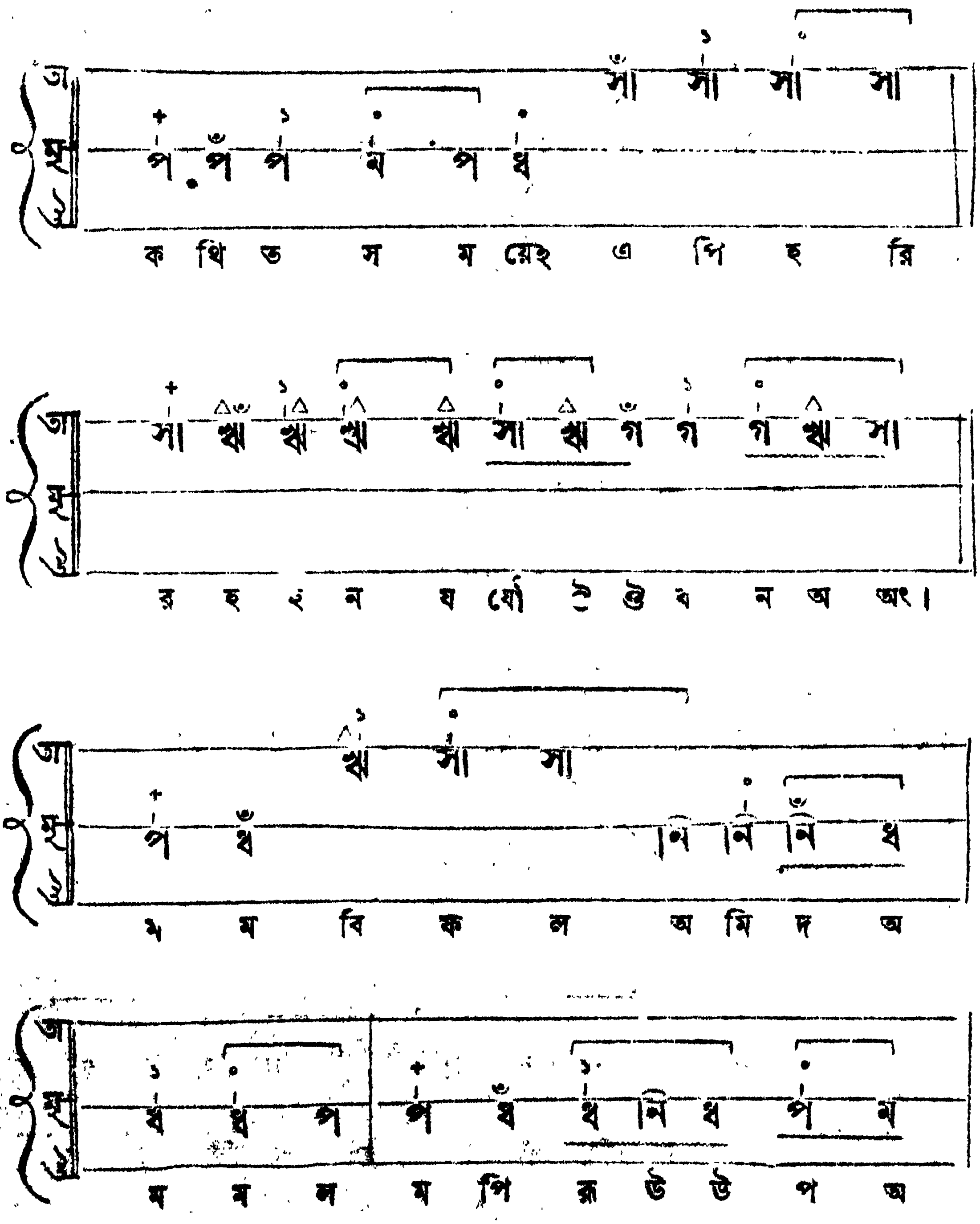


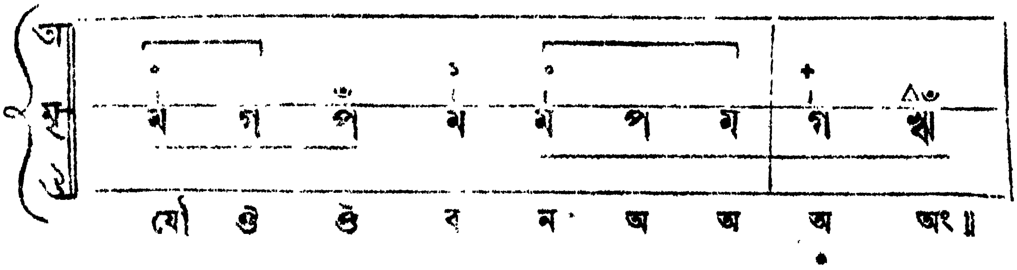
ণং স খী জ ন ব চ ন ব অ

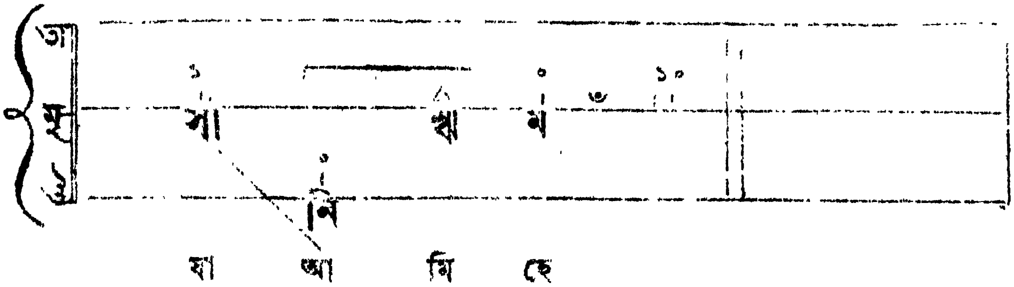


ঞ্চি তা আ আ যা আ মি হে ॥১॥

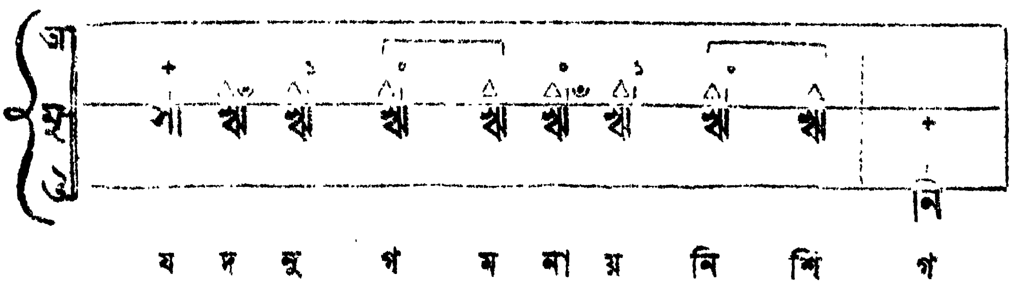
অন্তরা।

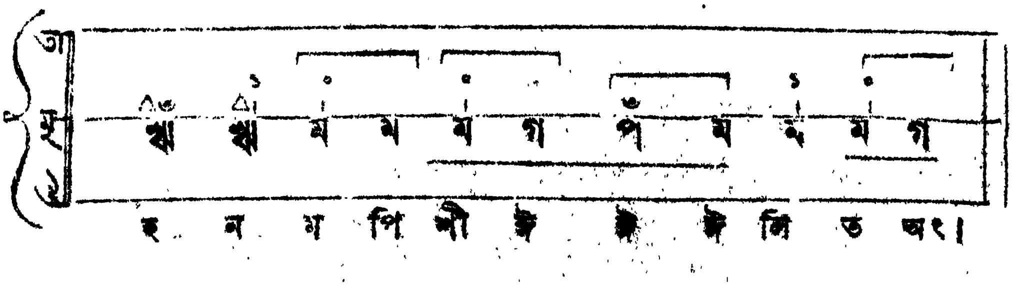


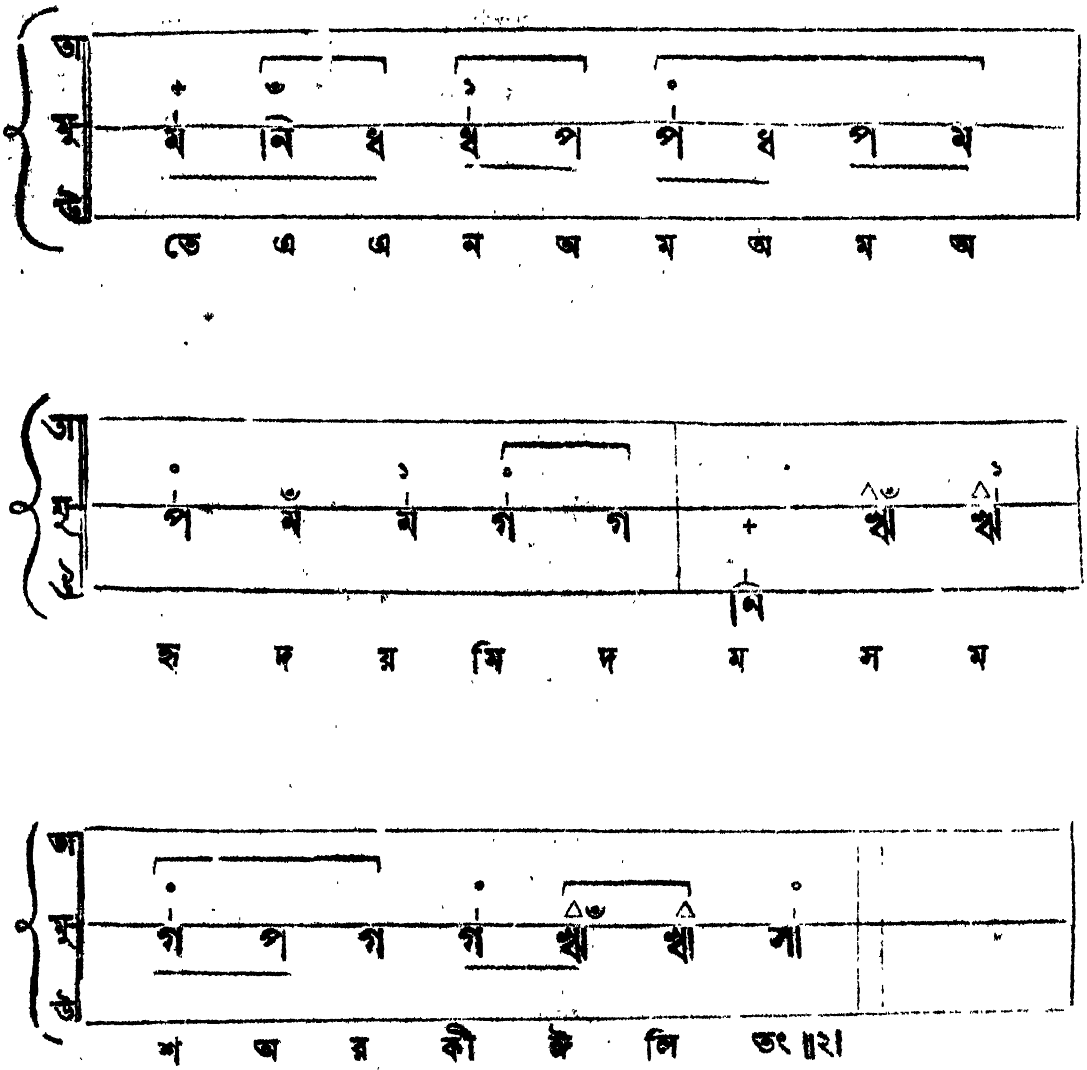




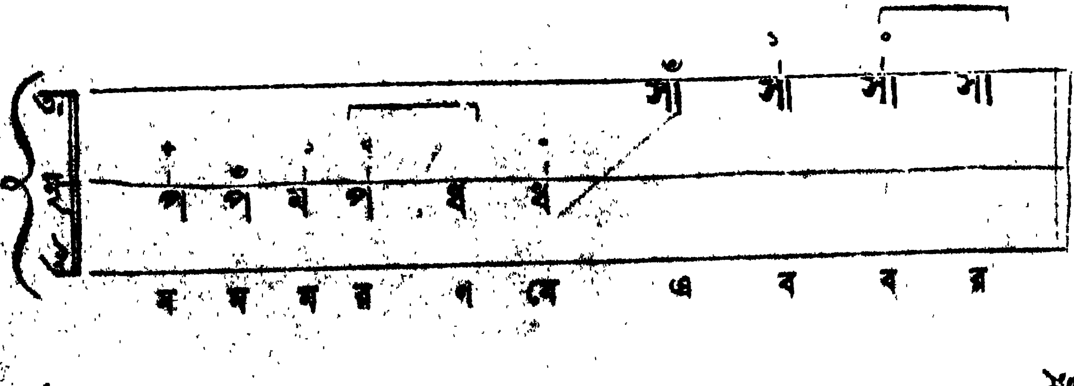
সঞ্চারী।

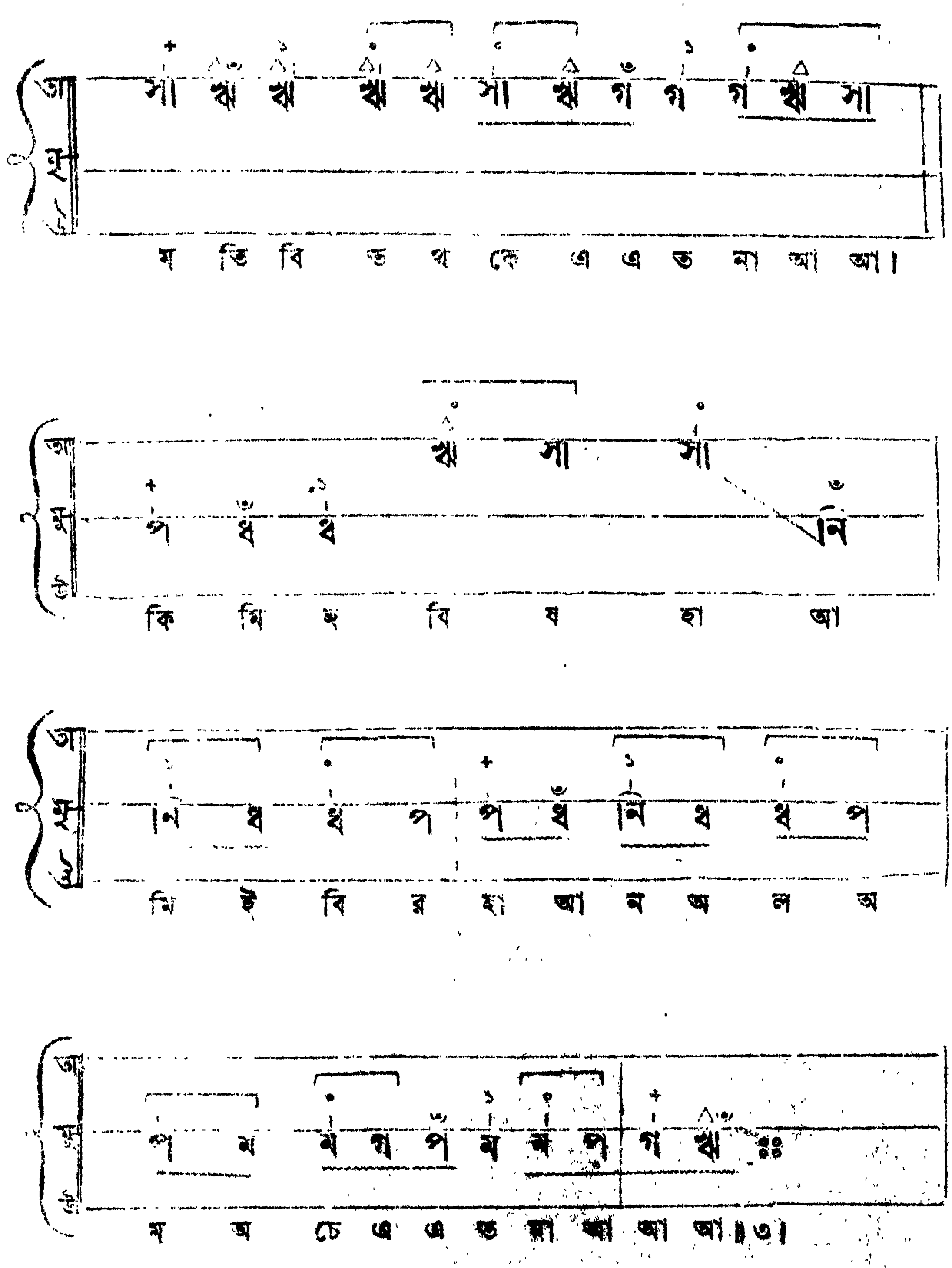





ম নি ধ ধ প প ধ প ম
ভে এ এ ন অ ম অ ম অ
প ম ম গ গ + ঋ ঋ
হৃ দ য় মি দ ম স ম
গ প গ গ ঋ ঋ সা
শ অ র কী ক্ট লি তং ॥২॥

আভোগ।


সা সা সা সা
প প ম প ধ ধ
হ ম ম র ণ যে এ ব ব র



মা মহহ বিধুরয়তি মধুর মধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥৪।
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং।
হরি বিরহদহন বহনেন বহুদূষণং ॥৫।
কুসুমসুকুমারতনুমতনু শরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥৬।
অহমিহ নিবসামি ন গণিত বনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥৭।
হরিচরণ শরণ জয়দেব কবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল কলাবতী ॥৮।

এই শ্লোক কএকটী উপরোক্ত নিয়মে গান করা কর্ত্তব্য।

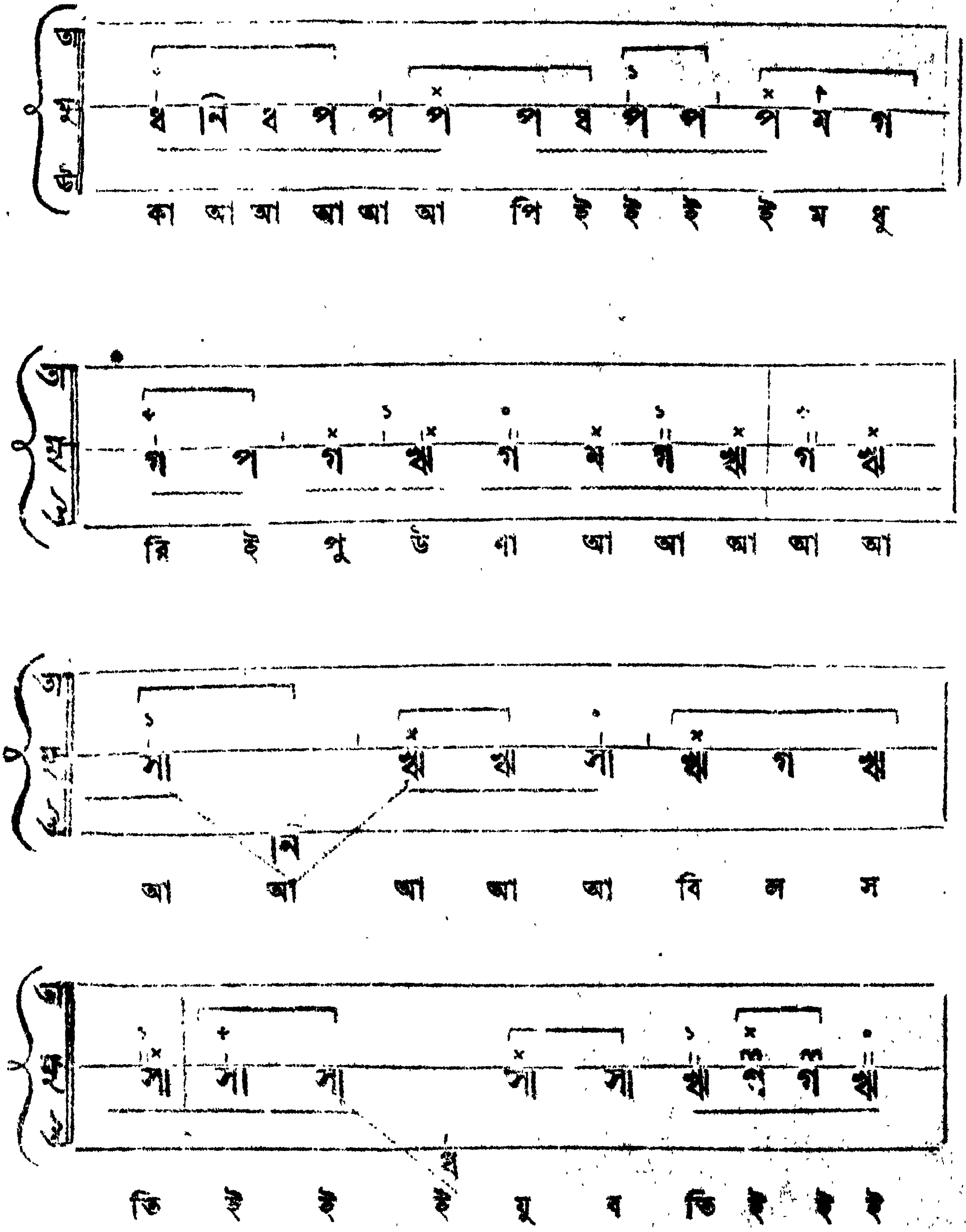
(১৫)

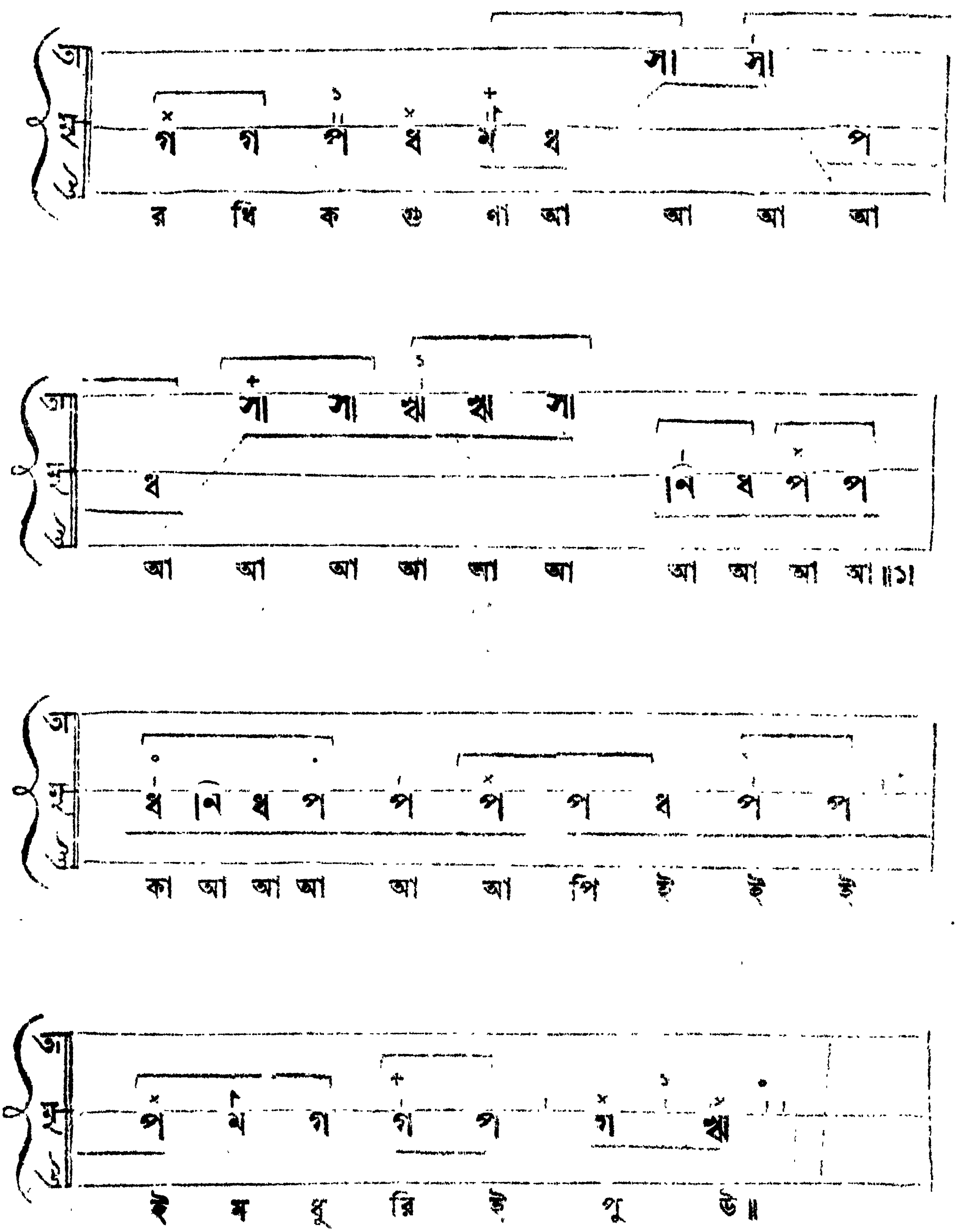
ইমন কল্যাণ (ম) সম্পূর্ণ।

তাল আড়া।

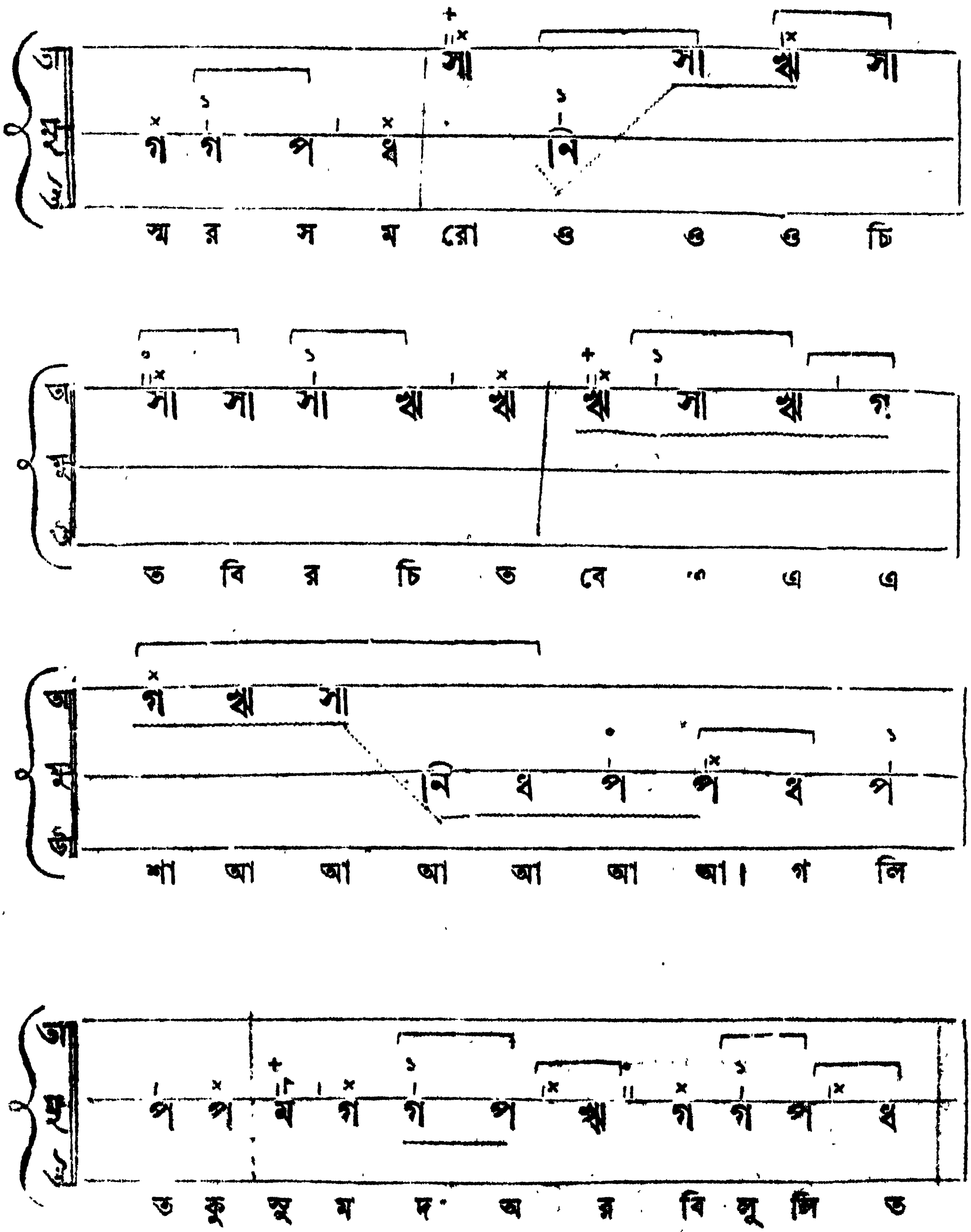
স্মরসমরোচিত বিরচিত বেশা।
গলিত কুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥১।
হরি পরিরম্ভণ বলিত বিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিত হারা ॥২।
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥৩।

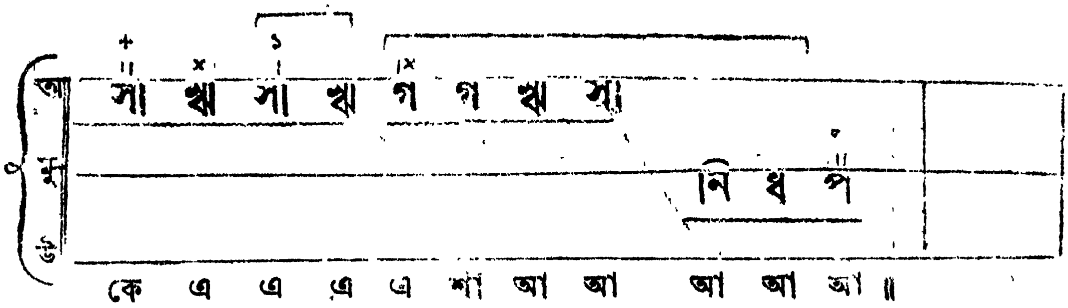
আস্থায়ী।



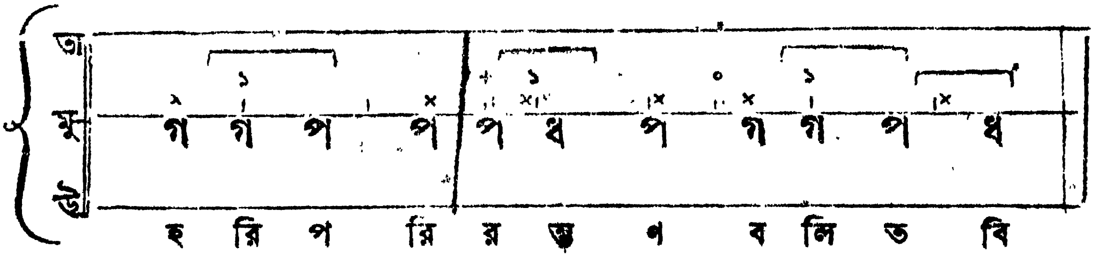

র খি ক গু ণা আ আ আ আ
আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ॥১।
কা আ আ আ আ আ পি ই ই ই
ই ম ধু রি ই পু উ॥

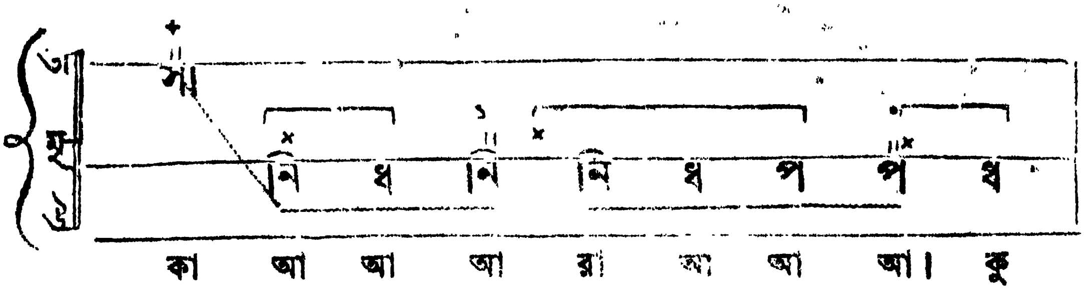
অন্তরা।

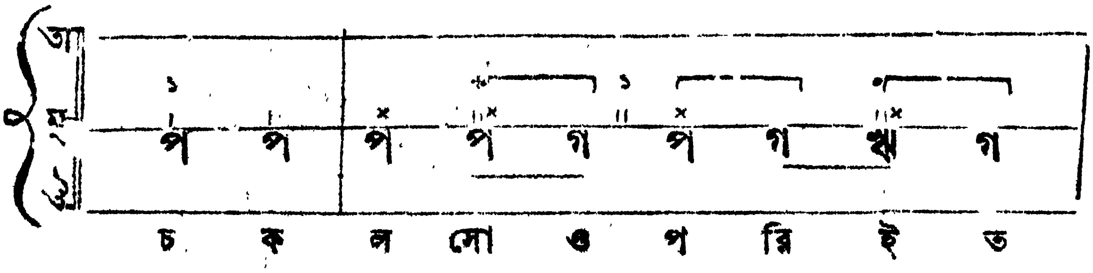


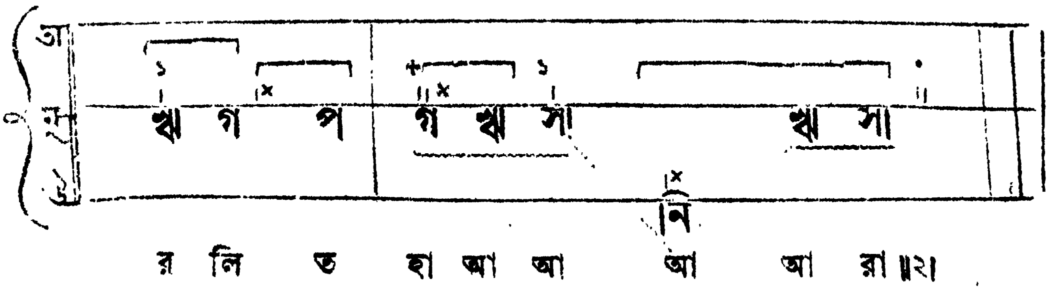

আ মু উ
সা ঋ সা ঋ গ গ ঋ সা
নি ধ প
কে এ এ এ এ শা আ আ আ আ আ॥

সঞ্চারী।

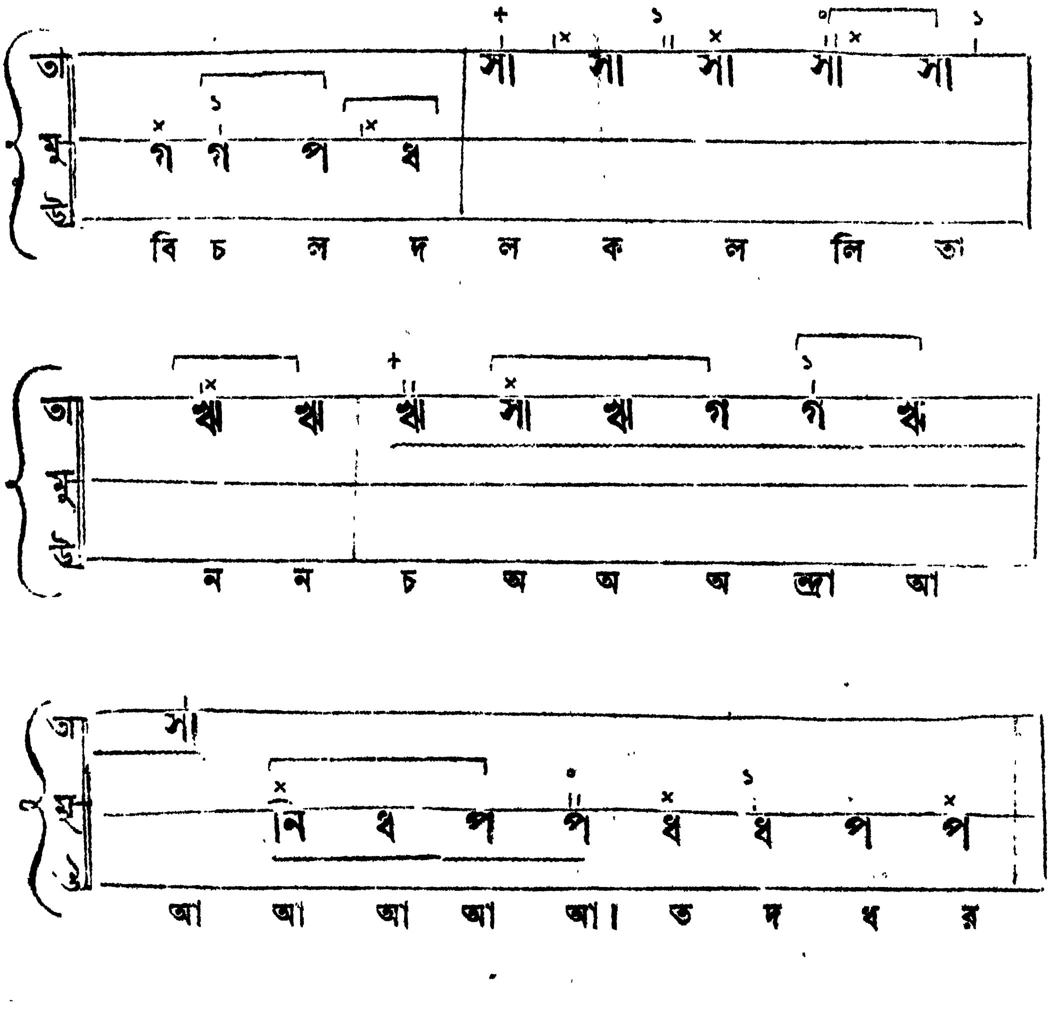

তা মু উ
গ গ প প প ধ প গ গ প ধ
হ রি প রি র ত্ত ণ ব লি ত বি

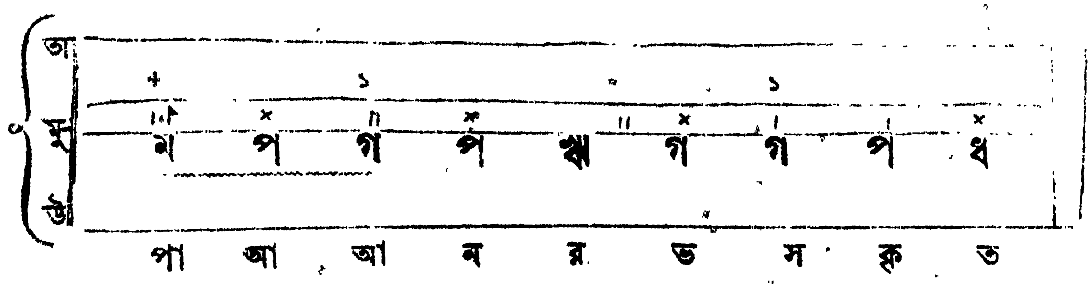

তা মু উ
সা
নি ধ নি নি ধ প প ধ
কা আ আ আ রা আ আ আ। কু

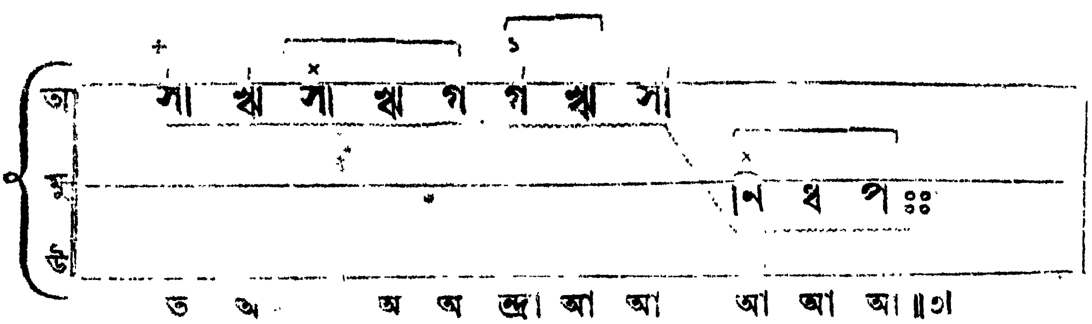

তা মু উ
প প প প গ প গ ঋ গ
চ ক ল সো ও প রি ই ত


তা
মু
উ
ঋ গ প গ ঋ সা ঋ সা
নি
র লি ত হা আ আ আ আ রা॥২।

আভোগ।


তা
মু
উ
সা সা সা সা সা
গ গ প ধ
বি চ ল দ ল ক ল লি তা
ঋ ঋ ঋ সা ঋ গ গ ঋ
ন ন চ অ অ অ ন্দ্রা আ
সা
নি ধ প প ধ ধ প প
আ আ আ আ আ। ত দ ধ র





চঞ্চল কুণ্ডল ললিত কপোলা।
মুখরিত রসন জঘন গতিলোলা ॥৪।
দয়িত বিলোকিত লজ্জিত হসিতা।
বহুবিধ কূজিত রতিরসরসিতা ॥৫।
বিপুল পুলক পৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিত নিমীলিত বিকসদনঙ্গা ॥৬।
শ্রম জলকণ ভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥৭।
শ্রীজয়দেব ভণিত হরিরমিতং।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতং ॥৮।

এই শ্লোকগুলি উপরিউক্ত সুরানুসারে গান করা যাইবে।

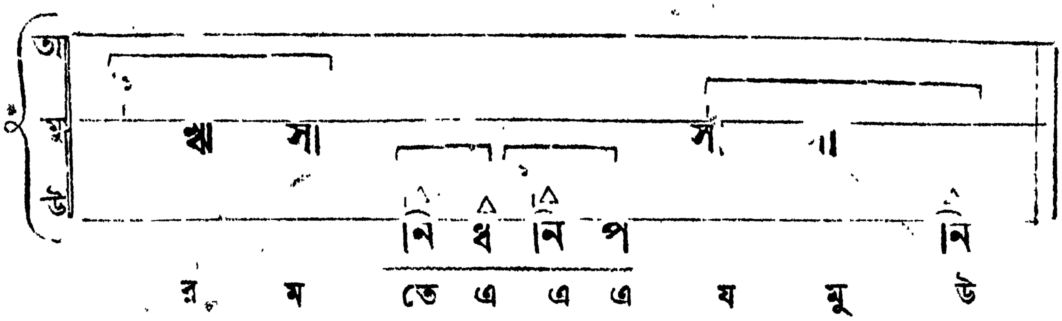
(১৬)

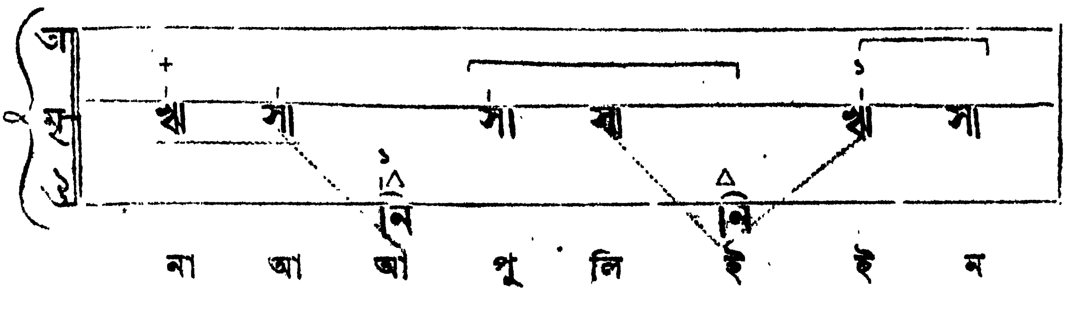
কানড়া (গ, ধ, নি) সম্পূর্ণ।

তাল একতালী *।

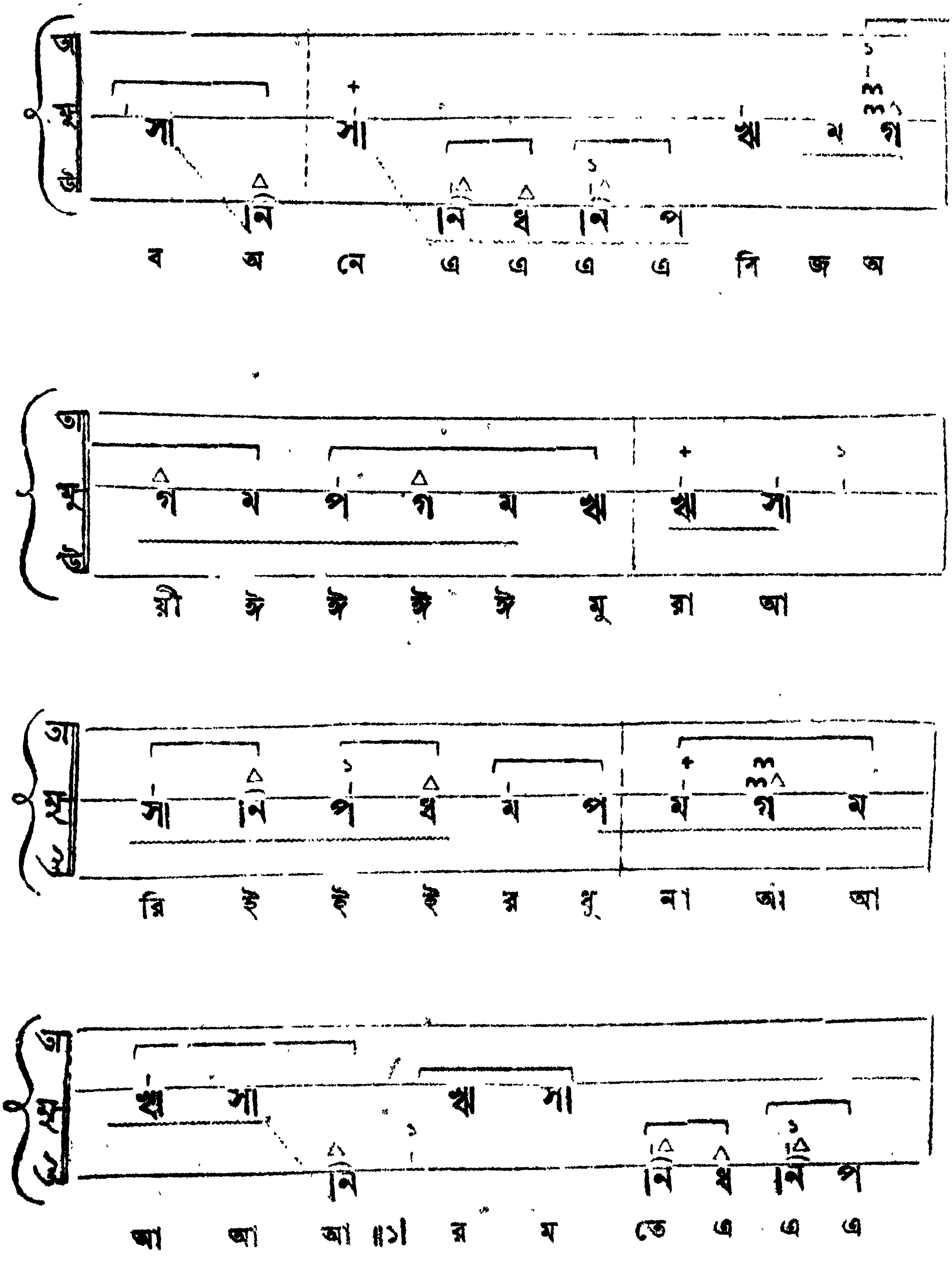
সমুদিত মদনে রমণীবদনে চুম্বন বলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে ॥
রমতে যমুনা পুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥১।

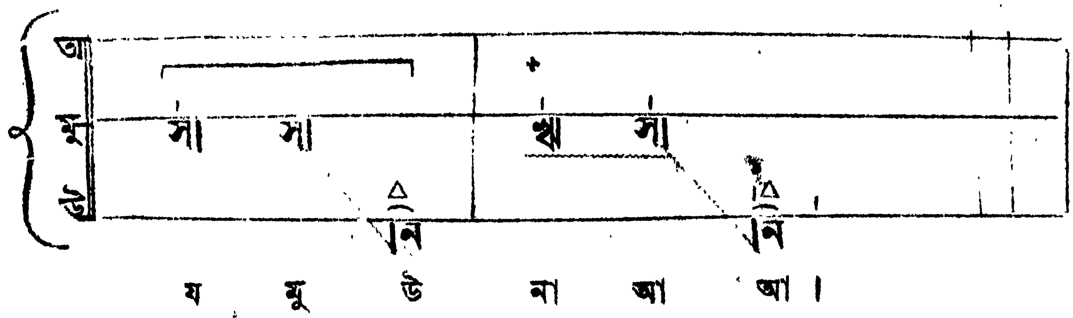
আস্থায়ী।



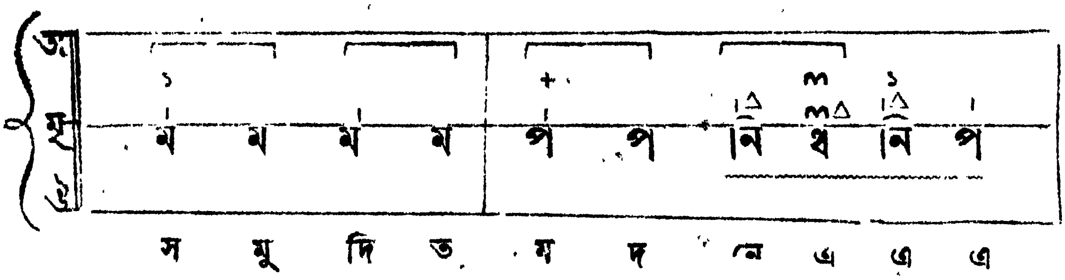


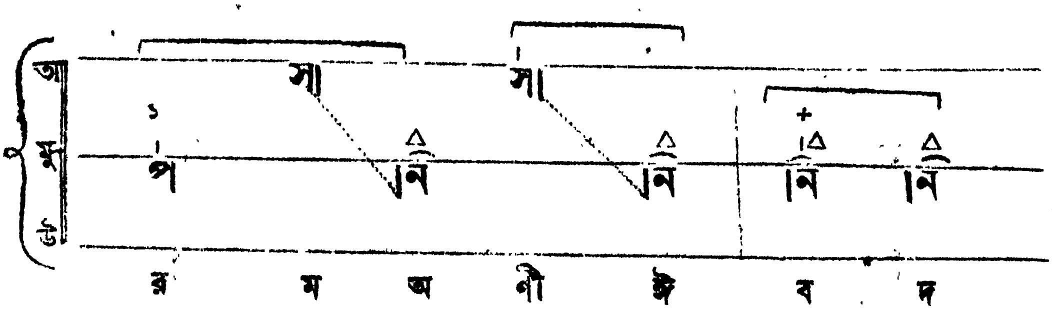
* একতালী ছয় মাত্রার তাল, পরন্তু ইহাতে শূন্য কাল ব্যবহার নাই।

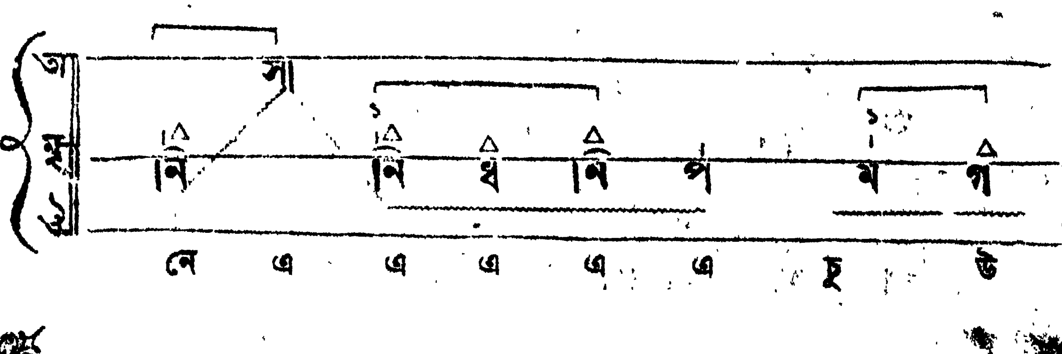

ব অ নে এ এ এ এ দি জ অ
য়ী ঈ ঈ ঈ ঈ মু য়া আ
রি ই ই ই য় থু না আঃ আ
আ আ আ ॥১। র ম তে এ এ এ

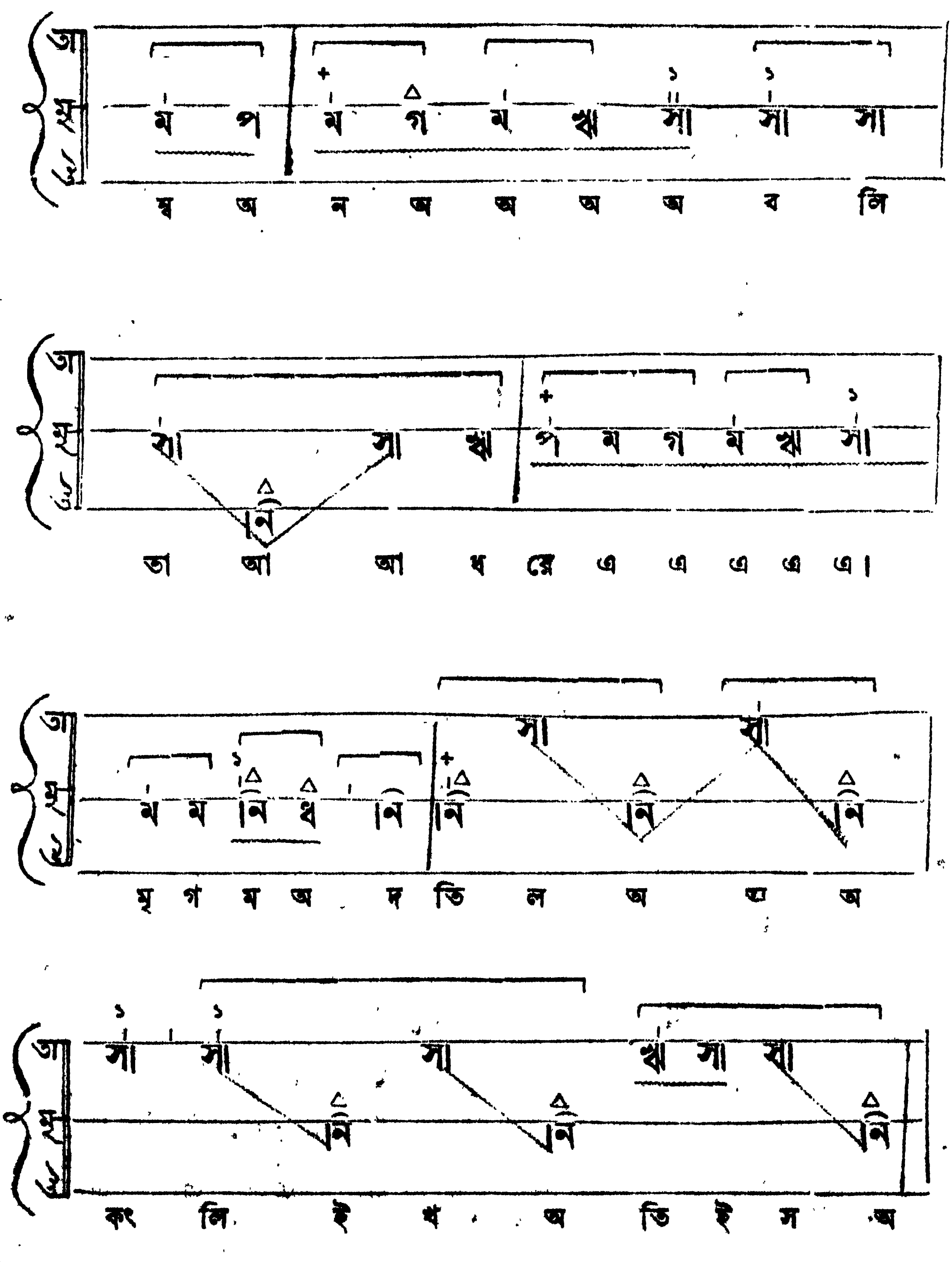


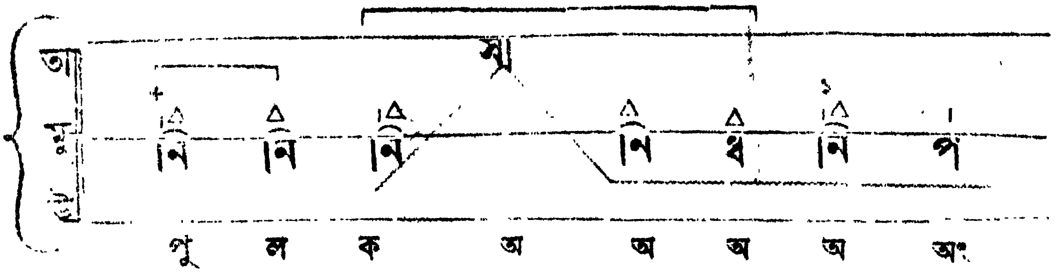
অন্তরা।

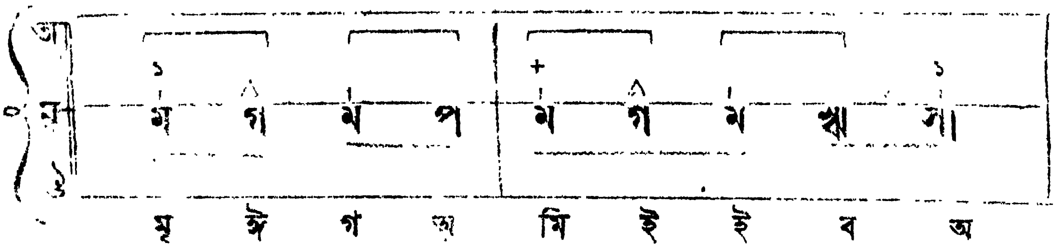


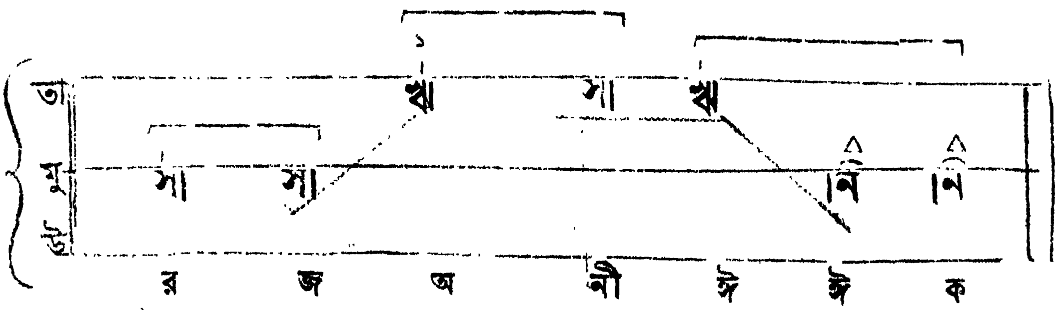


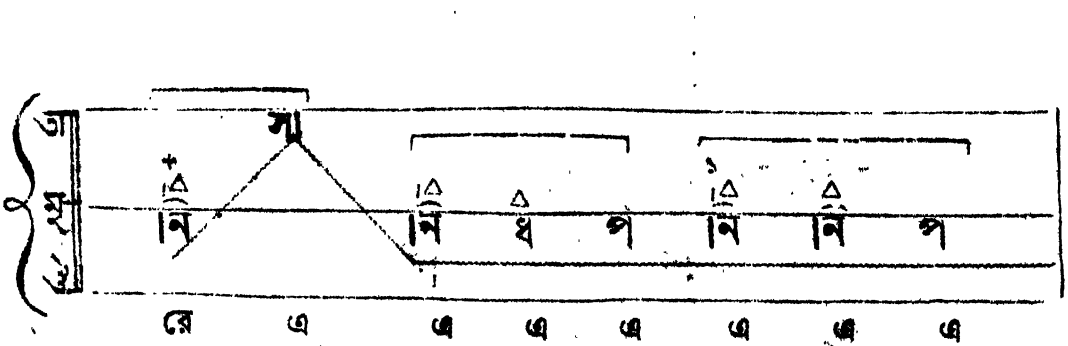


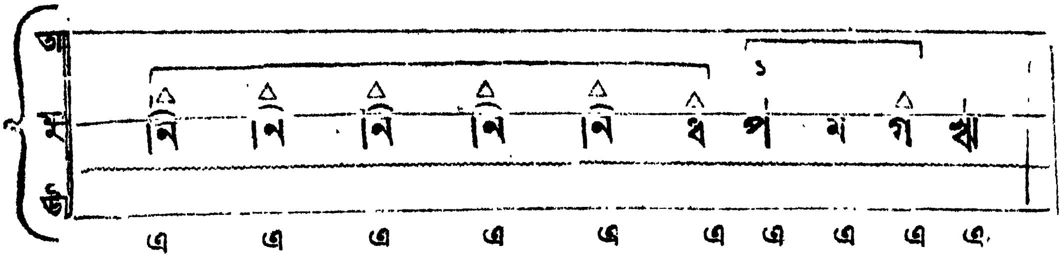

স্ব অ ন অ অ অ অ ব লি
তা আ আ ধ রে এ এ এ এ এ।
মৃ গ ম অ দ তি ল অ ক অ
কং লি ই থ অ তি ই স অ

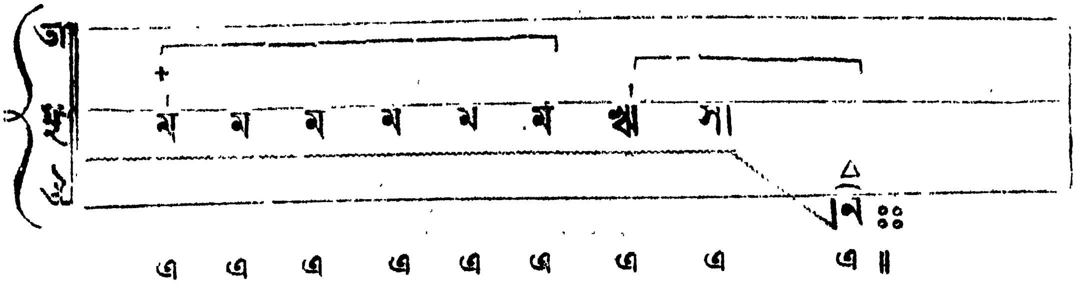

পু ল ক অ অ অ অ অং


মৃ ঈ গ মি ই ই ব অ


র জ অ নী ঈ ঈ ক


রে এ এ এ এ এ এ এ





ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতি মৃগকাননে ॥২॥
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিময় মমলং তারক পটলং নখপদশশি ভূষিতে ॥৩॥
জিত বিশশকলে মৃদুভুজযুগলে করতল নলিনীদলে।
মরকত বলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥৪॥
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥৫॥
চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণ পূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥৬॥
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধর সোদরে।

কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসংবদ সখি বিটপোদরে ॥৭।

ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।

কলিযুগ চরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥৮।

পূর্ব্ব লিখিত সুরযোগে এই কএকটী শ্লোকও গান করা যাইবে।

(১৭)

কেদারী (ম) সম্পূর্ণ।

ঢিমা তেতালা।

অনিলতরল কুবলয় নয়নেন।

তপতি ন সা কিশলয় শয়নেন ॥

সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥১।

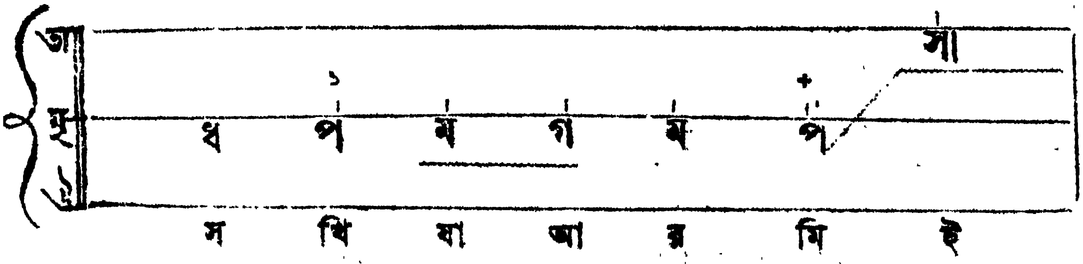
বিকসিত সরসিজ ললিত মুখেন।

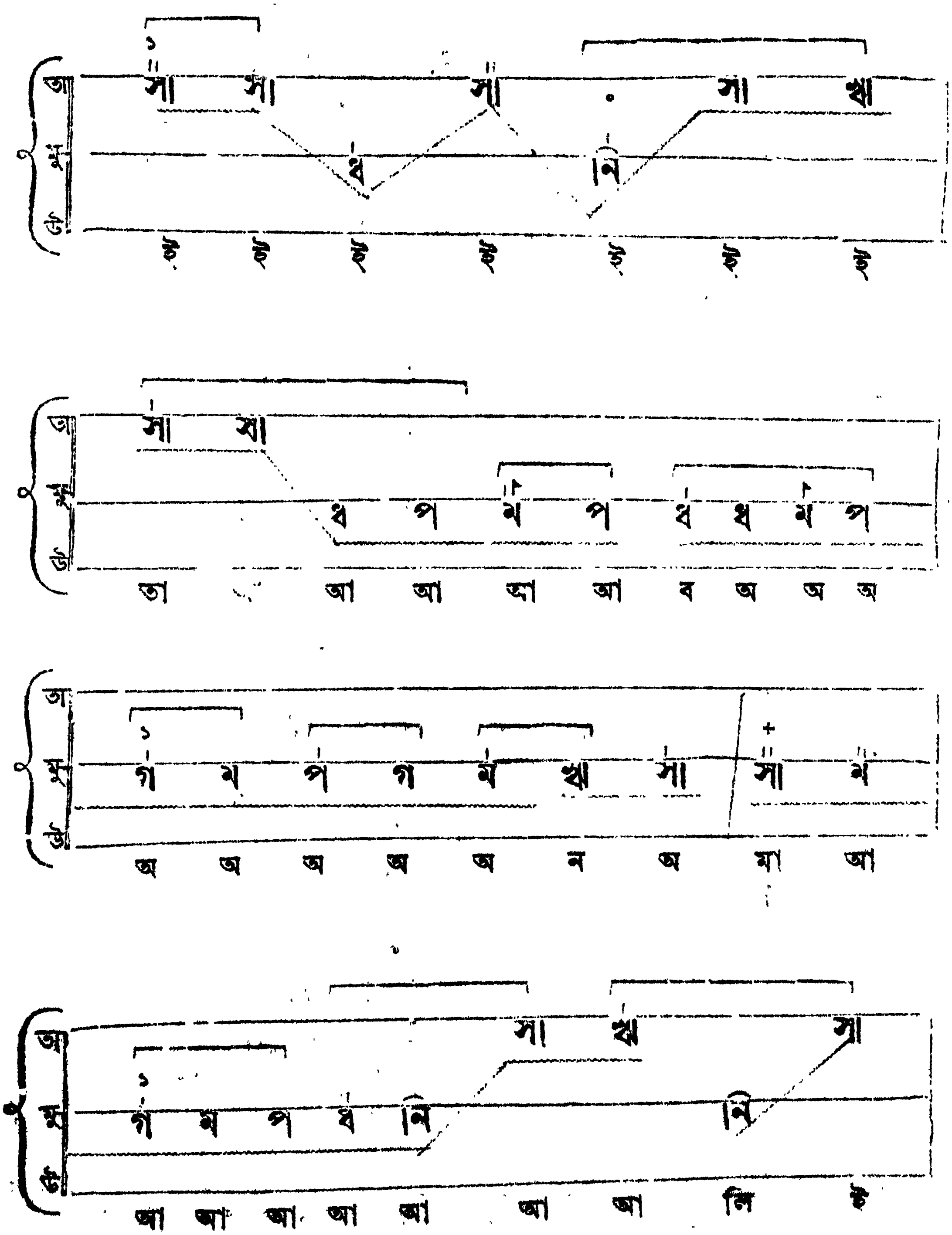
স্ফুটতি ন সা মনসিজ বিশিখেন ॥২।

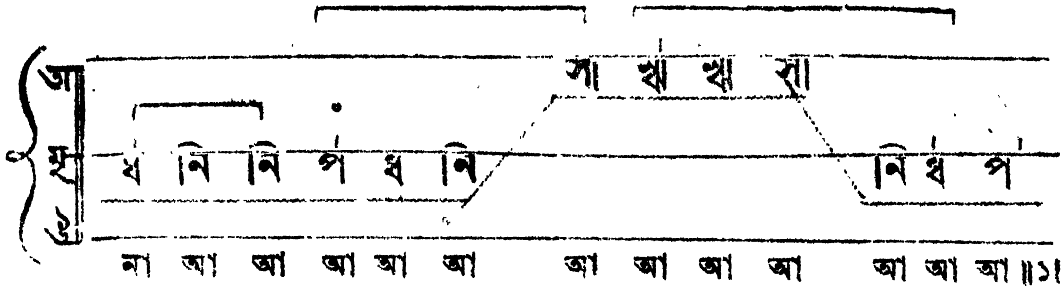
অমৃত মধুর মৃদুতর বচনেন।

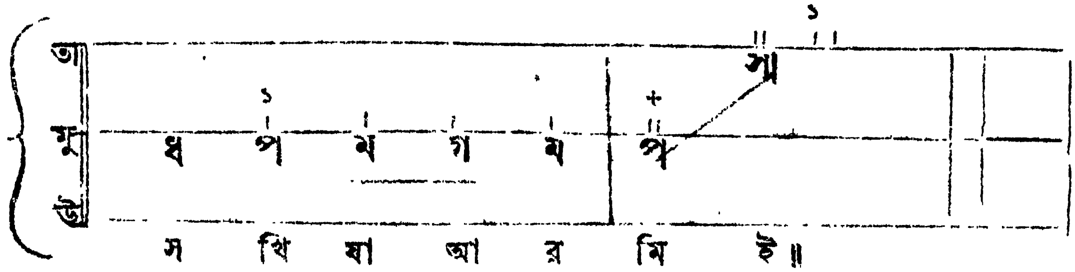
জ্বলতি ন সা মলয়জ পবনেন ॥৩।

আস্থায়ী।

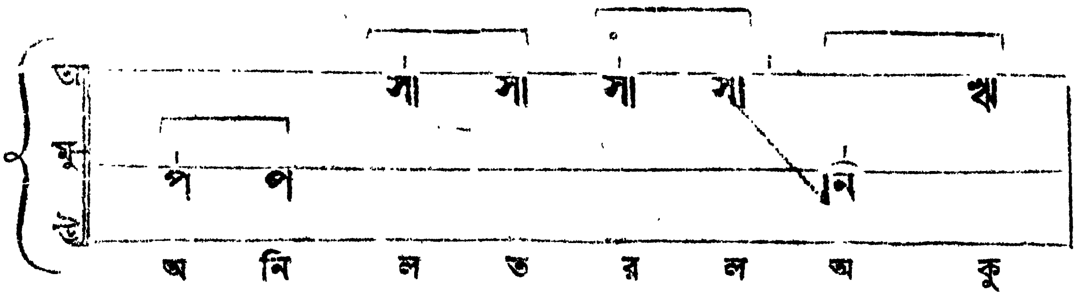


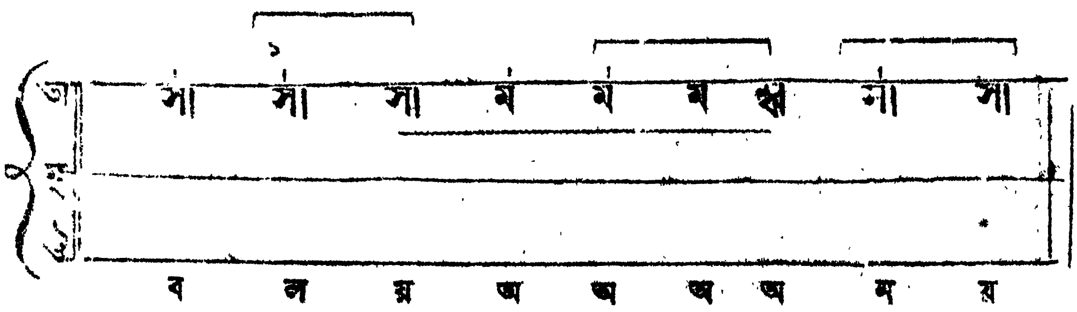

ই ই ই ই ই ই ই
তা আ আ আ আ ব অ অ অ
অ অ অ অ অ ন অ মা আ
আ আ আ আ আ আ আ লি ই

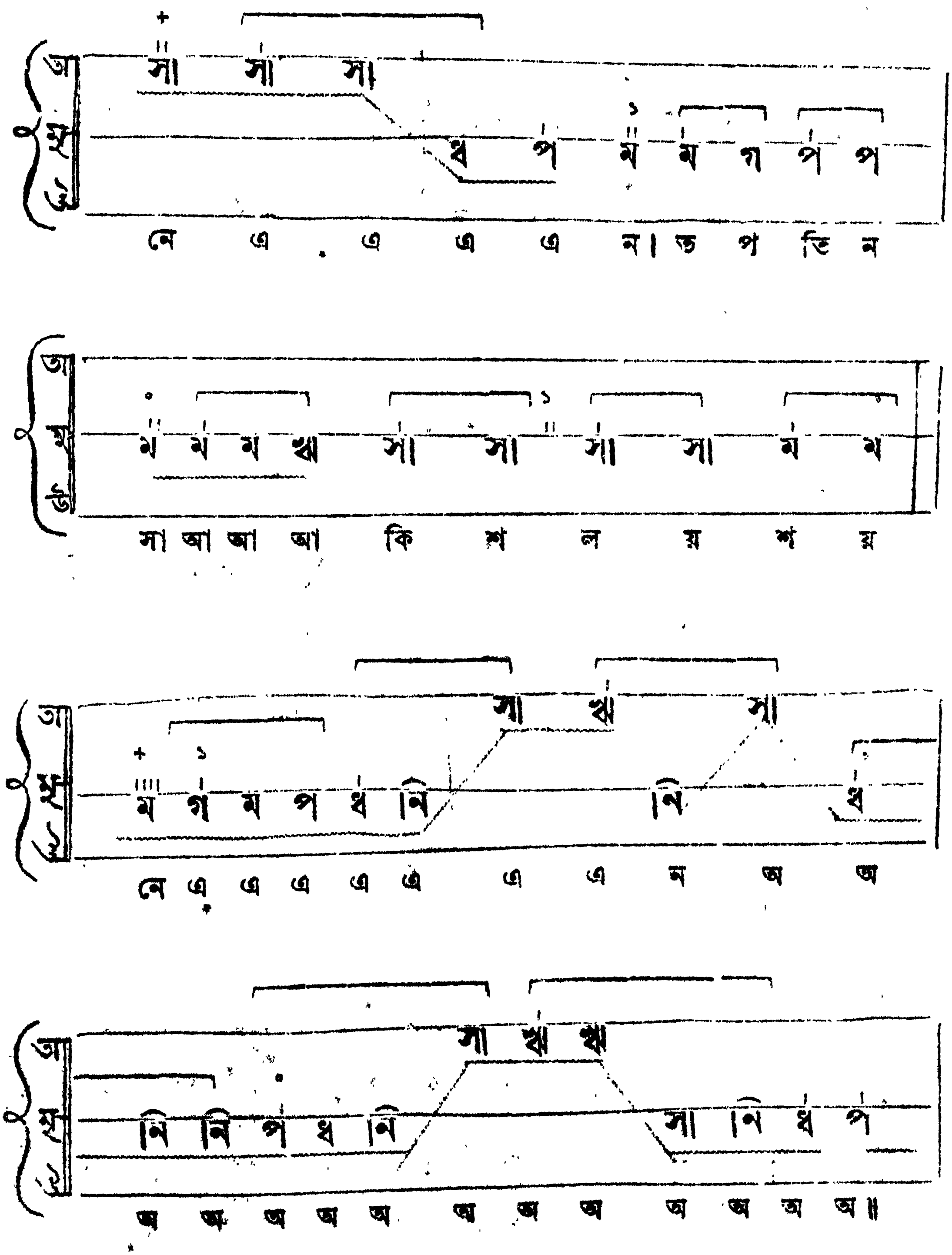

আ
মু
উ
ধ নি নি প ধ নি
সা ঋ ঋ সা
নি ধ প
না আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ ॥১।

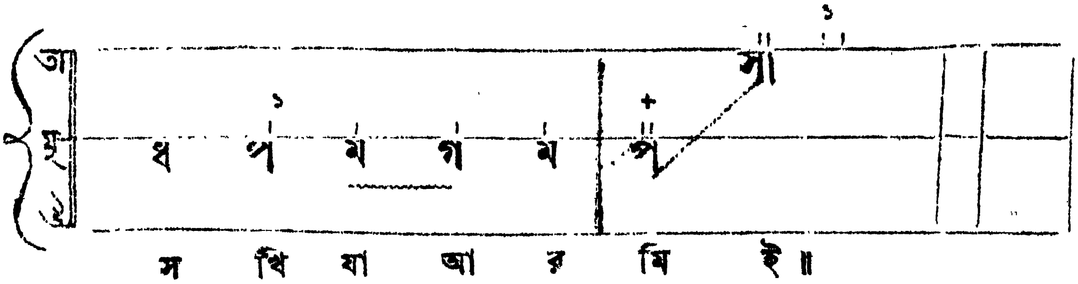

আ
মু
উ
ধ প ম গ ম
প সা
স খি যা আ র মি ই॥

অন্তরা।

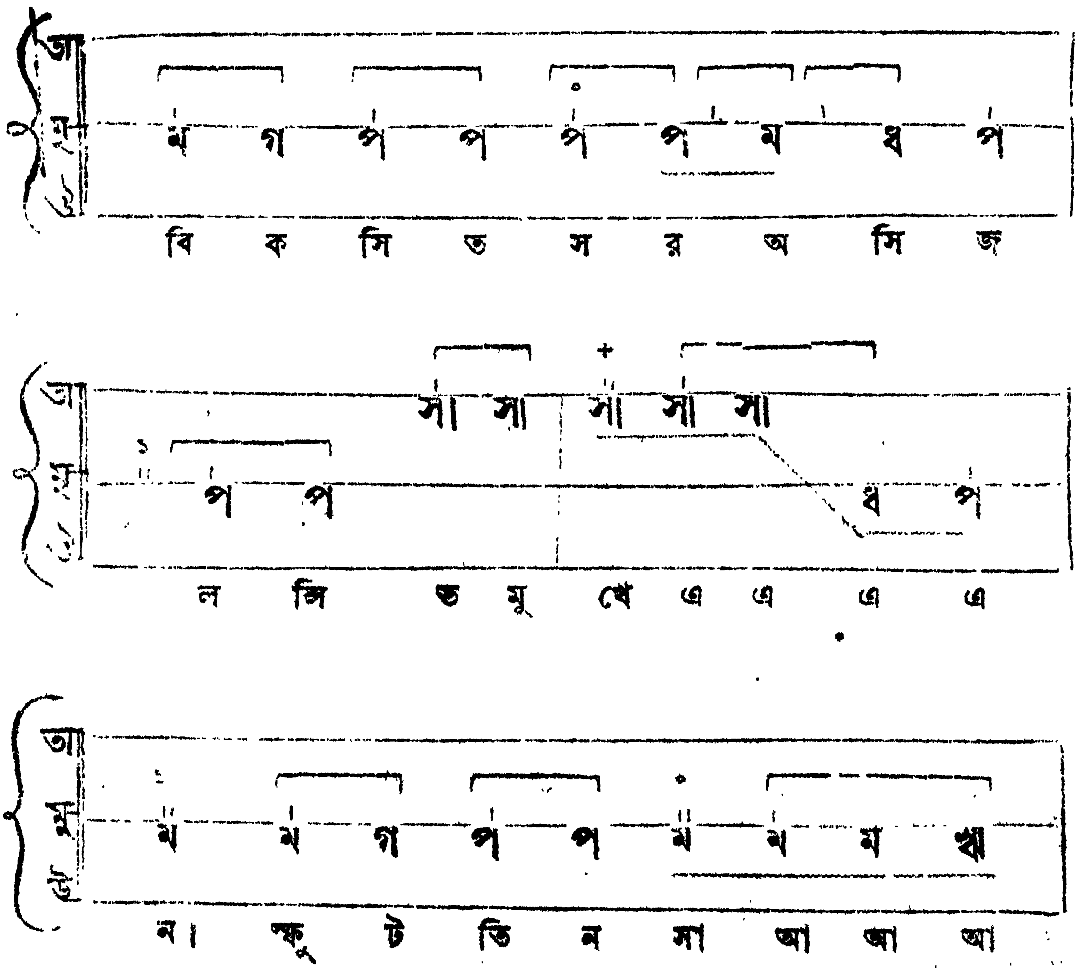

আ
মু
উ
প প
সা সা সা সা
নি ঋ
অ নি ল ত র ল অ কু

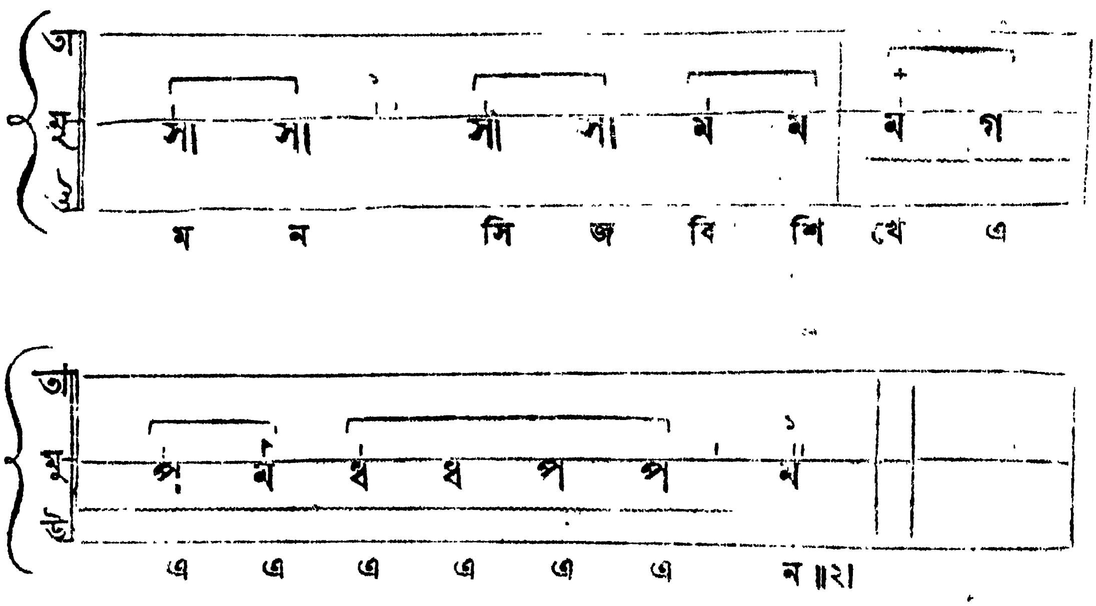

আ
মু
উ
সা সা সা ম ম ম ঋ সা সা
ব ল য় অ অ অ অ ম য়


নে এ এ এ এ না ন্ত প তি ন
সা আ আ আ কি শ ল য় শ য়
নে এ এ এ এ এ এ এ ম অ অ
অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ॥



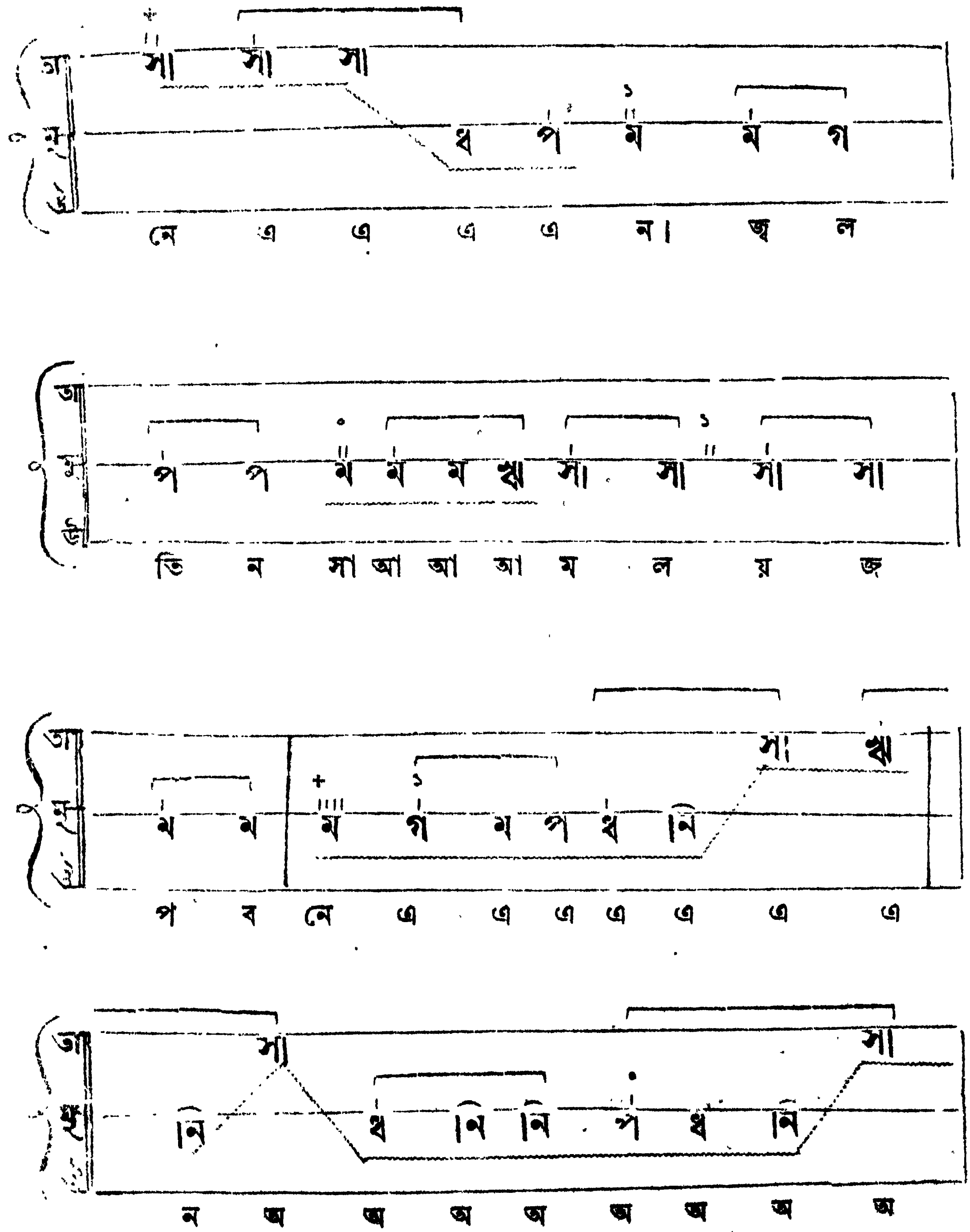
সঞ্চারী।

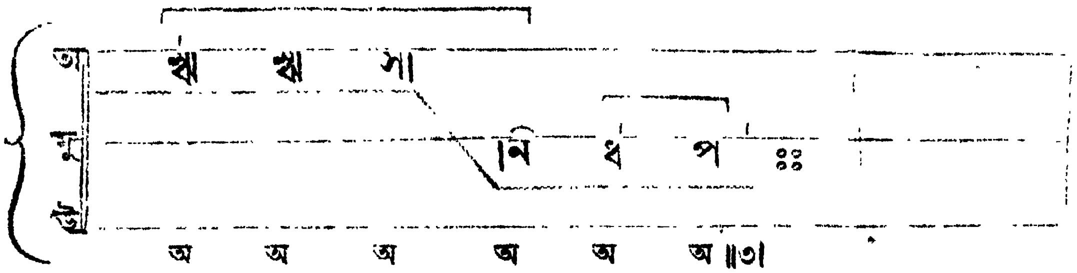




আভোগ।




নে এ এ এ এ ন। জ্ব ল
তি ন সা আ আ আ ম ল য় জ্
প ব নে এ এ এ এ এ এ এ
ন অ অ অ অ অ অ অ অ



স্থলজলরুহ রুচিকরচরণেন।
লুঠতি ন সা হিমকর কিরণেন ॥৪।
সজল জলদ সমুদয় রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥৫।
কনক নিকষরুচি শুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥৬।
সকল ভুবন জনবর তরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥৭।
শ্রীজয়দেব ভণিত রচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয় মনেন ॥৮।

পূর্ব্ব লিখিত সুরযোগে এই কএকটী শ্লোকও গান করা যাইবে।

(১৮)

আলাহিয়া সম্পূর্ণ।

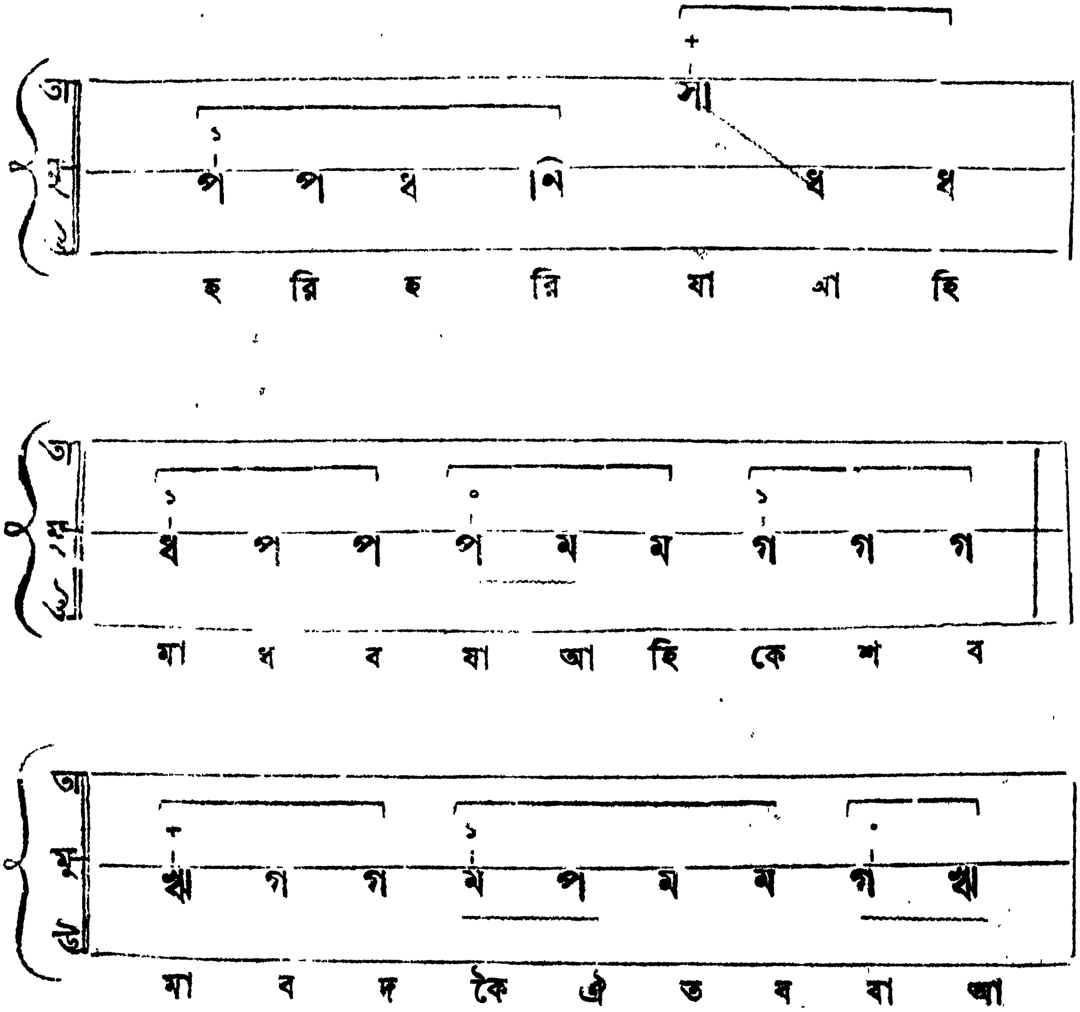
তাল কাওয়ালি *।

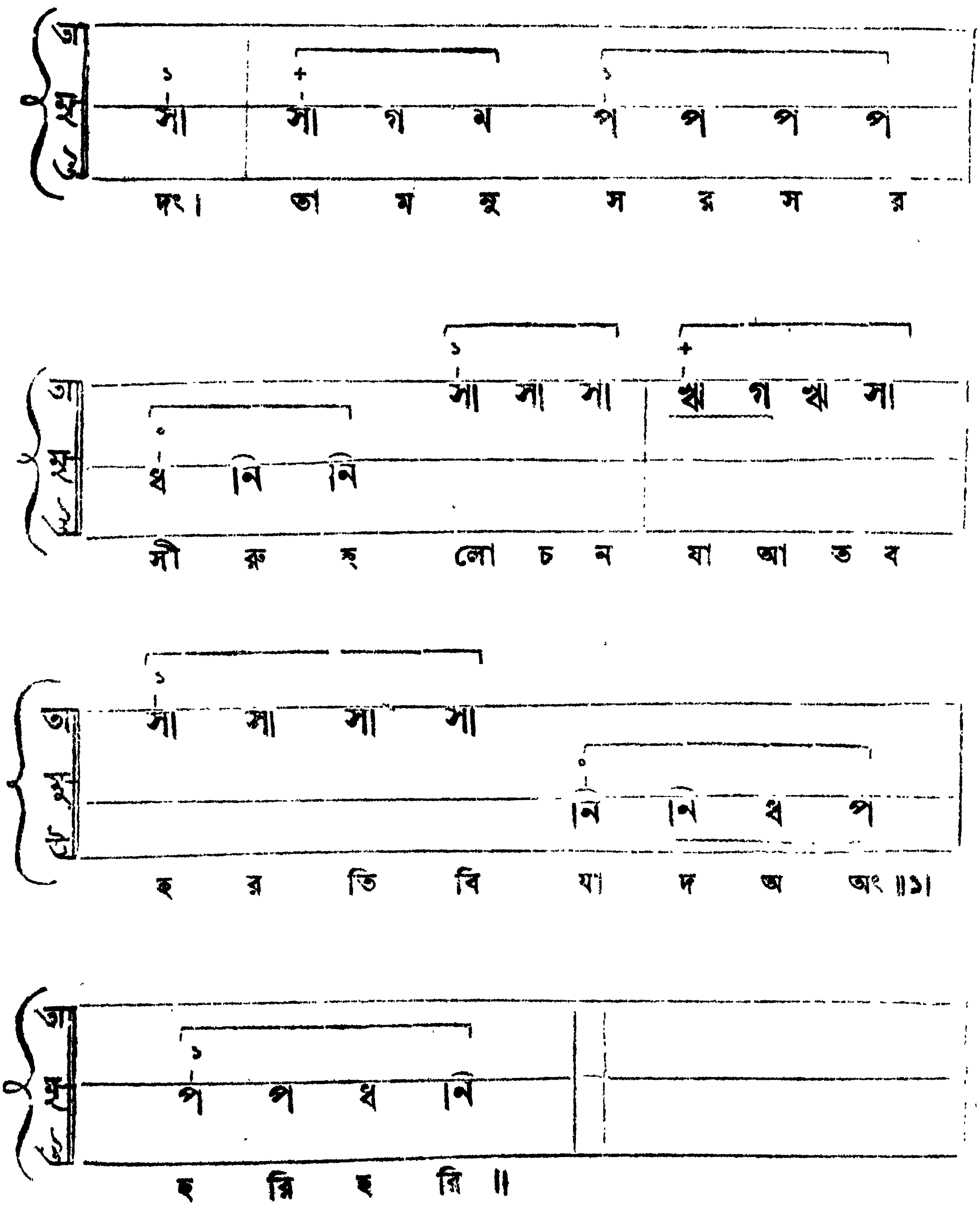
রজনিজনিত গুরুজাগর রাগকষায়িত মলসনিমেষং।
বহতি নয়নমনুরাগমিত স্ফুটমুদিত রসাভিনিবেশং ॥

* চারিটী হ্রস্ব মাত্রায় কাওয়ালি তাল সম্পন্ন হয়। ইহার সহিত পটতালের অনেক সমতা আছে এই বিষয় একবার মৎপ্রণীত সঙ্গীতসারের উপপত্তিক ঔৎপাত্তিকের ৬০ পৃষ্ঠায় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে অতএব যদি কাহারও এ বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা হয় তবে কথিত গ্রন্থে দেখিবেন।

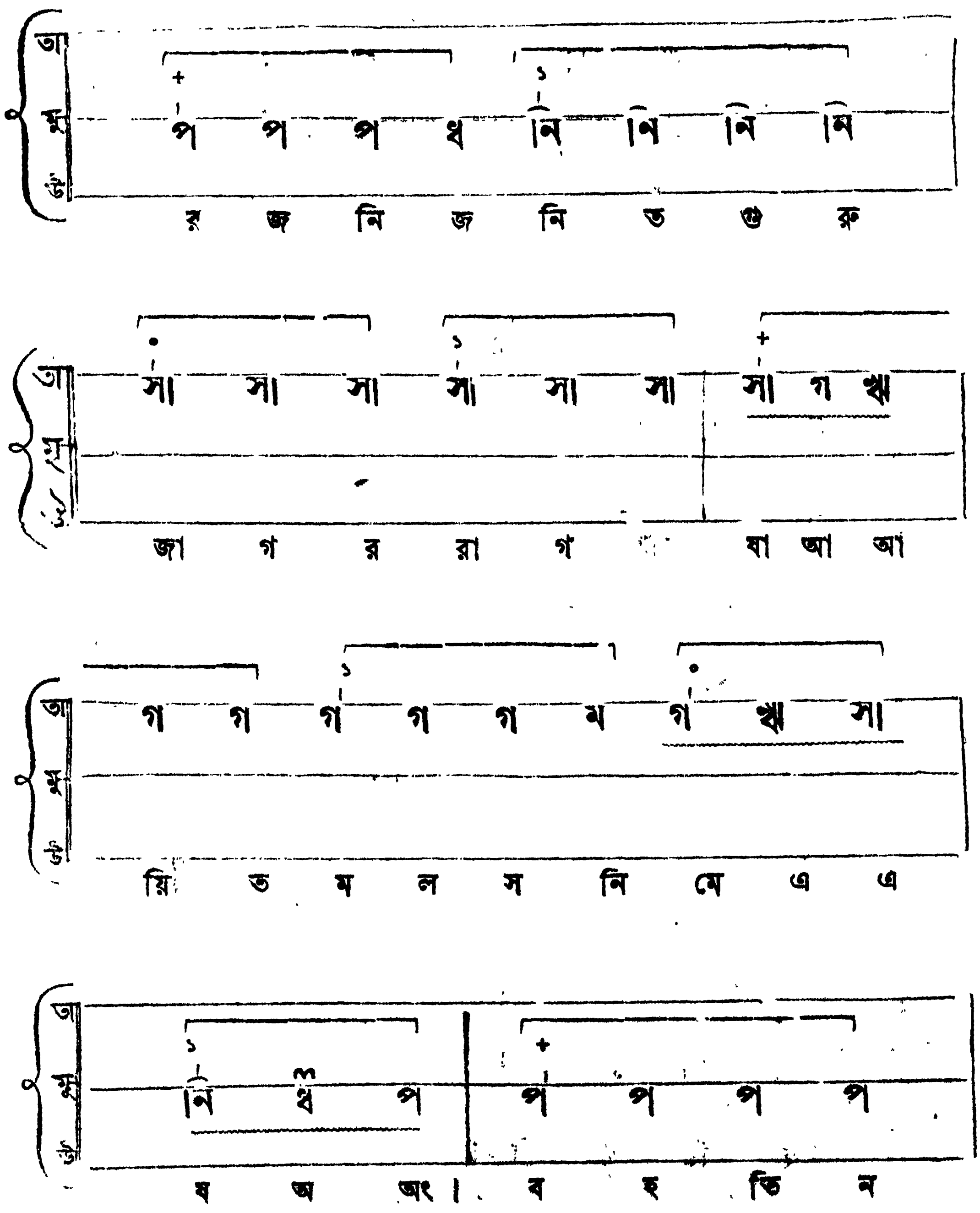
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদং ॥১।
কজ্জল মলিন বিলোচন চুম্বন বিরচিত নীলিমরূপং।
দশন বসন মরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপং ॥২।
বপুরনুহরতি তব স্মর সঙ্গরখরনখর ক্ষতরেখং।
মরকত শকল কলিত কলধৌতলিপেরিব রতি জয়লেখং ॥৩।

আস্থায়ী।

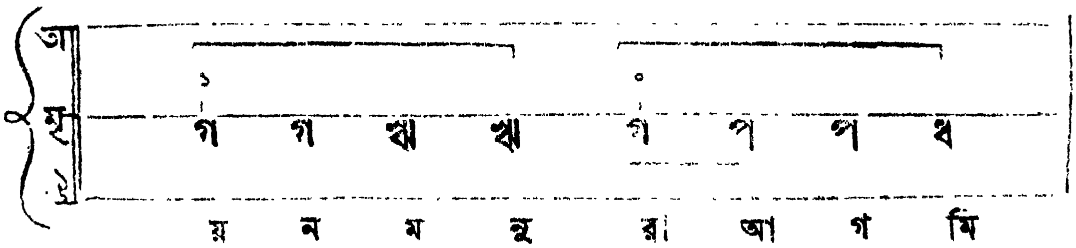


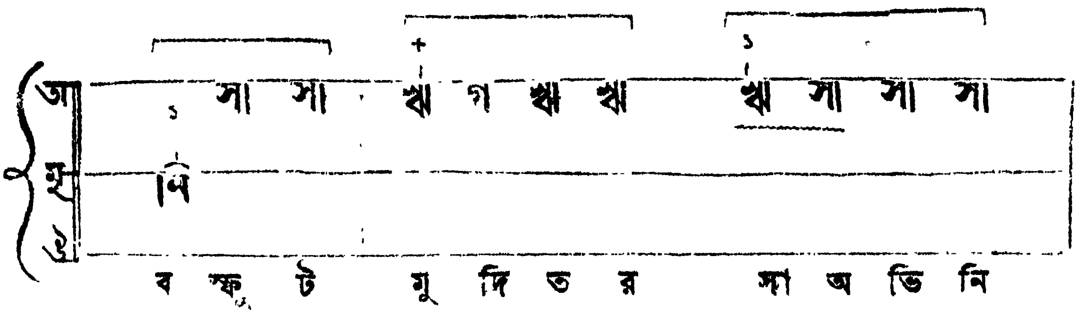

তা
মু
উ
সা সা গ ম প প প প
দং। তা ম স্থু স স্ন স র
সা সা সা ঋ গ ঋ সা
ধ নি নি
সী রু হ্ লো চ ন যা আ ত ব
সা সা সা সা
নি নি ধ প
হ র তি বি যা দ অ অং ॥১।
প প ধ নি
হ রি হ রি ॥

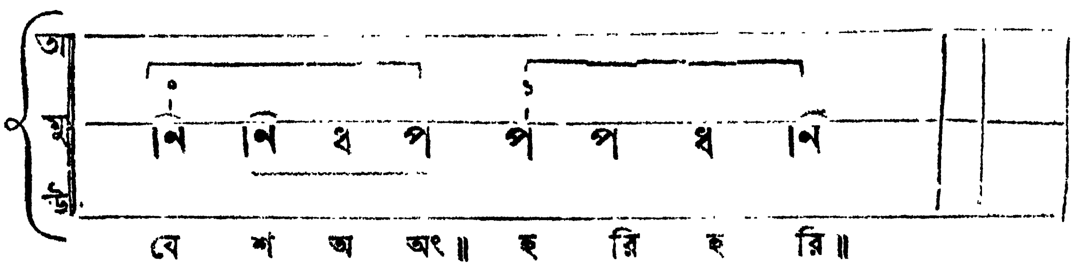
অন্তরা।



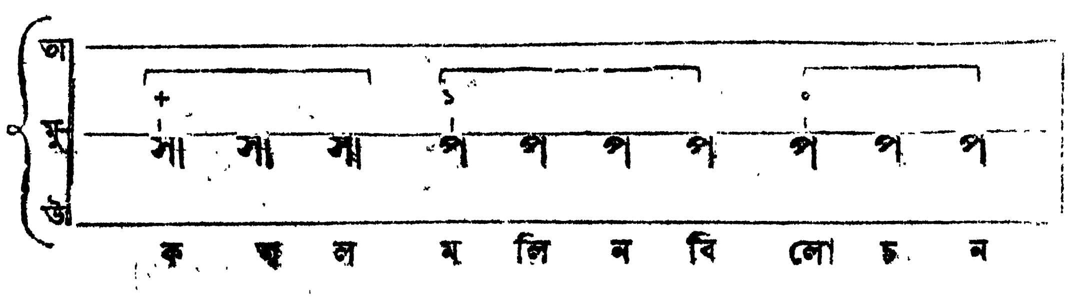
তা
মু
উ
প প প ধ নি নি নি নি
র জ নি জ নি ত গু রু
সা সা সা সা সা সা সা গ ঋ
জা গ র রা গ ষা আ আ
গ গ গ গ গ ম গ ঋ সা
য়ি ত ম ল স নি মে এ এ
নি ধ প প প প প
ষ অ অং। ব হ তি ন

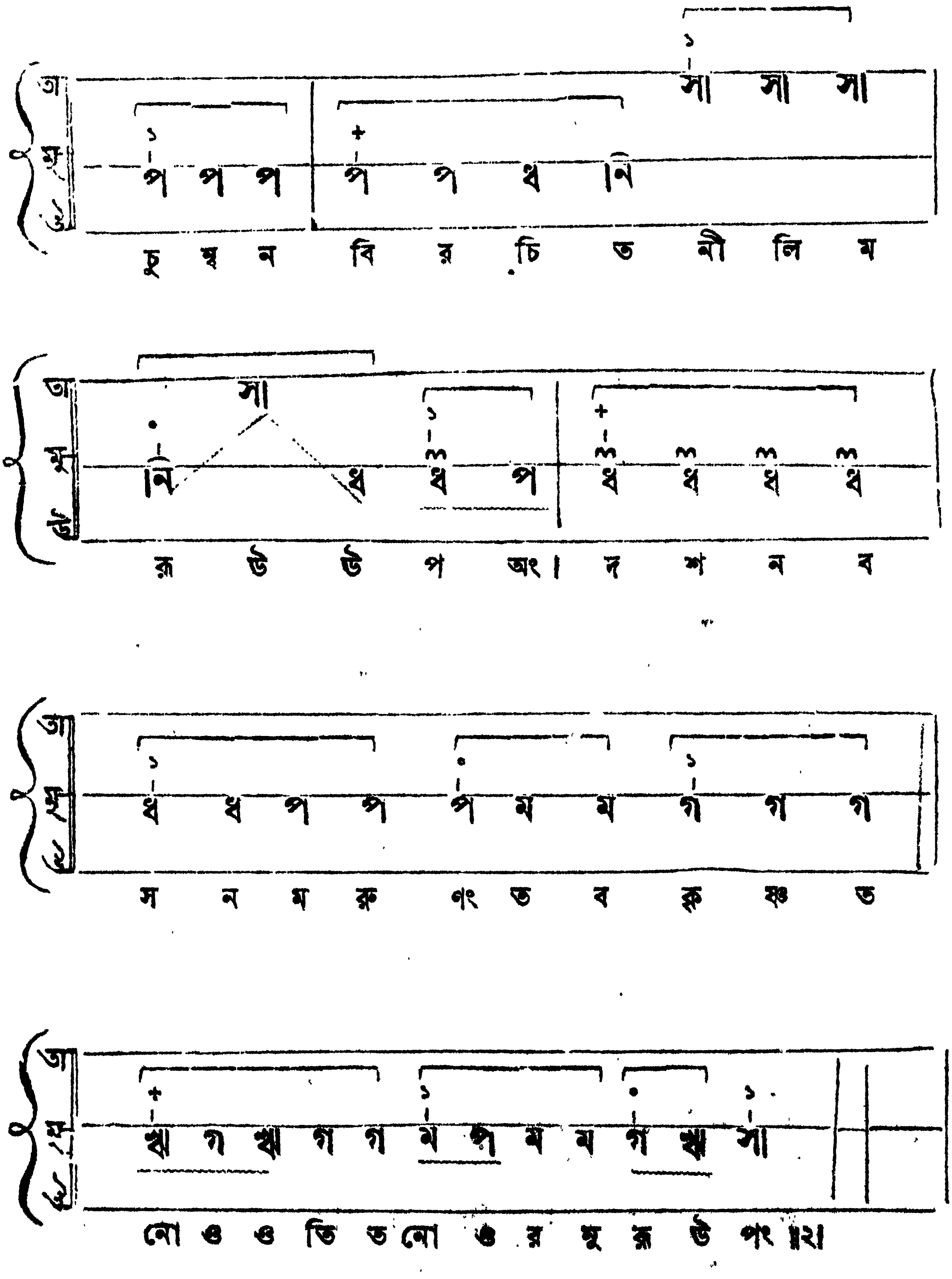

গ গ ঋ ঋ গ প প ধ
য় ন ম নু র। আ গ মি


সা সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ সা সা সা
নি
ব স্ফু ট মু দি ত র স্যা অ ভি নি


নি নি ধ প প প ধ নি
যে শ অ অং॥ হ রি হ রি॥

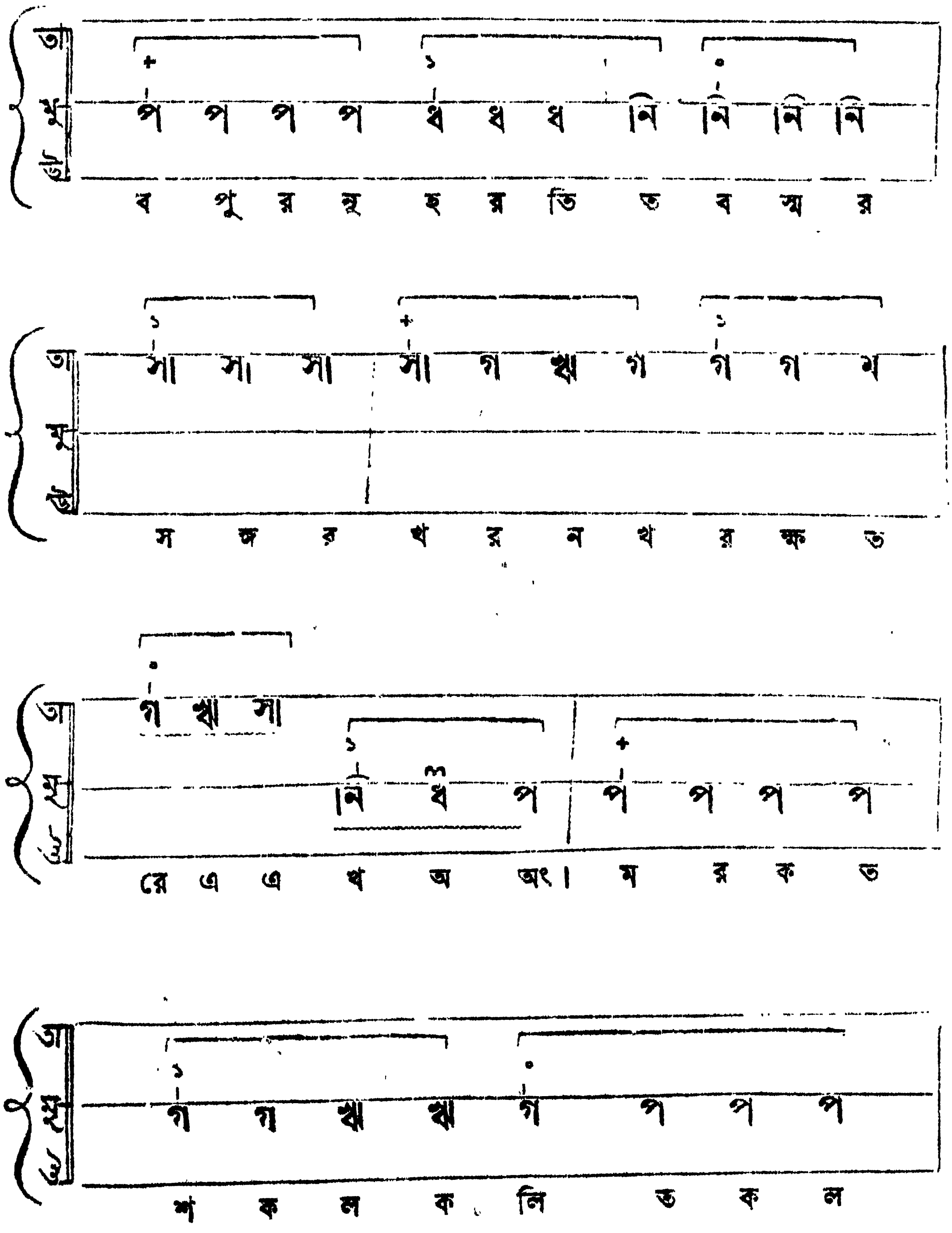
সঞ্চারী।

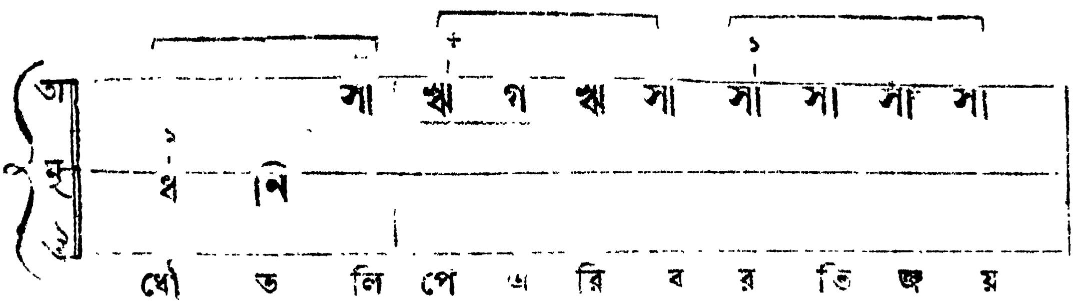

সা সা সা প প প প প প প
ক জ্জ ল ম লি ন বি লো চ ন

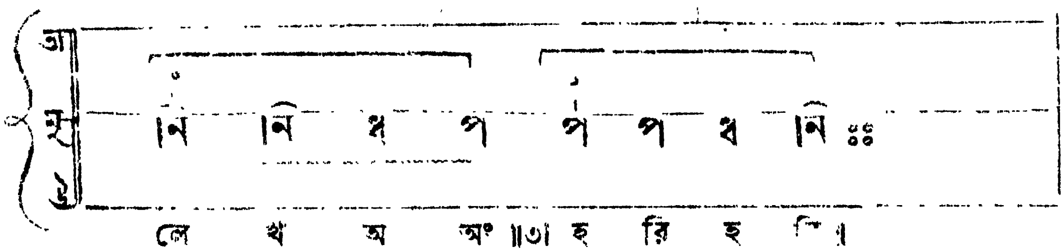


সা সা সা
প প প প প ধ নি
চু ম্ব ন বি র চি ত নী লি ম
সা
নি ধ ধ প ধ ধ ধ ধ
উ উ প অং। দ শ ন ব
ধ ধ প প প ম ম গ গ গ
স ন ম ণং ত ব
গ গ গ ম ম ম গ সা
নো ও ও তি ত নো ও র উ পং ॥২॥

আভোগ।


তা
মু
উ
প প প প ধ ধ ধ নি নি নি নি
ব পু র ন্থ হ র তি ত ব স্ম র
সা সা সা সা গ ঋ গ গ গ গ
স ঙ্গ র খ র ন খ র ক্ষ ত
গ ঋ সা
নি ধ প প প প প
রে এ এ থ অ অং। ম র ক ত
আ
গ গ ঋ ঋ গ প প প
শ ক ল ক লি ত ক ল





চরণ কমল গলদলক্তসিক্ত মিদংতব হৃদয় মুদারং ।
দর্শয়তীব বহির্ম্মদনদ্রুমনবকিশলয় পরিবারং ॥৪॥
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং ।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহতব বপুরেতদভেদং ॥৫॥
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনং ।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনং ॥৬॥
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রং ।
প্রথয়তি পুতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রং ॥৭॥
শ্রীজয়দেব ভণিতরতি বঞ্চিত খণ্ডিত যুবতি বিলাপং ।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপং ॥৮॥

উপরোক্ত সুরানুসারে গেয়।

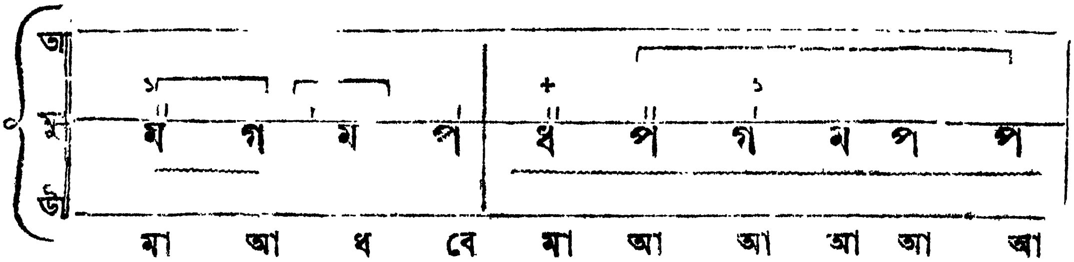
(১৯)

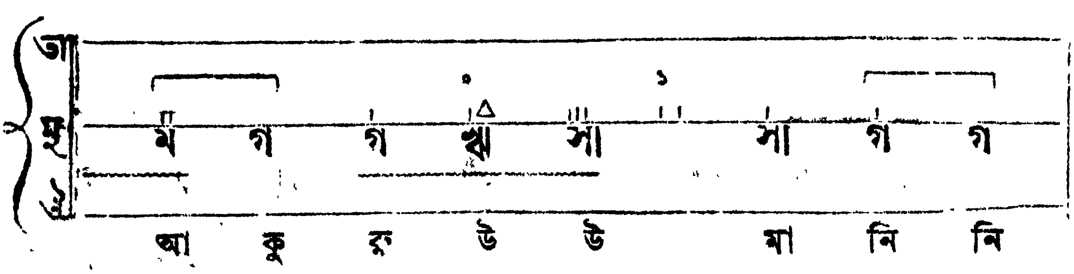
কলিঙ্গড়া * (ঋ, ম, নি।) সম্পূর্ণ।

ঢিমা তেতালা।

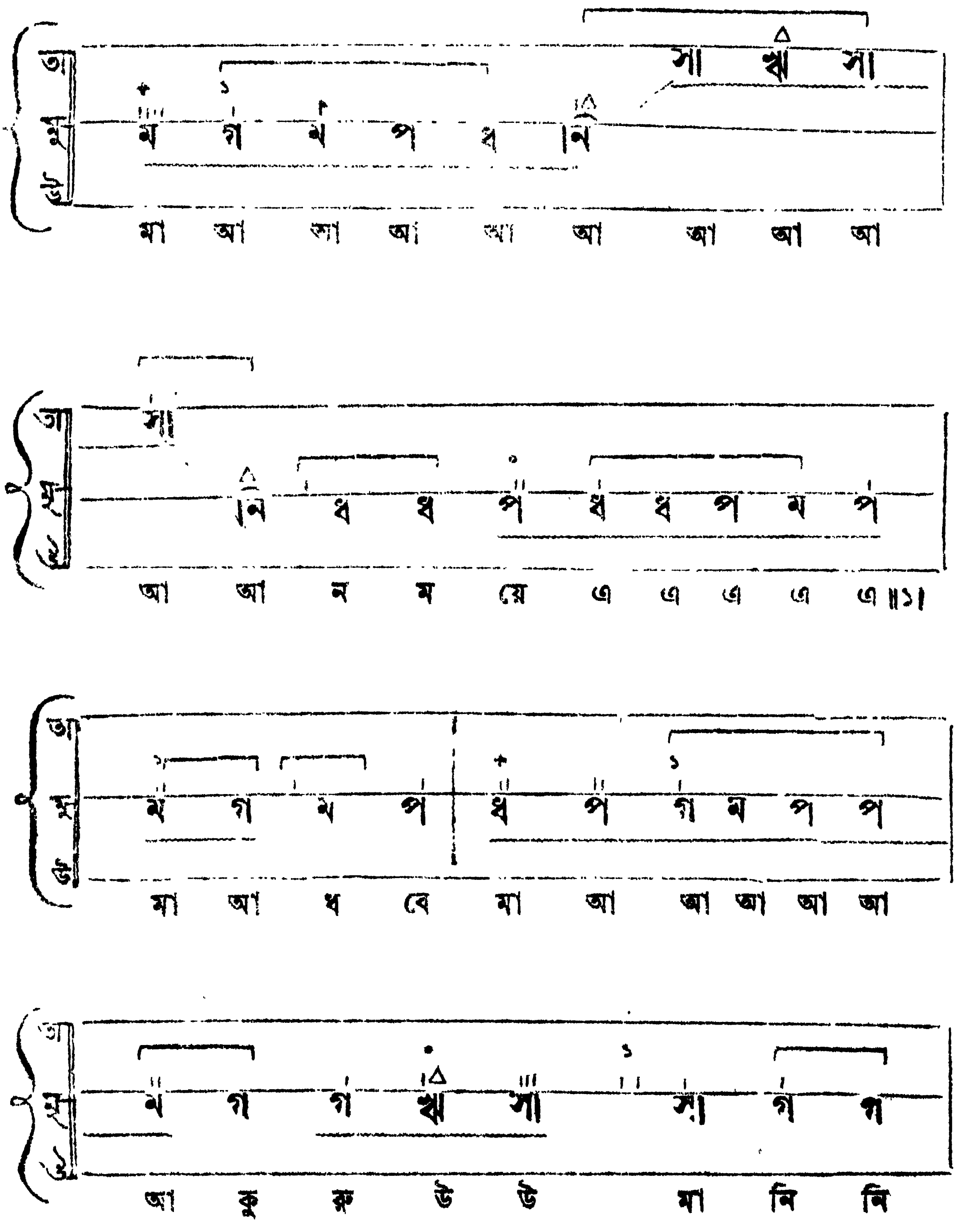
হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥১।
তালফলাদপি গুরুমতি সরসং।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসং ॥২।
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরং।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরং॥৩।

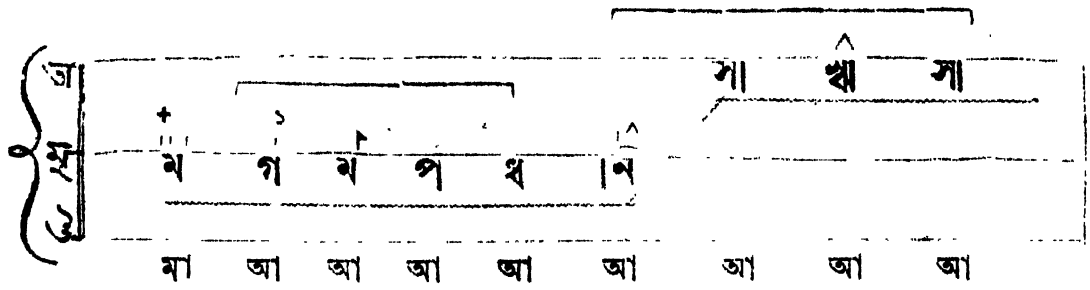
আস্থায়ী।

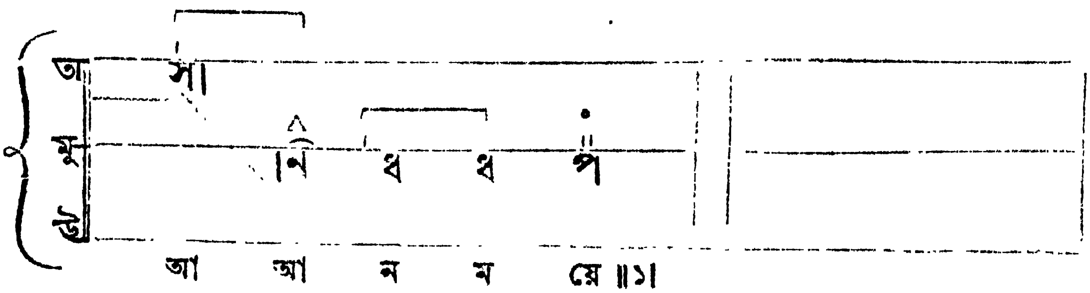




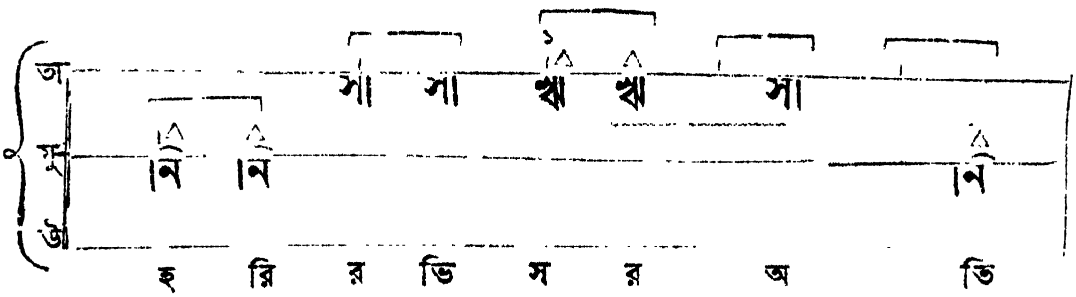
* রামকিরী এবং পরাজিকা মিশ্রণে কলিঙ্গড়া বা কালাংড়ার উৎপত্তি।

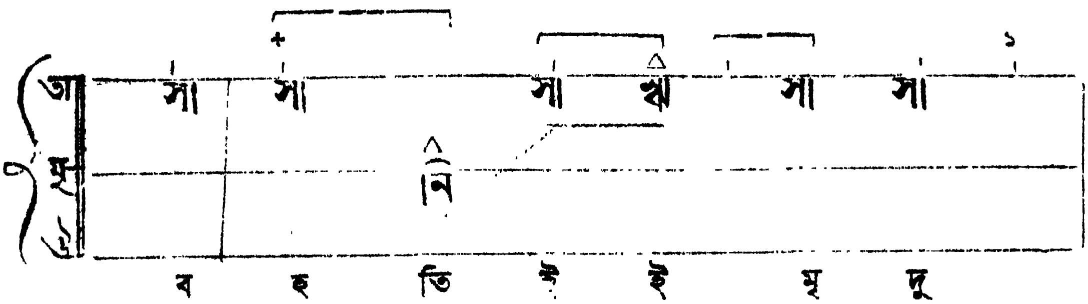

তা
মু
উ
সা ঋ সা
ম গ ম প ধ নি
মা আ আ আ আ আ আ আ আ
সা
নি ধ ধ প ধ ধ প ম প
আ আ ন ম য়ে এ এ এ এ এ ॥১।
ম গ ম প ধ প গ ম প প
মা আ ধ বে মা আ আ আ আ আ
ম গ গ ঋ সা সা গ গ
আ কু রু উ উ মা নি নি

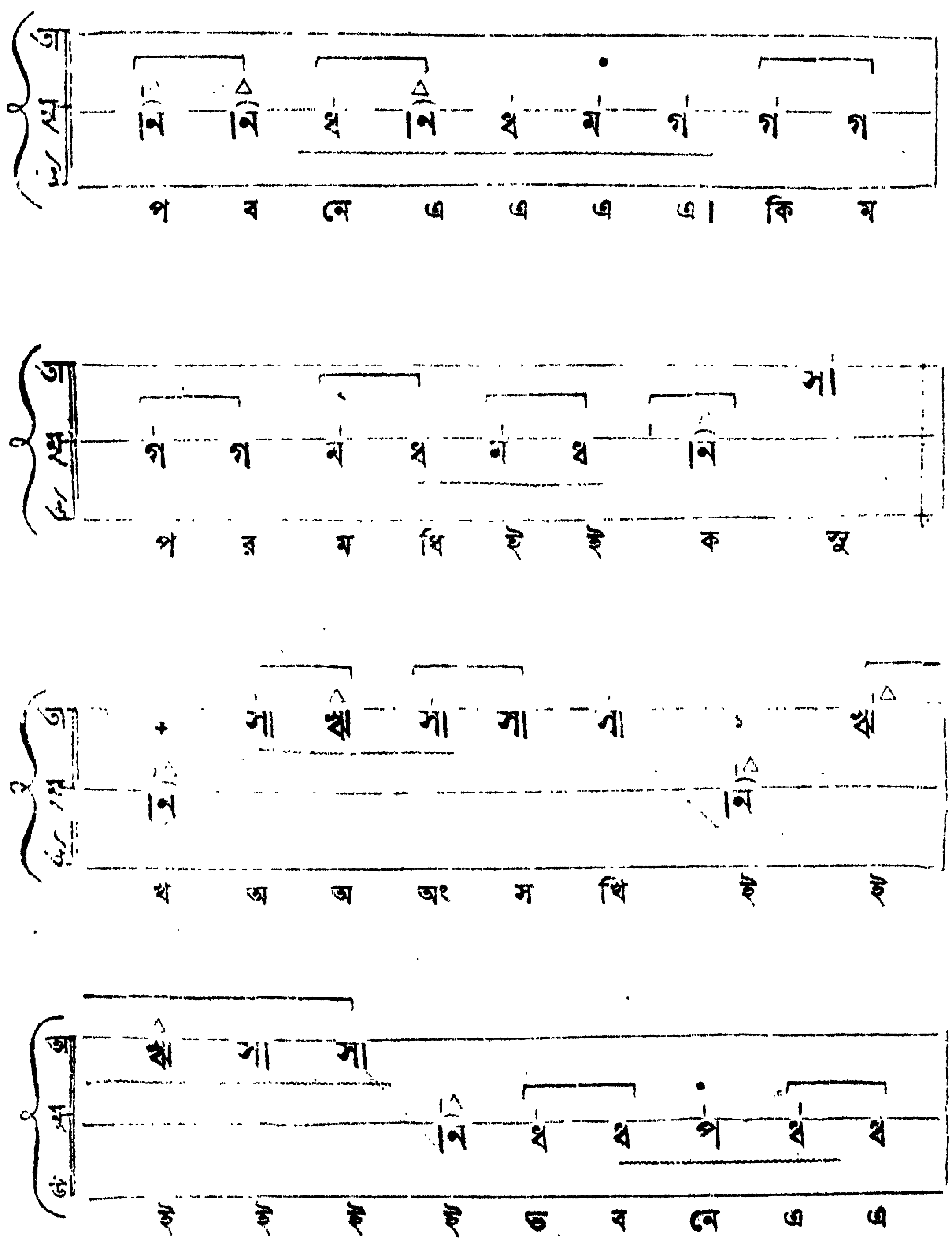


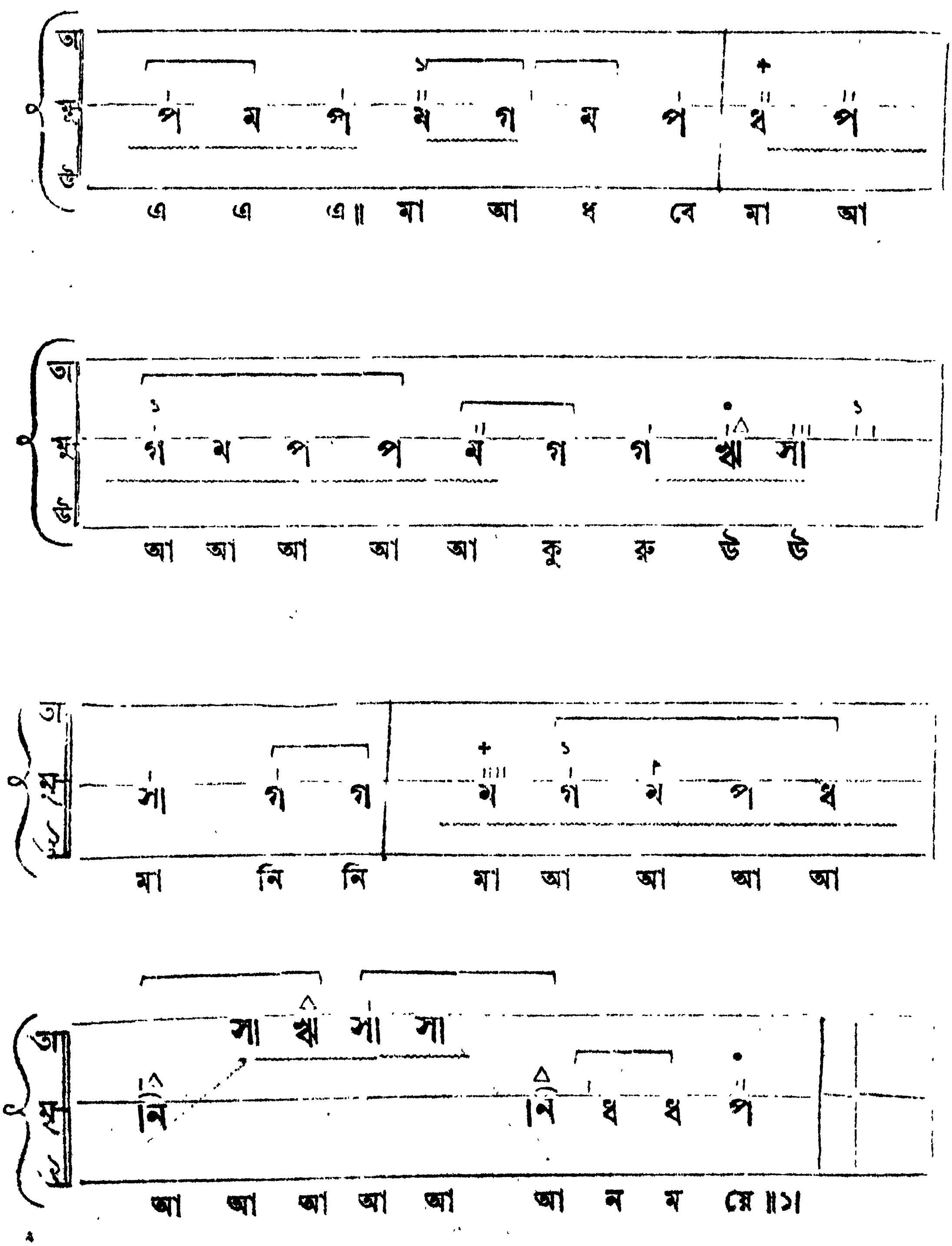


অন্তরা।

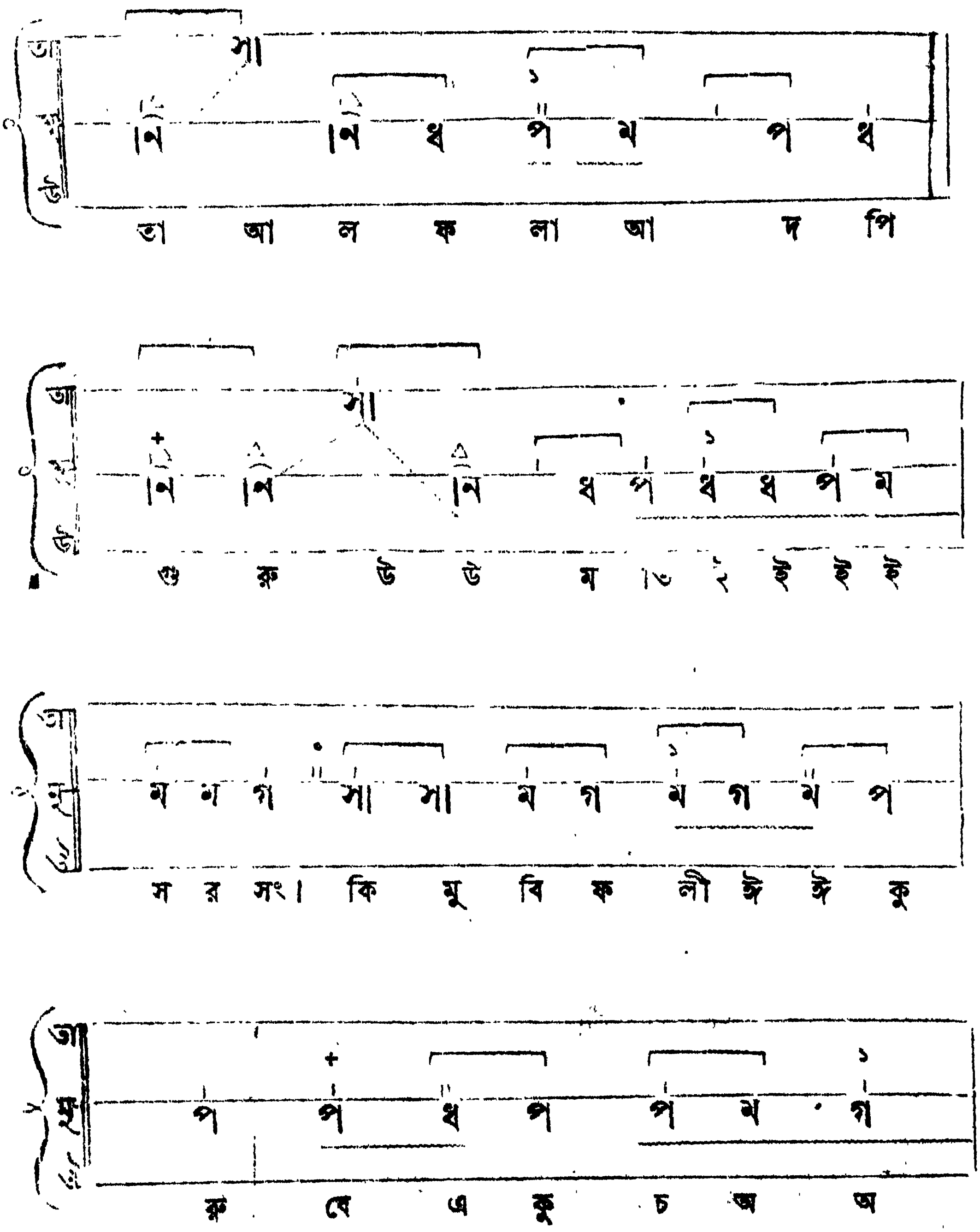


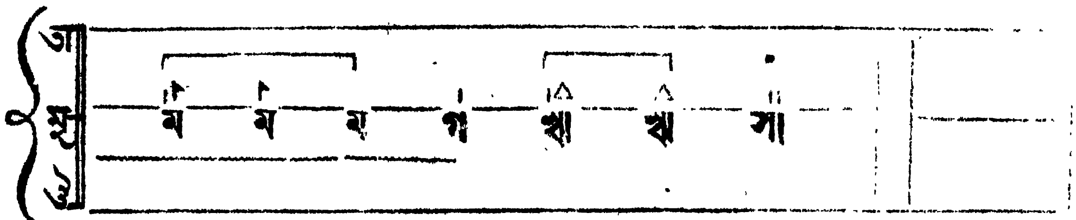



প ব নে এ এ এ এ। কি ম
প র ম ধি ই ই ক সু
খ অ অ অং স খি ই ই
ই ই ই ই ভ ব নে এ এ

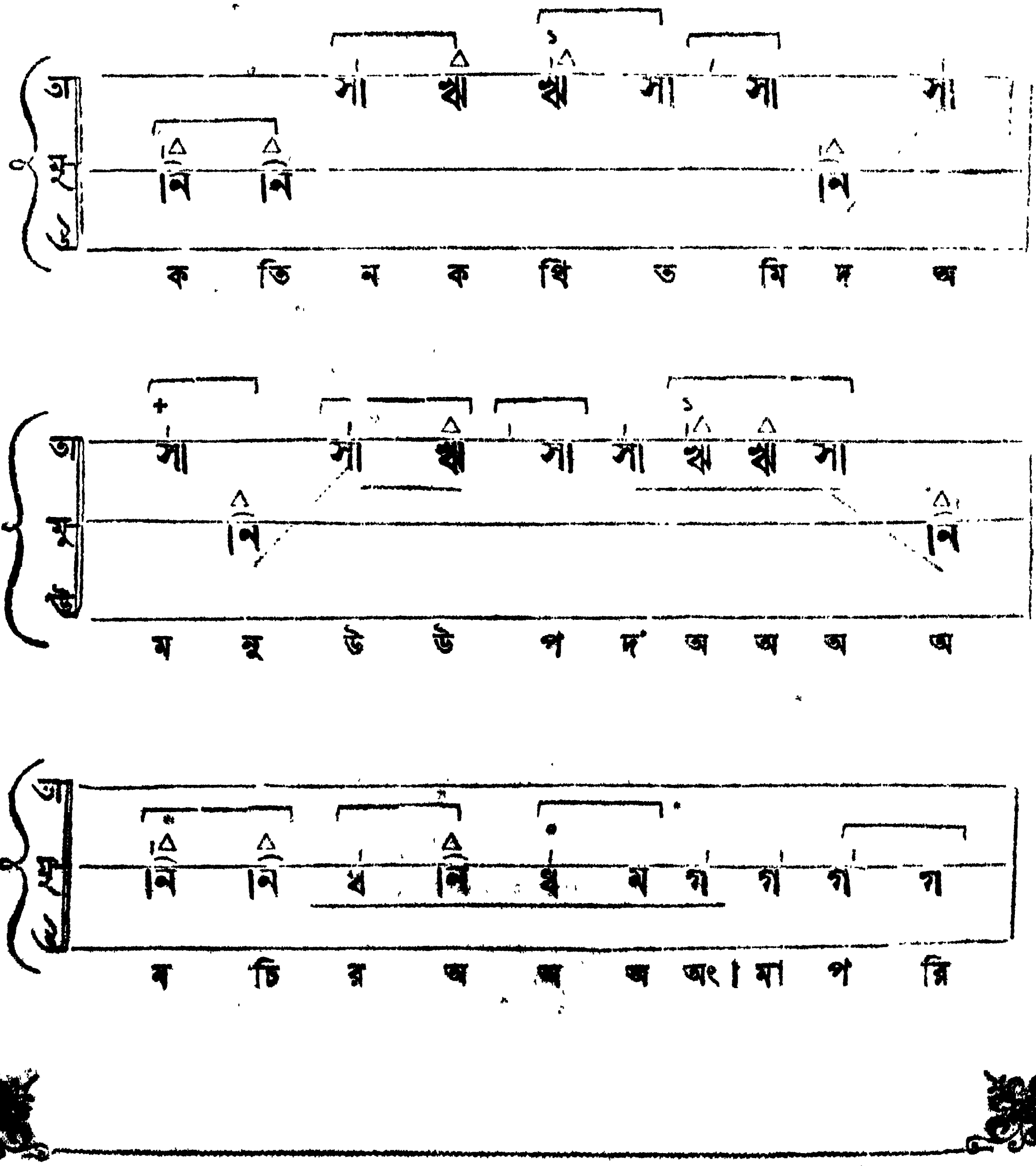

এ এ এ॥ মা আ ধ বে মা আ
আ আ আ আ আ কু রু উ উ
মা নি নি মা আ আ আ আ
আ আ আ আ আ আ ন ম য়ে ॥১।

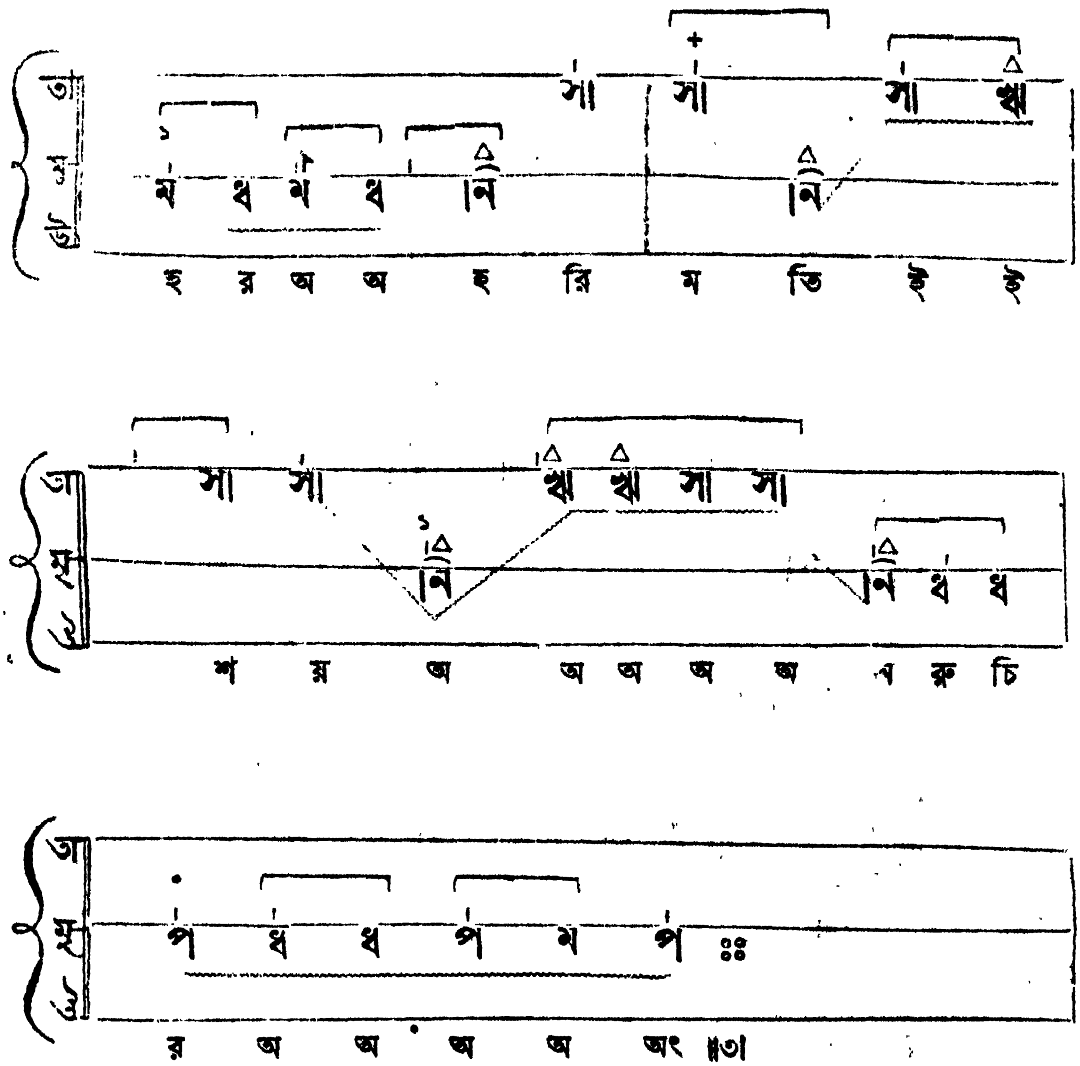
সঞ্চারী।





আভোগ।





কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।

বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥৪॥

সজলনলিনিদলশীতল শয়নে।

হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥৫॥

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদং।
শৃণু মম বচন মনীহিত ভেদং ॥৬॥
হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরং।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতি বিধুরং ॥৭॥
শ্রীজয়দেব ভণিত মতিললিতং।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতং ॥৮॥

পূর্ব্ব লিখিত সুরযোগে এই কএকটী শ্লোকও গান করা যাইবে।

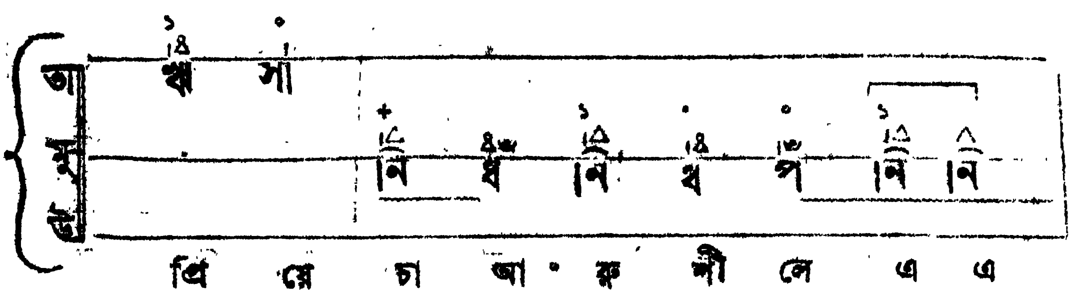
(২০)

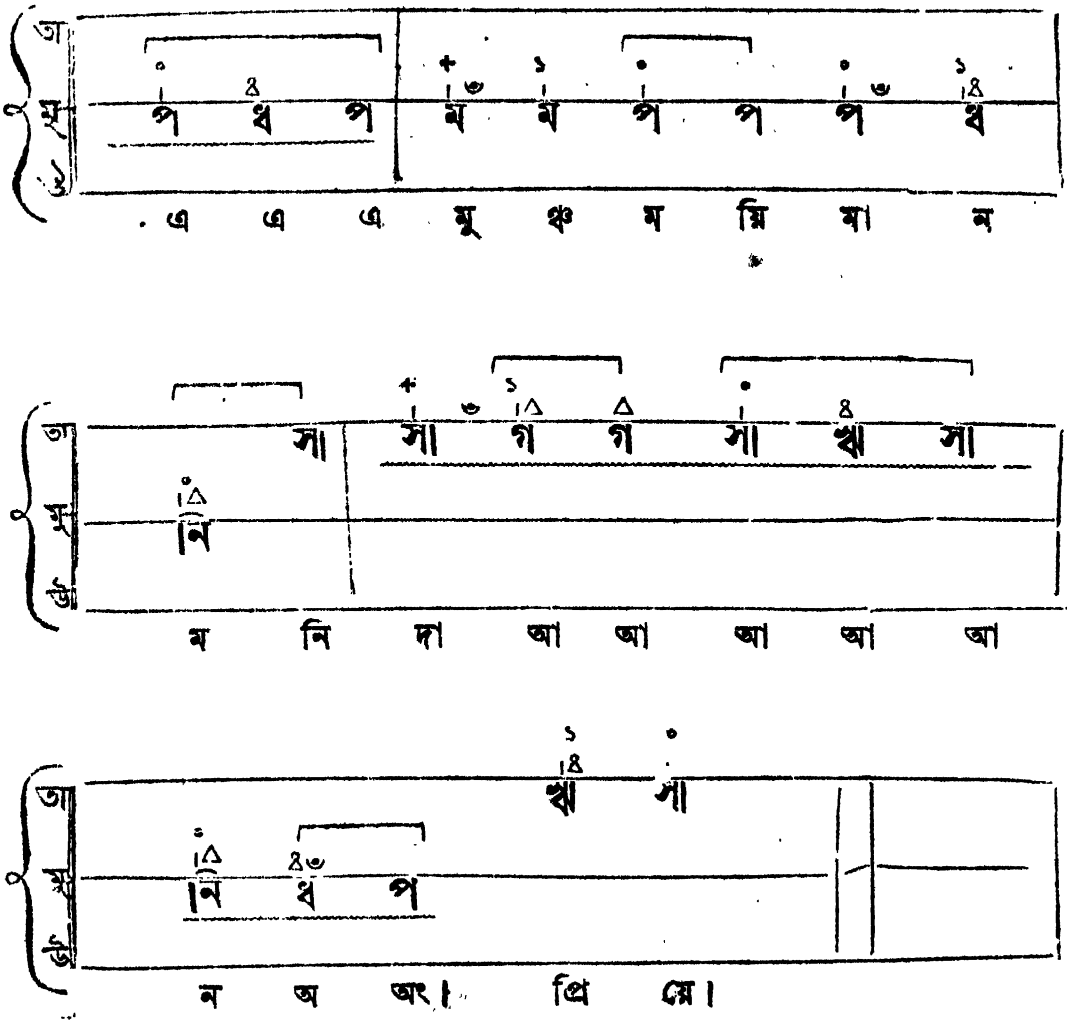
ভৈরবী (ঋ, গ, ধ, নি) সম্পূর্ণ।

ঝাঁপতাল।

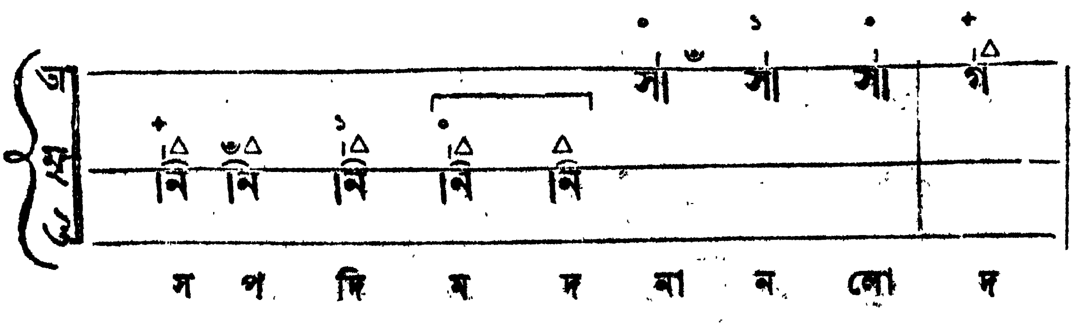
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ কমল মধুপানং ॥
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী।
হরতি দরতিমির মতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥১॥

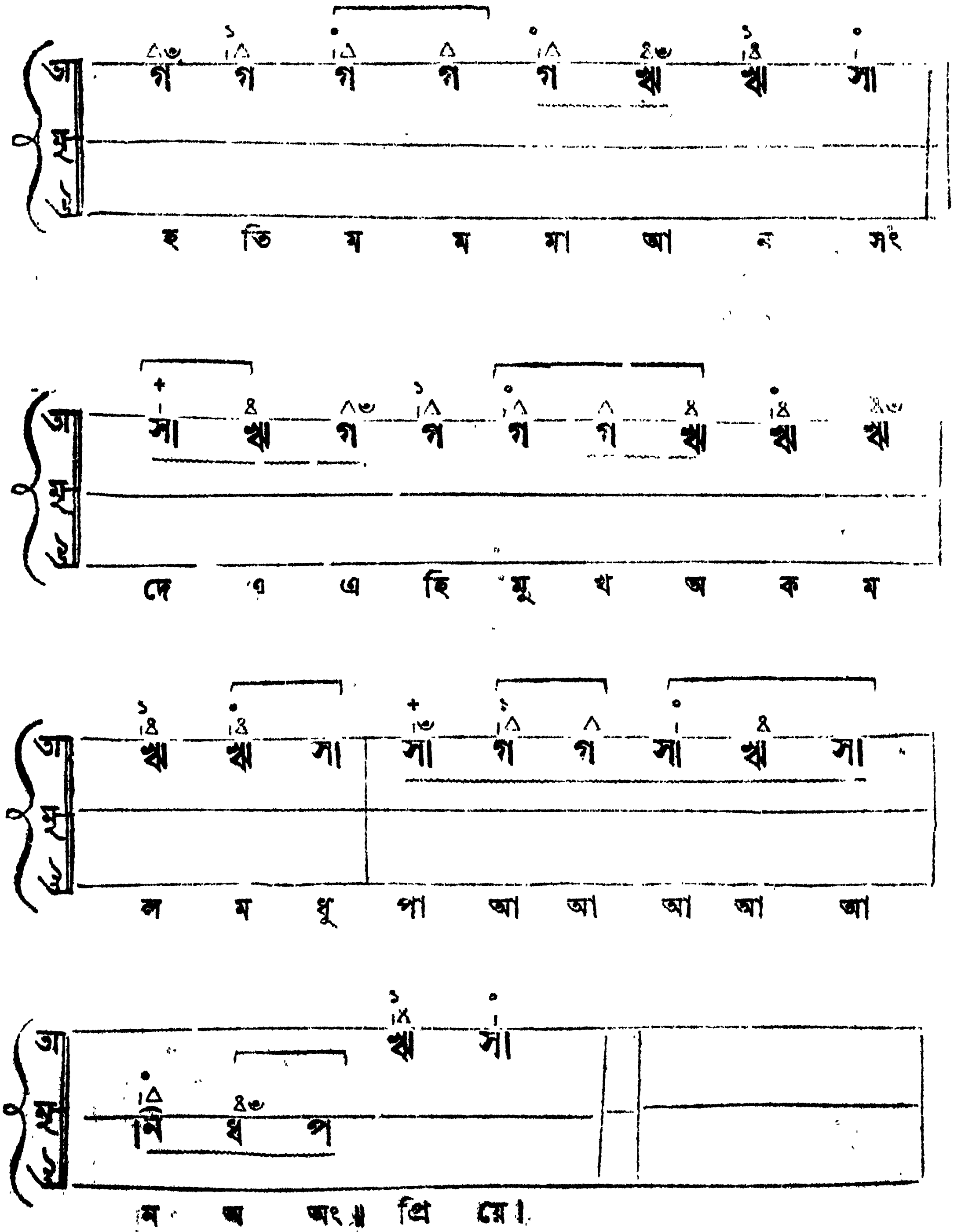
আস্থায়ী।



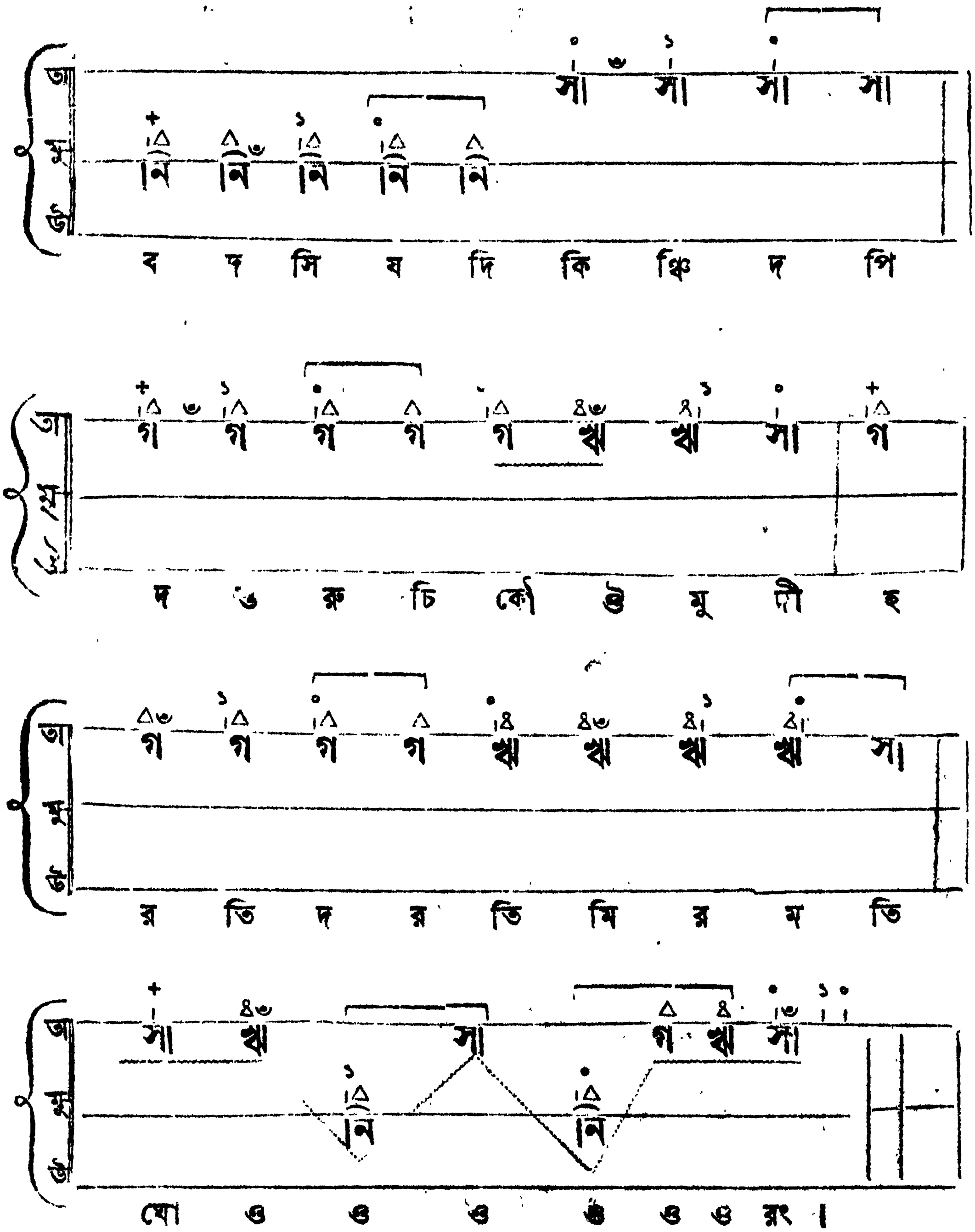


অন্তরা।

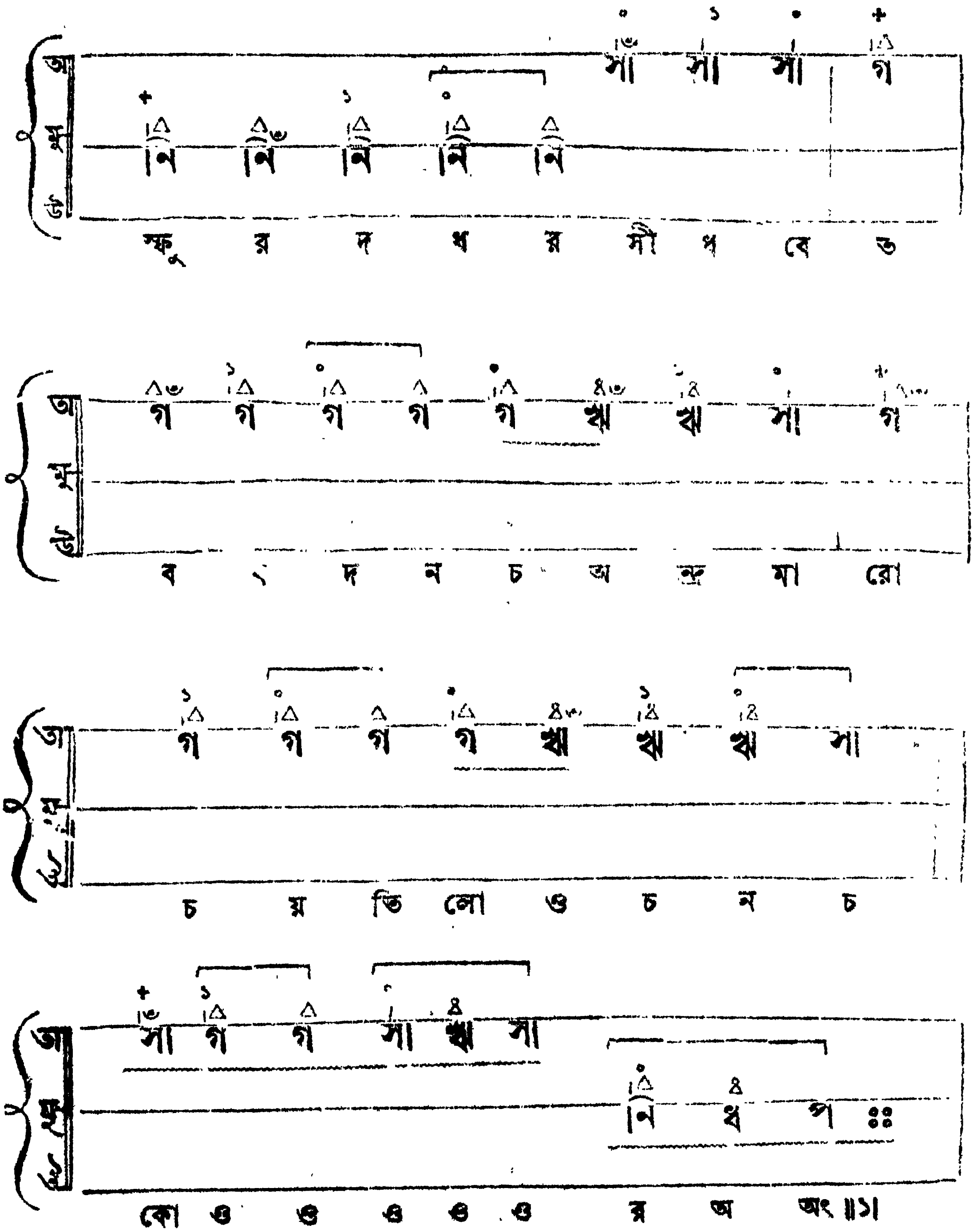



হ তি ম ম মা আ ন সং
দে এ এ হি মু খ অ ক ম
ল ম ধু পা আ আ আ আ আ
ম অ অং॥ প্রি য়ে।

সঞ্চারী।



আভোগ।



সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়ন শরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং ॥২॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং ॥৩॥
নীল নলিনা ভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়সি কোকনদরূপং।
কুসুমশরবাণ ভরেণ যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণ মিদমেতদনুরূপং ॥৪॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয় দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘন মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং ॥৫॥
স্থলকমল গঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনং
জনিত রতিরঙ্গ পরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্ত করাগং ॥৬॥
স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন কদনানলোহরতু
তদুপাহিত বিকারং ॥৭॥
ইতি চটুলচাটু পটু চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি বচন জাতং।
জয়তি পদ্মাবতী রমণ জয়দেব কবি
ভারতী ভণিত মতি শাতং ॥৮॥
এই শ্লোকগুলি পূর্ব্বোক্ত সুরানুসারে গান করিবে।

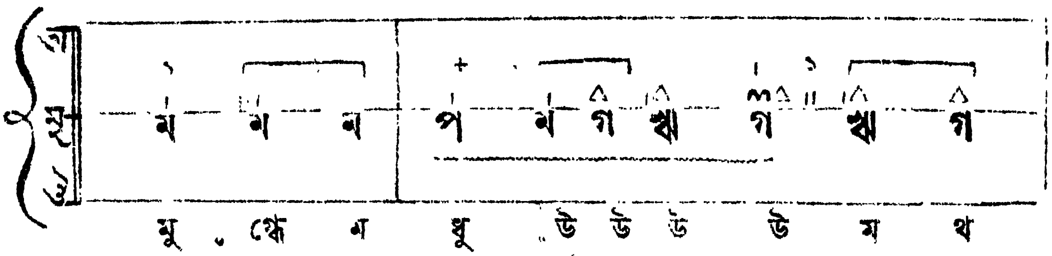
(২১)

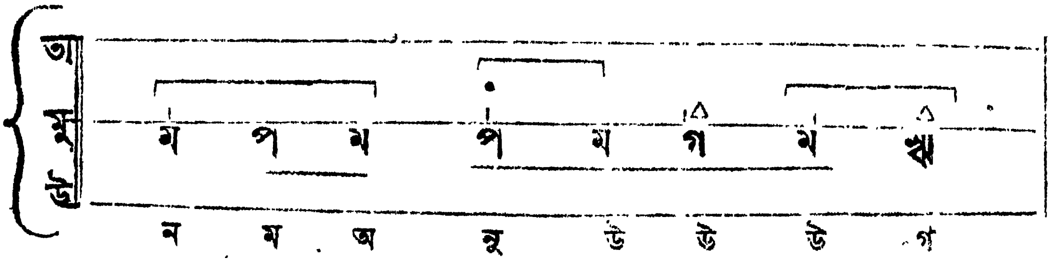
বাগীশ্বরী (ঋ, গ, ধ, নি।) সম্পূর্ণ।

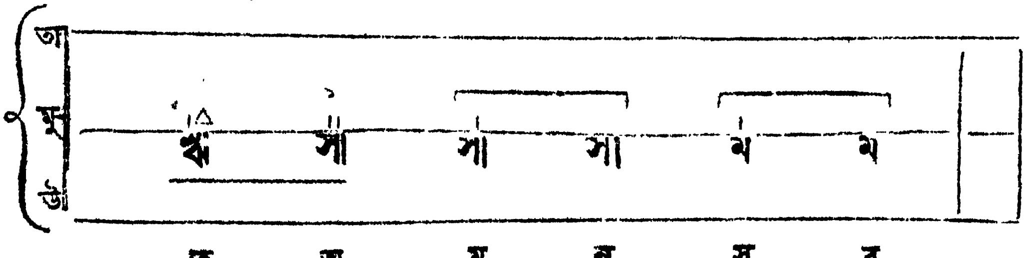
টিমা তেতালা।

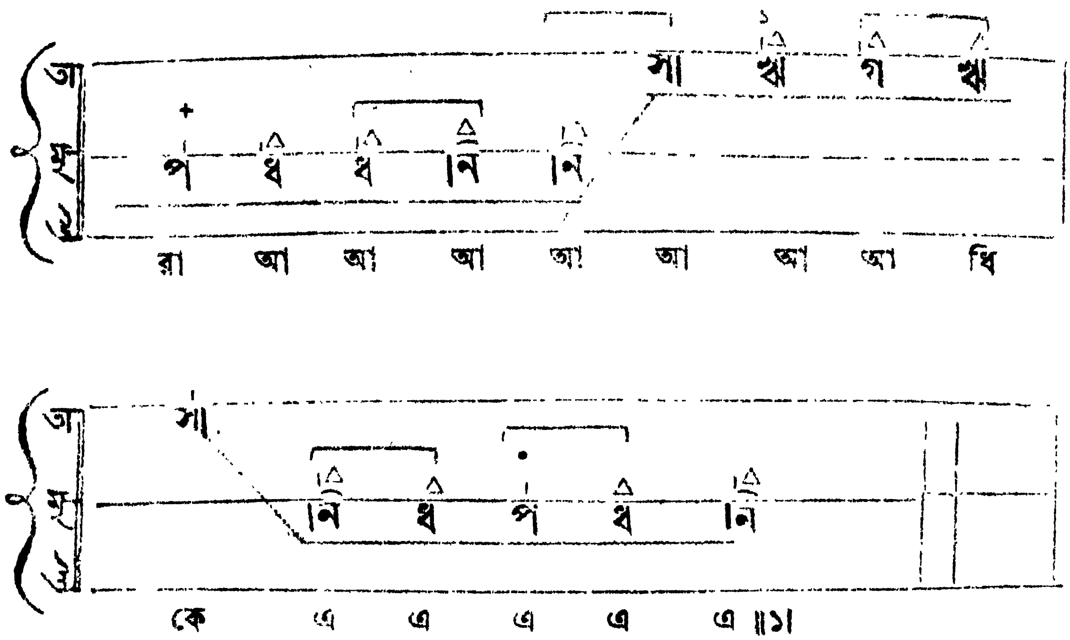
বিরচিত চাটুবচনরচনং চরণে রচিত প্রণিপাতং।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতং॥
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে॥ ১।

আস্থায়ী।

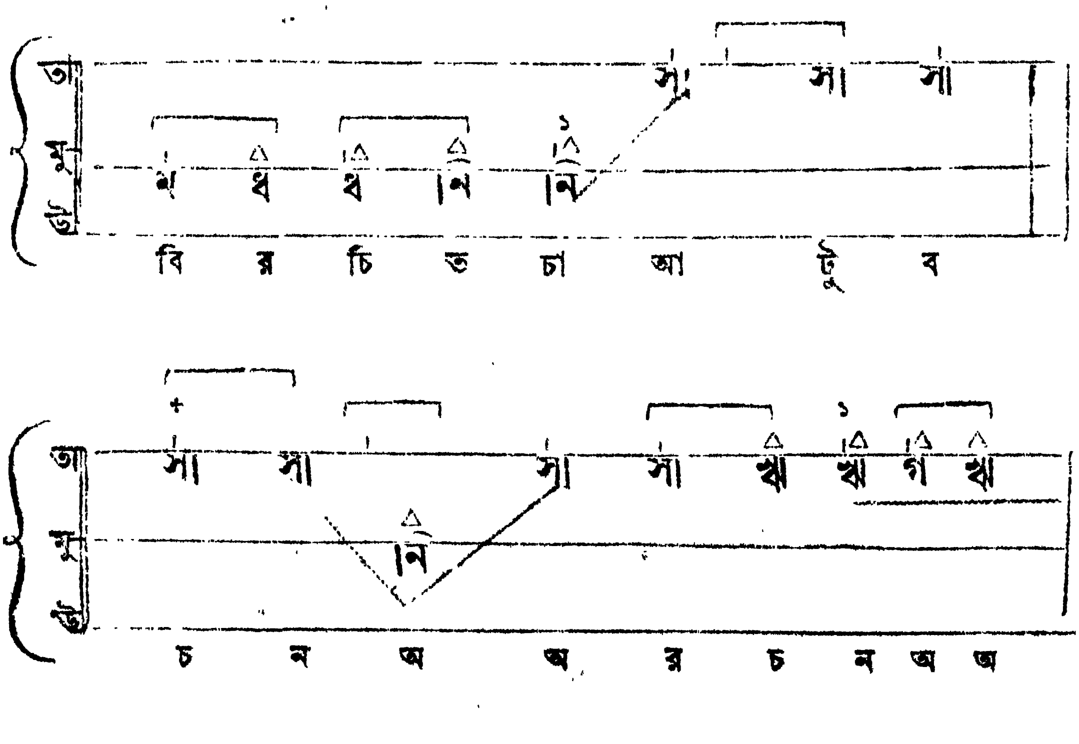


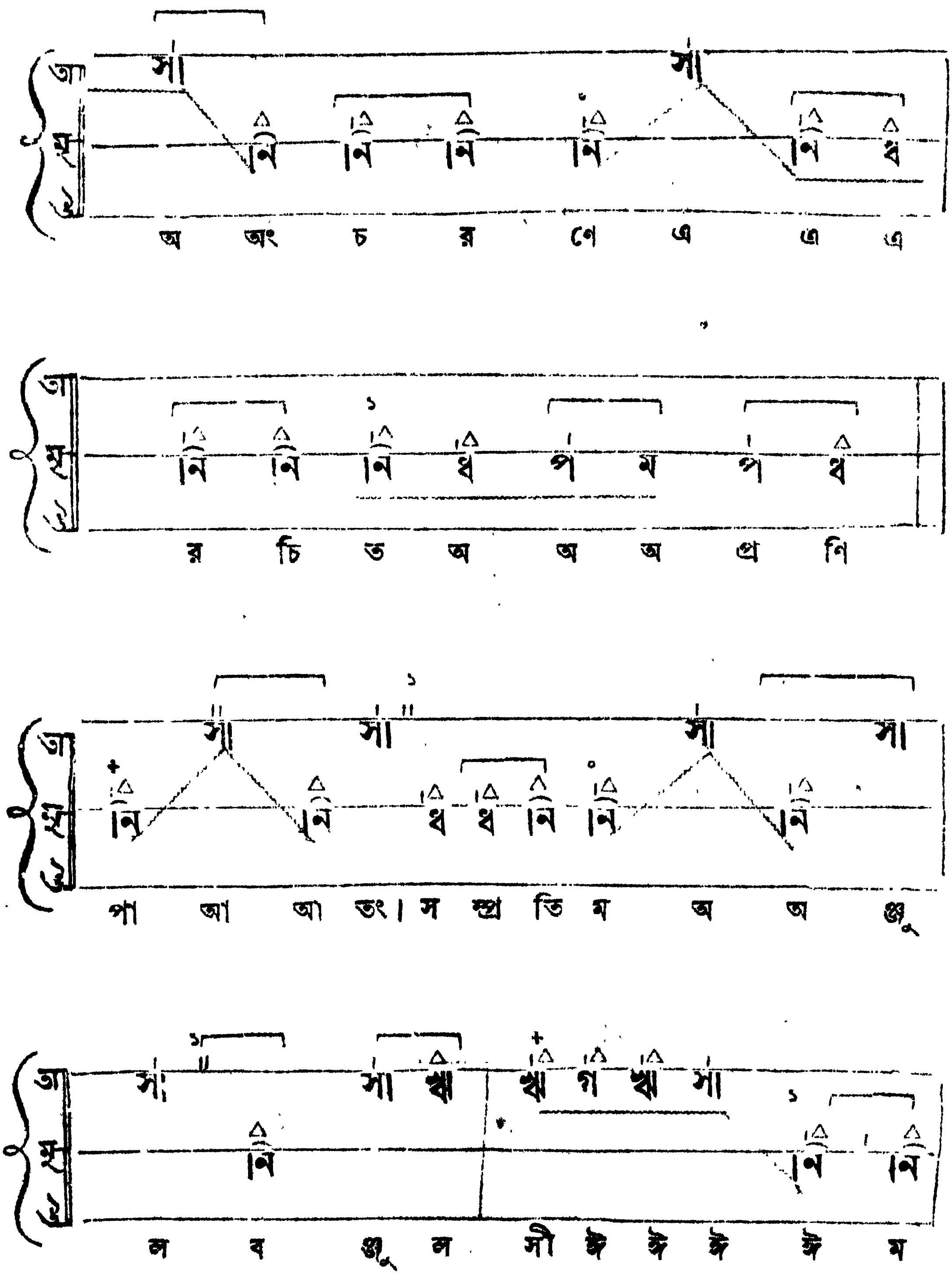


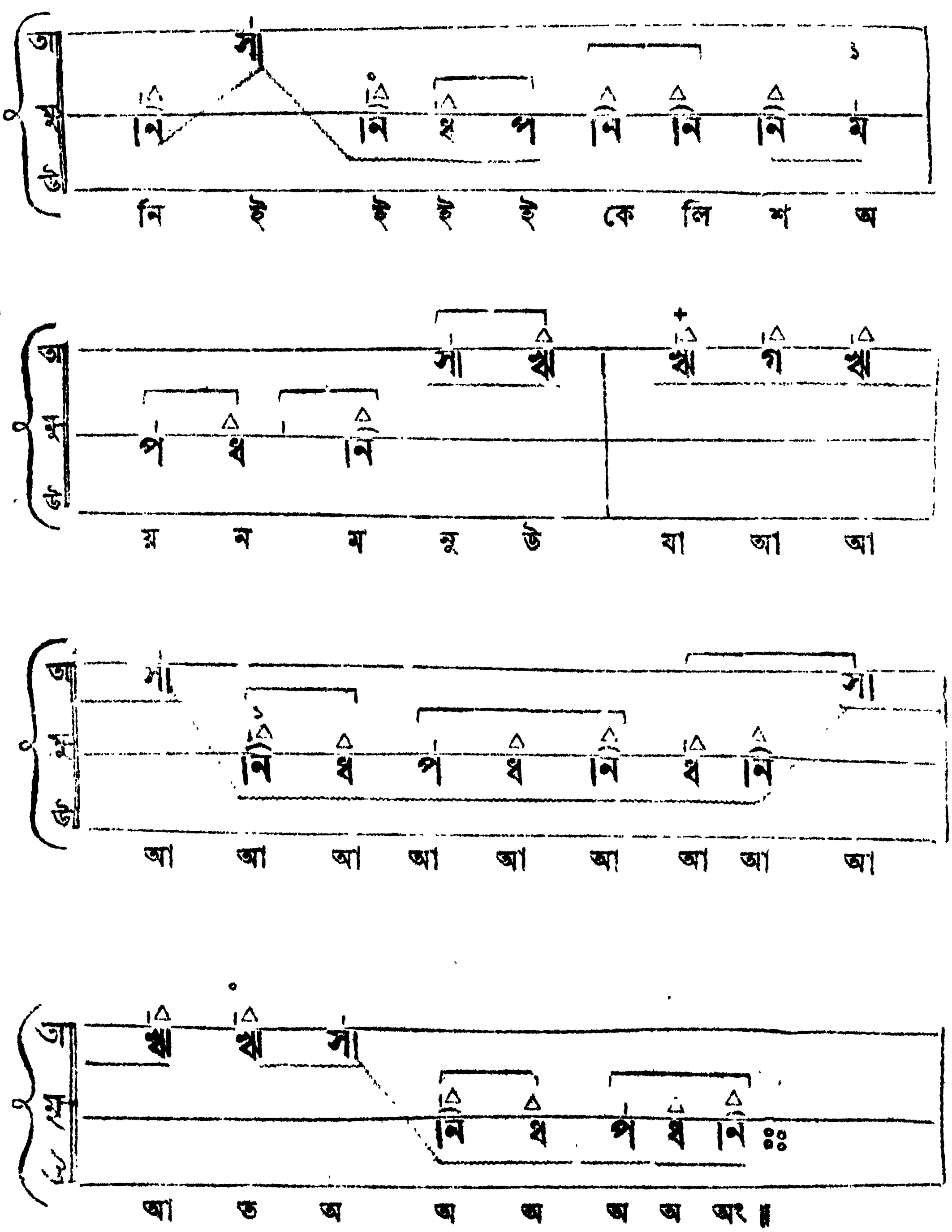




অন্তরা।




অ অং চ র ণে এ এ এ
র চি ত অ অ অ প্র নি
পা আ আ তং। স ম্প্র তি ম অ অ ঞ্জু
ল ব ঞ্জু ল সী ঈ ঈ ঈ ঈ ম


নি ই ই ই ই কে লি শ অ
য় ন ম নু উ যা আ আ
আ আ আ আ আ আ আ আ আ
আ ত অ অ অ অ অ অং ॥

ঘনজঘনস্তন ভারভরে দরমন্থরচরণ বিহারং।
মুখরিত মণি মঞ্জীর মুপৈহি বিধেহি মরালনিকারং ॥ ২।
শৃণু রমণীয়তরং তরুণী জন মোহন মধুরিপুরাবং।
কুসুমশরাসন শাসন বন্দিনি পিকনিকরে ভজভাবং ॥ ৩।
অনিল তরল কিশলয় নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বং।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতিমুঞ্চ বিলম্বং ॥ ৪।
স্ফুরিত মনঙ্গ তরঙ্গ বশাদিব সূচিত হরি পরিরম্ভং।
পৃচ্ছ মনোহরহার বিমল জলধার মমুংকুচকুম্ভং ॥ ৫।
অধিগত মখিল সখী ভিরিদং তব বপুরাপ রতিরণ সজ্জং।
চণ্ডি রণিতরসনারব ডিণ্ডিম মভিসর সরসমলজ্জং ॥ ৬।
স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখী মবলম্ব্য সলীলং।
চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতি শীলং ॥ ৭।
শ্রীজয়দেব ভণিত মধরী কৃত হার মুদাসিত বামং।
হরি বিনিহিত মনসামধি তিষ্ঠতু কণ্ঠতটী মবিরামং ॥ ৮।

পূর্ব্বোক্ত সুরানুসারে এই শ্লোক কএকটি গান করিবে।

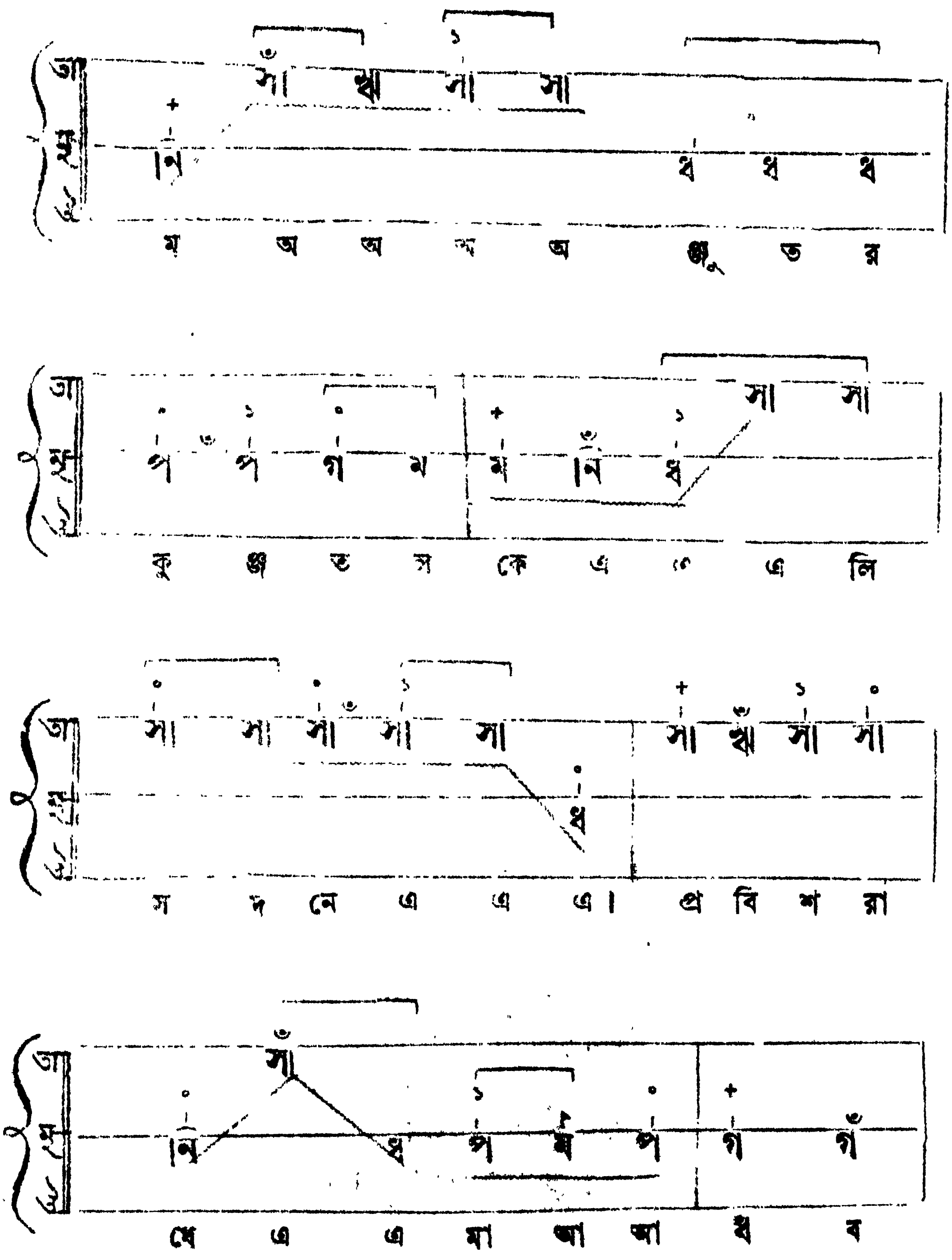
(২২)

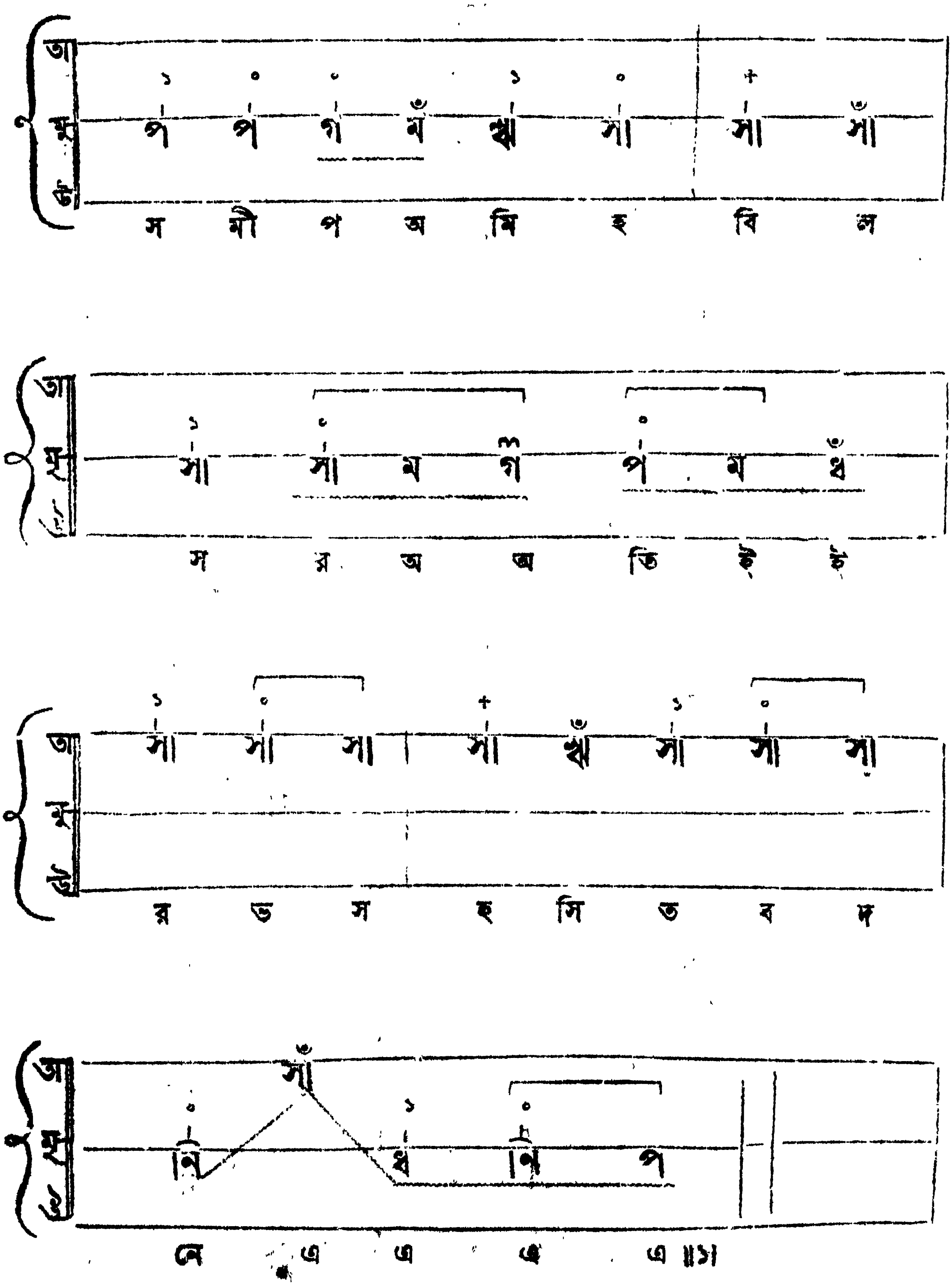
হাম্বিরা (ম,) সম্পূর্ণ।

ঝাঁপতাল।

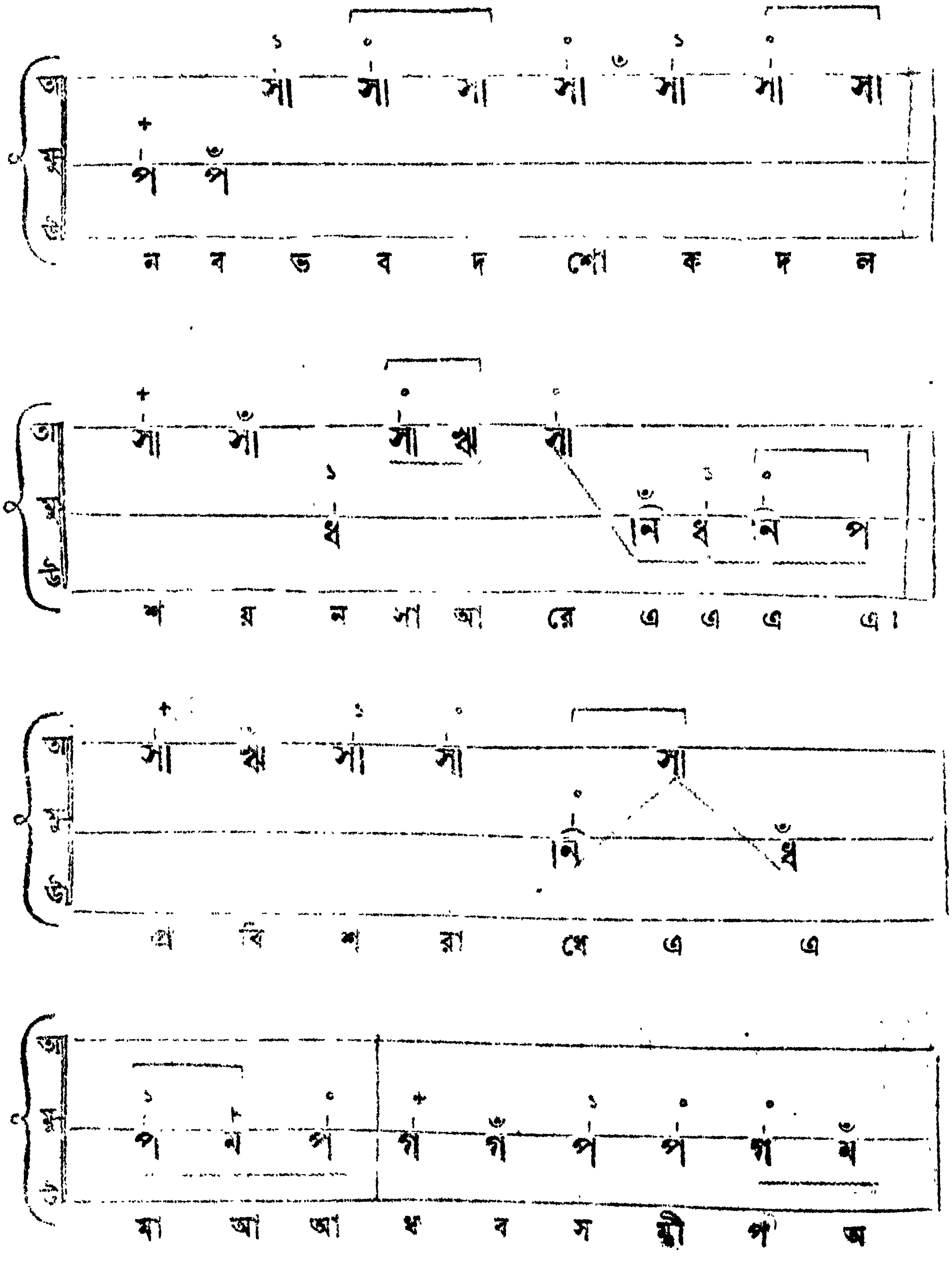
মঞ্জুতর কুঞ্জতলকেলিসদনে।
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ
বিলস রতিরভস হসিত বদনে ॥১।
নবভবদশোকদল শয়নসারে।
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ
বিলস কুচকলসতরলহারে ॥২।

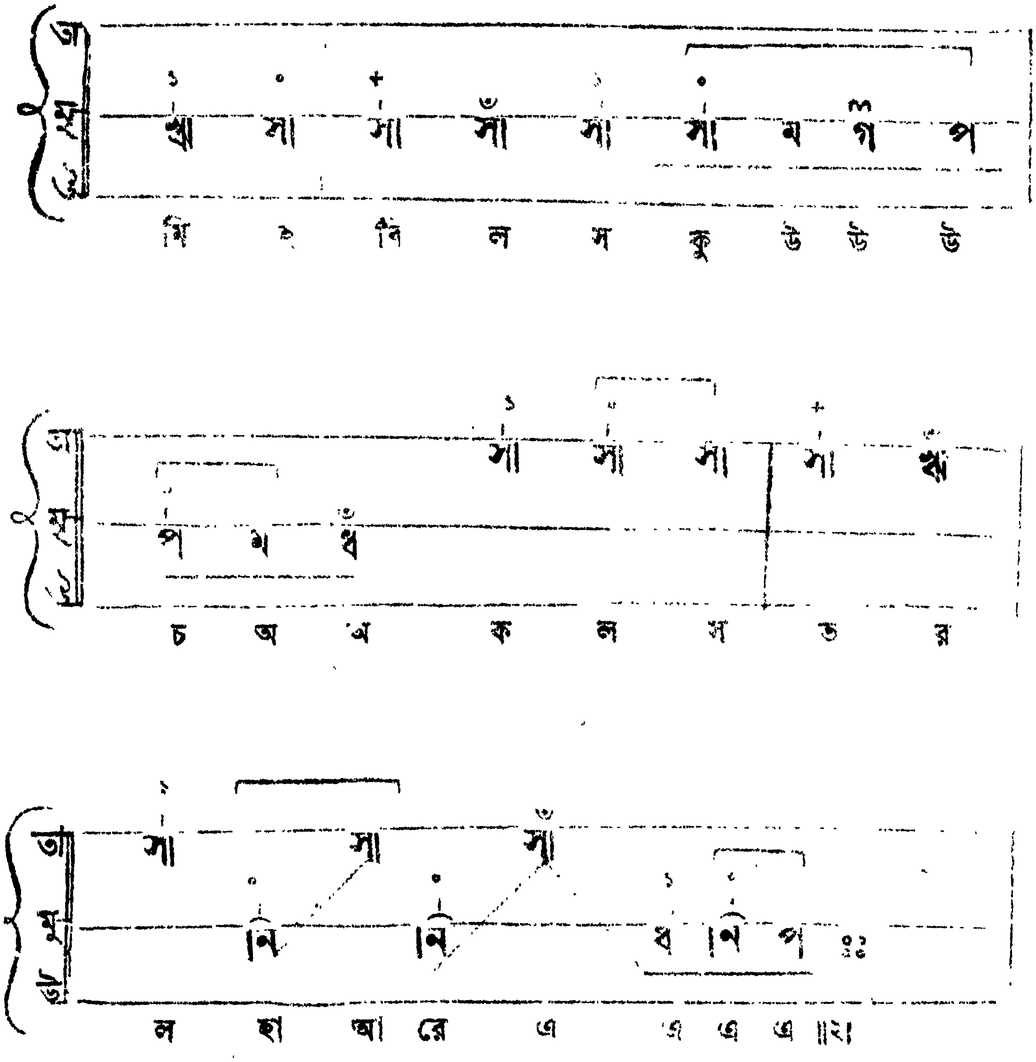
আস্থায়ী।




স মী প অ মি হ বি ল
স র অ অ তি ই ই
র ভ স হ সি ত ব দ
নে এ এ এ এ ॥১॥

অন্তরা।





কুসুমচয় রচিত শুচিবাসগেহে।
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ
বিলস কুসুমসুকুমার দেহে ॥৩।
চলমলয়বন পবনসুরভিশীতে।
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ
বিলস রতি বলিত ললিত গীতে ॥৪।

বিততবহুবল্লিনবপল্লব ঘনে।
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ
বিলস চিরমল সপীনজঘনে ॥৫।
মধুমুদিত মধুপকুল কলিত রাবে।
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ
বিলস মদনরস সরসভাবে ॥৬।
মধুতরলপিকনিকর নিনদমুখরে।
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ
বিলস দশনরুচিরুচির শিখরে ॥৭।
বিহিত পদ্মাবতী সুখ সমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গল শতানি
ভণতি জয়দেব কবিরাজ রাজে ॥৮।

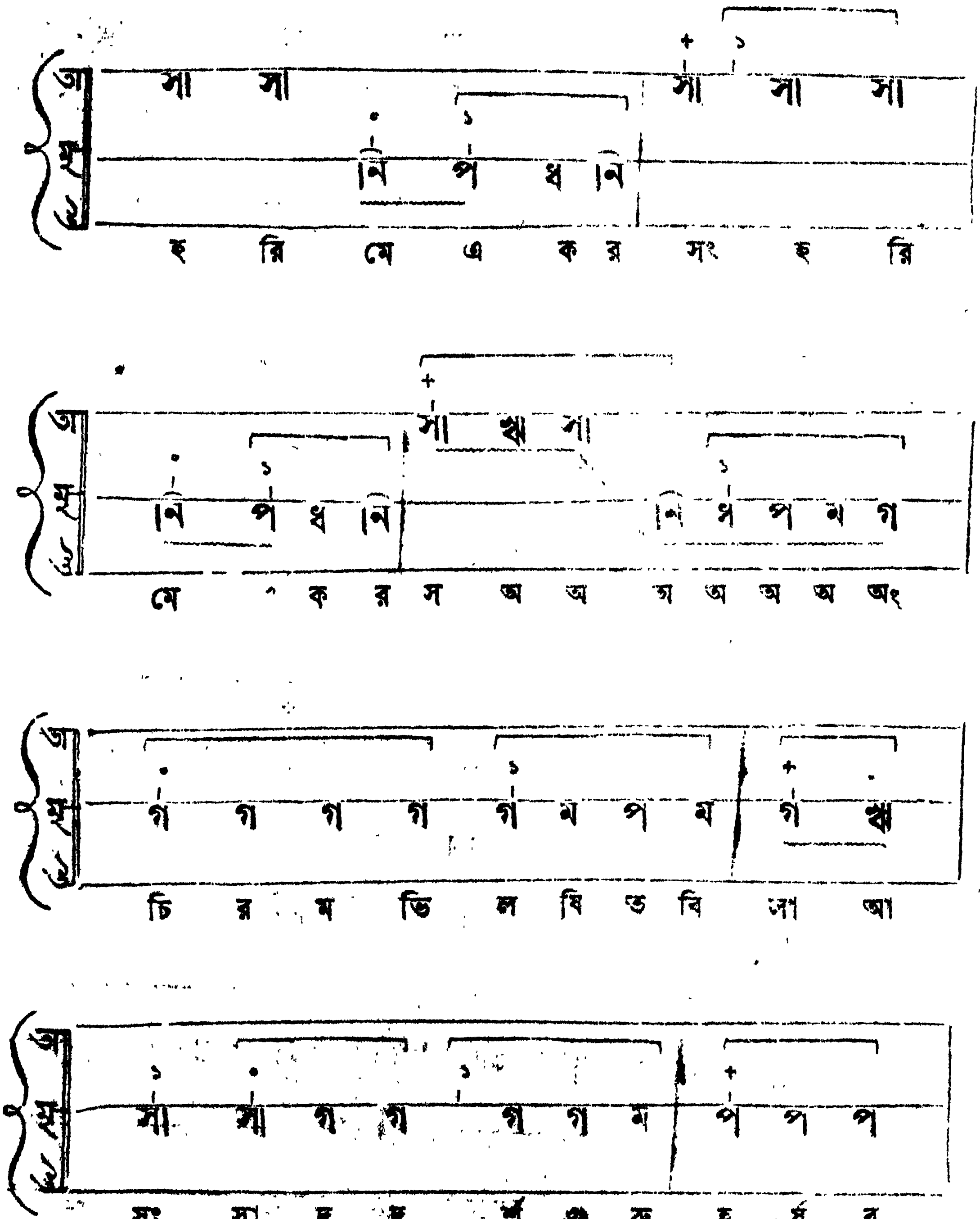
এই শ্লোকগুলি পূর্ব্ব লিখিত সুরযোগে গান করিবে।

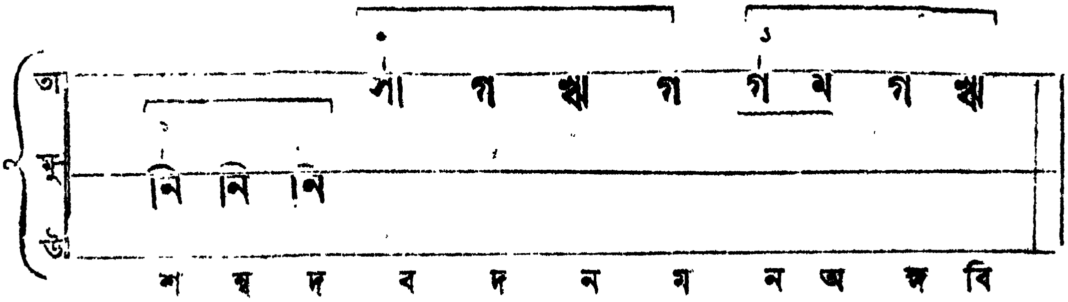
(২৩)

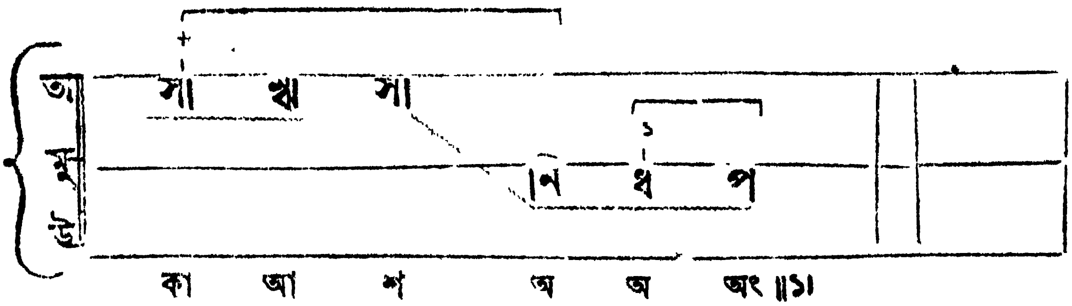
বিহঙ্গড়া সম্পূর্ণ।
তাল কাওয়ালি।

রাধাবদন বিলোকন বিকসিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গং।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল দর্শনতরলিত তুঙ্গতরঙ্গং ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত বিলাসং
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গ বিকাশং ॥১।
হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং।
স্ফুটতর ফেণকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজল পূরং ॥২।
শ্যামলমৃদুল কলেবর মণ্ডল মধিগতগৌরদুকূলং।
নীল নলিনমিব পীত পরাগপটল ভরবলয়িত মূলং ॥৩।

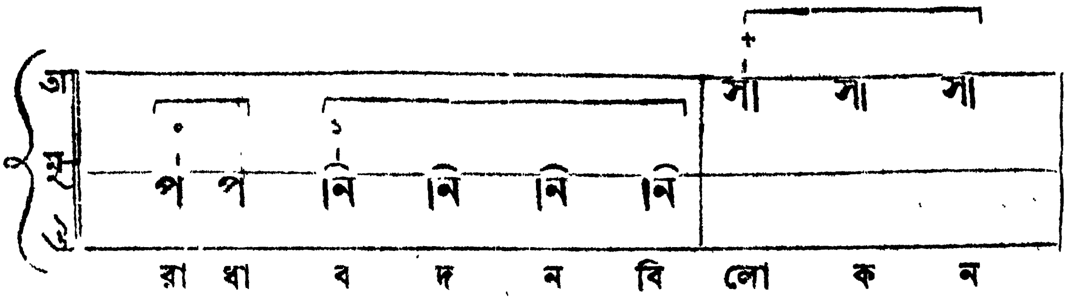
আস্থায়ী।

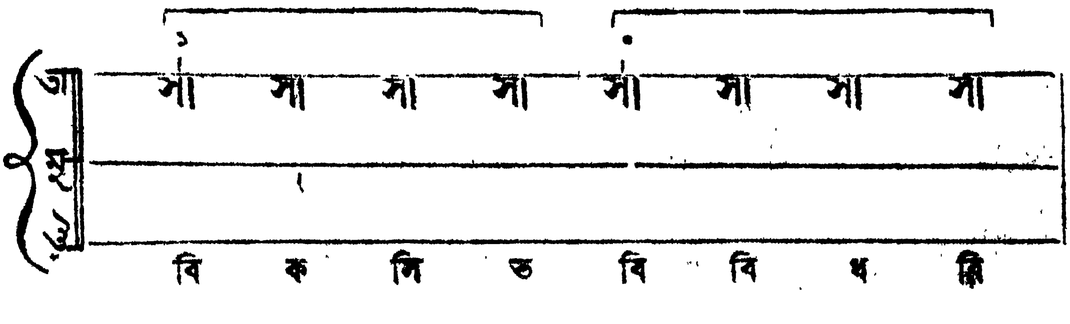


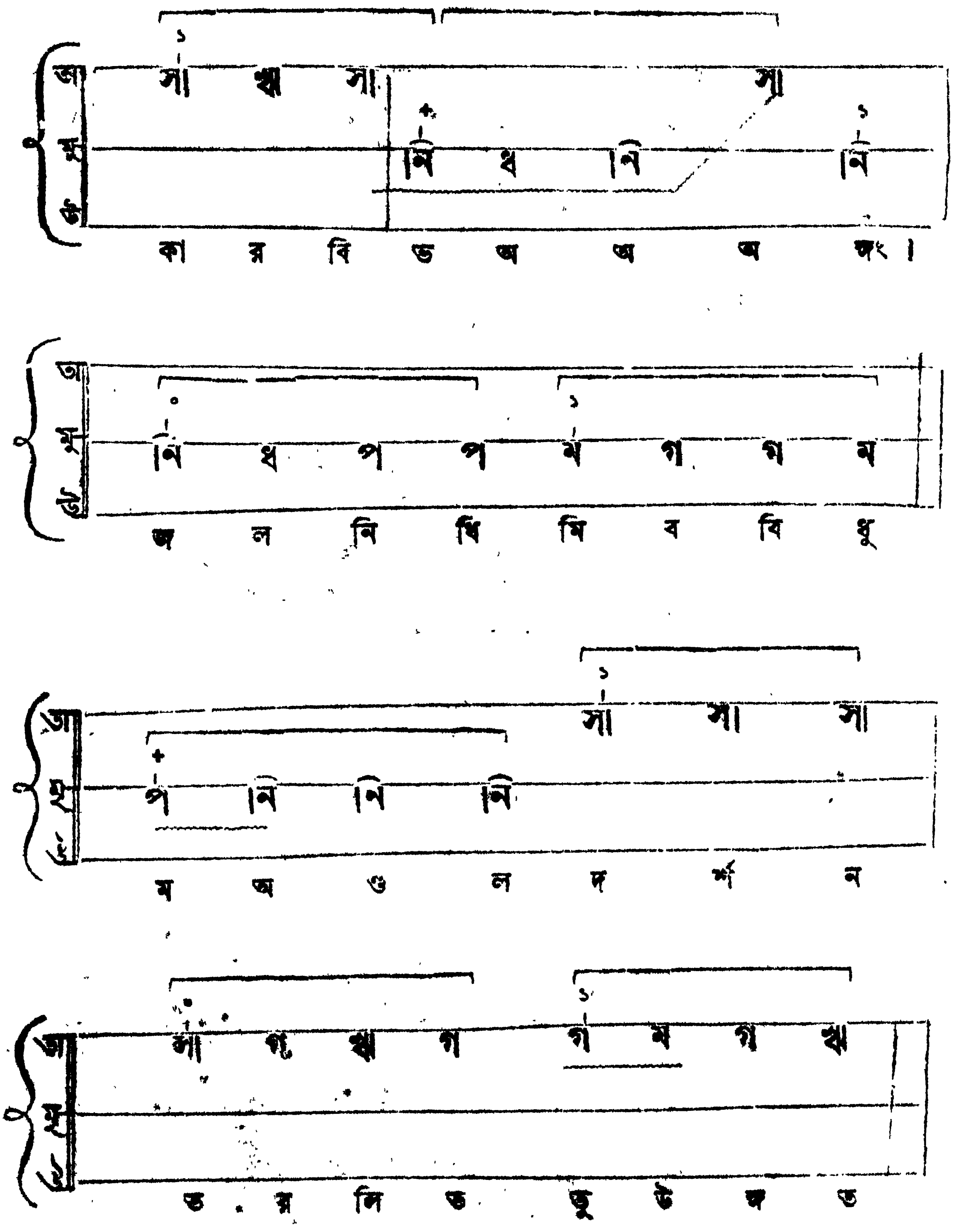

তা
মু
উ
সা গ ঋ গ গ ম গ ঋ
নি নি নি
শ ম্ব দ ব দ ন গ ন অ ঙ্গ বি

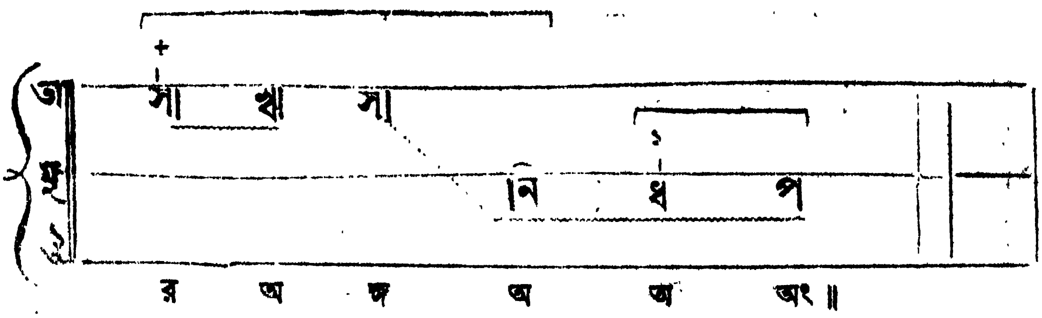

তা
মু
উ
সা ঋ সা
নি ধ প
কা আ শ অ অ অং ॥১।

অন্তরা।

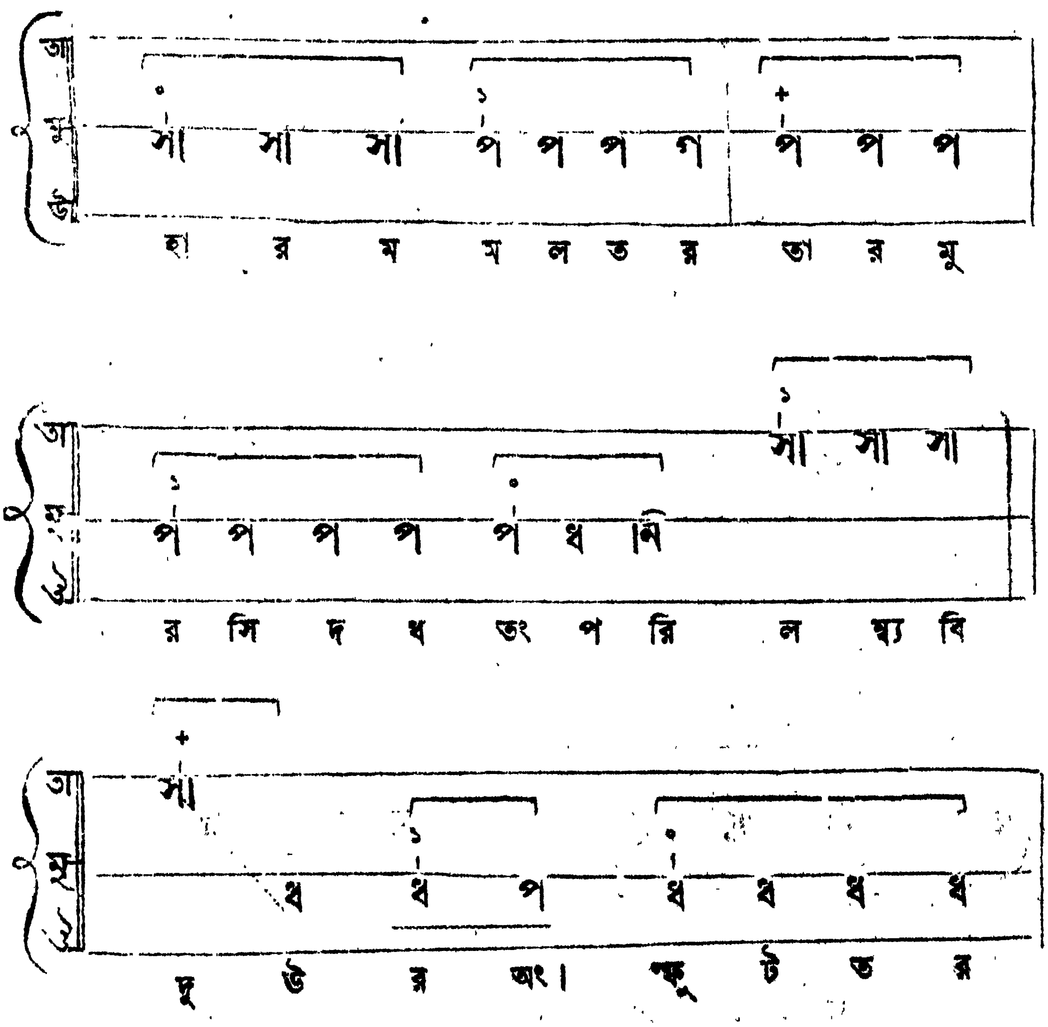

তা
মু
উ
সা সা সা
প প নি নি নি নি
রা ধা ব দ ন বি লো ক ন

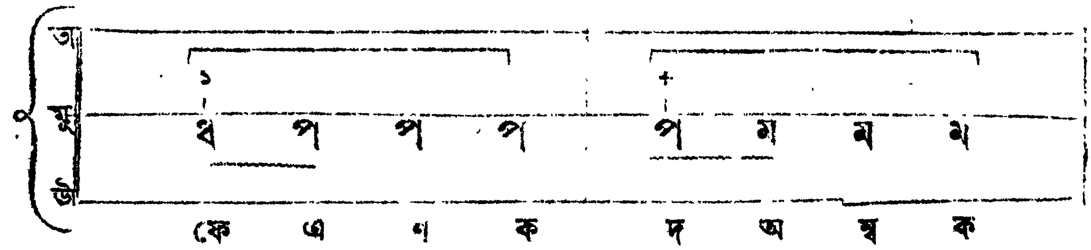

তা
মু
উ
সা সা সা সা সা সা সা সা
বি ক সি ত বি বি ধ রি

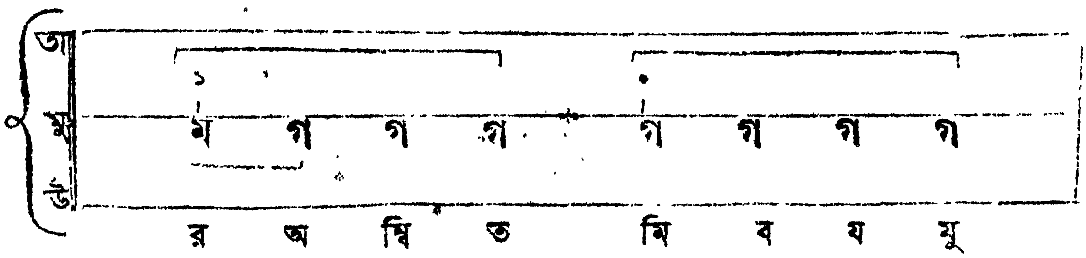

আ
মু
উ
কা র বি ভ ঞ ঞ ঞ জং ।
জ ল নি ধি মি ব বি ধু
ম ণ্ড ও ল দ র্শ ন

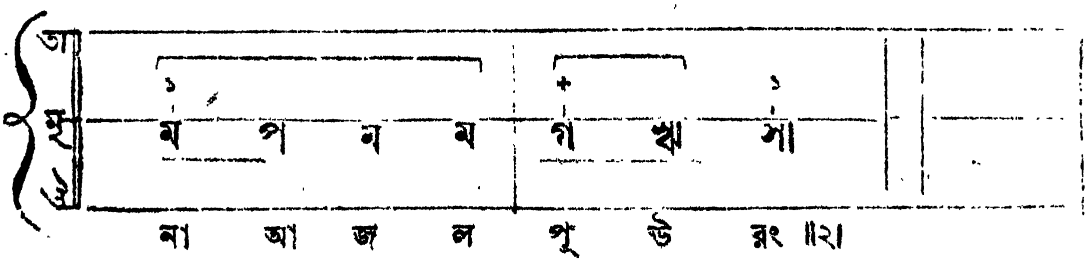

সা ঋ সা নি ধ প
র অ ঙ্গ অ অ অং ॥

সঞ্চারী।

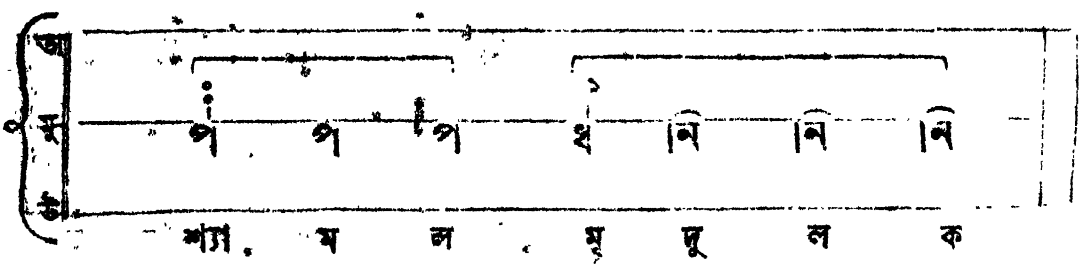

সা সা সা প প প গ প প প
হা র ম ম ল ত র তা র মু
সা সা সা
প প প প প ধ নি
র সি দ ধ তং প রি ল ম্য বি
সা
ধ ধ প ধ ধ ধ ধ
দু উ র অং। স্ফু ট ত র

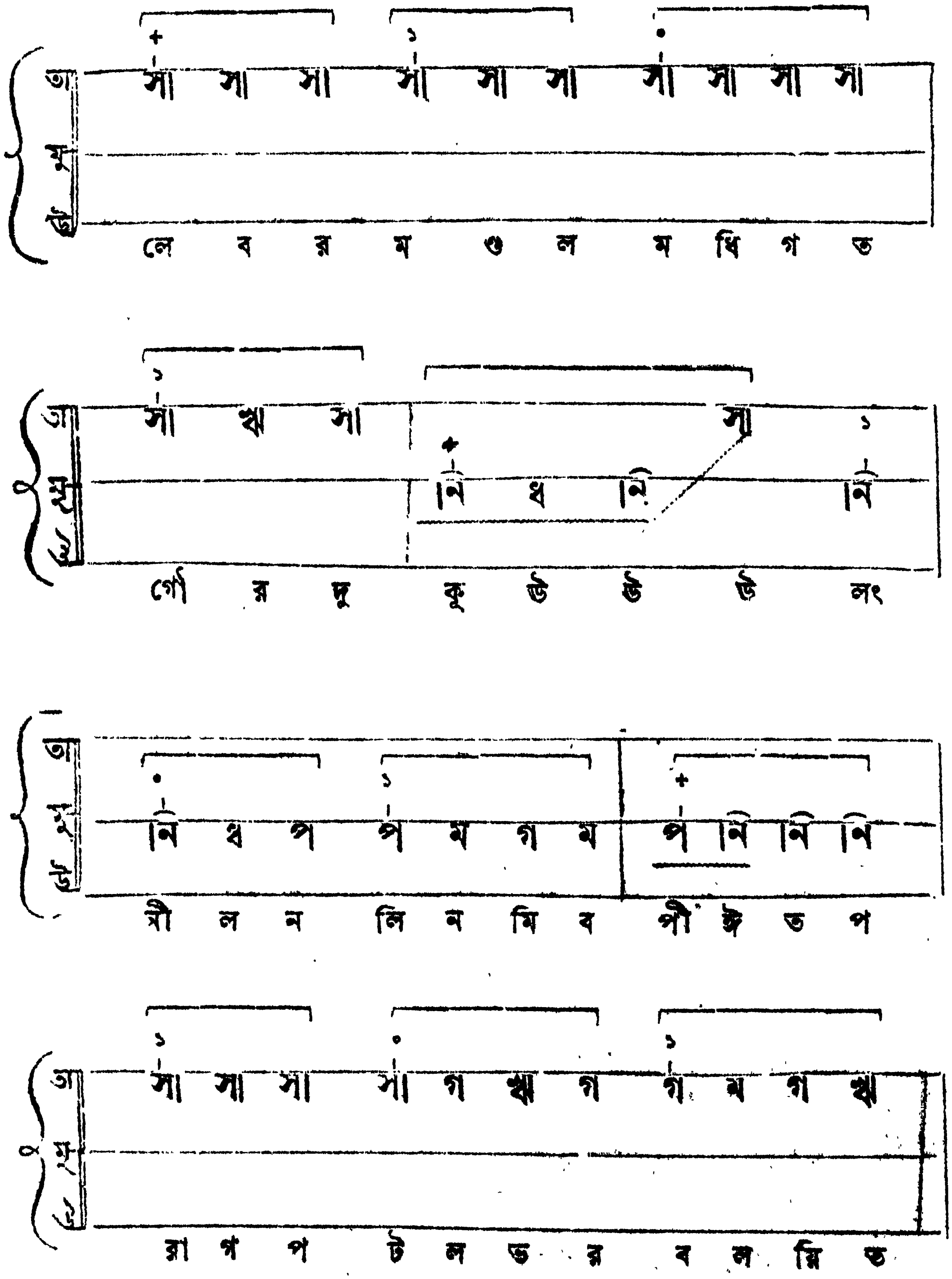

তা
মু
উ
ধ প প প প ম ম ম
ফে এ ন ক দ অ ম্ব ক

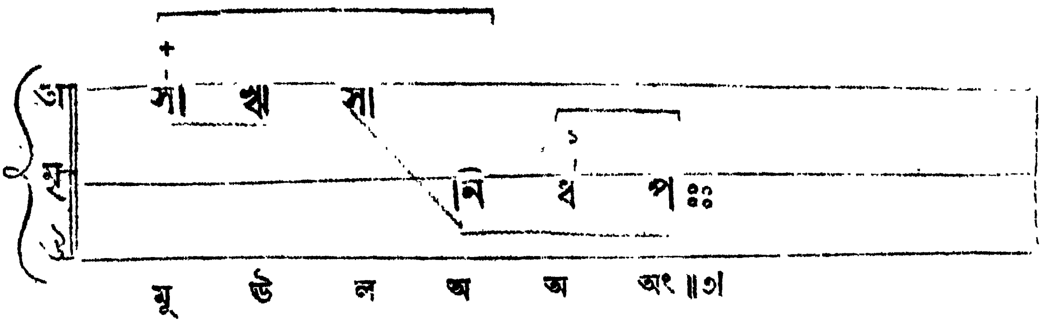

তা
মু
উ
ম গ গ গ গ গ গ গ
র অ ঞ্জি ত মি ব য মু


তা
মু
উ
ম প ন ম গ ঋ সা
না আ জ ল পু উ রং ॥২॥

আভোগ।


তা
মু
উ
প প প ধ নি নি নি
শ্যা ম ল মৃ দু ল ক


তা
মু
উ
সা সা সা সা সা সা সা সা সা সা
লে ব র ম ণ্ড ল ম ধি গ ত
সা ঋ সা সা
নি ধ নি নি
গৌ র দু কূ উ উ উ লং
নি ধ প প ম গ ম প নি নি নি
নী ল ন লি ন মি ব পী ঈ ত প
সা সা সা সা গ ঋ গ গ ম গ ঋ
রা গ প ট ল ভ র ব ল য়ি ত



তরলদৃগঞ্চল বলনমনোহর বদনজনিত রতিরাগং।
স্ফুটকমলোদর খেলিত খঞ্জন যুগমিব শরদি তড়াগং ॥৪।
বদন কমল পরিশীলন মিলিত মিহির সমকুণ্ডল শোভং।
স্মিতরুচিরুচির সমুল্লসিতাধর পল্লবকৃত রতিলোভং ॥৫।
শশি কিরণচ্ছুরিতোদর জলধর সুন্দর সকুসুমকেশং।
তিমিরোদিত বিধুমণ্ডল নির্ম্মল মলয়জতিলকনিবেশং ॥৬।
বিপুল পুলকভরদন্তুরিতং রতি কেলিকথা ভিরধীরং।
মণিগণ কিরণ সমূহ সমুজ্জ্বল ভূষণ সুভগ শরীরং ॥৭।
শ্রীজয়দেব ভণিত বিভবদ্বিগুণীকৃত ভূষণ ভারং।
প্রণমত মনসি নিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারং ॥৮।

এই শ্লোক কএকটী পূর্ব্ব লিখিত সুরযোগে গীত হইবে।

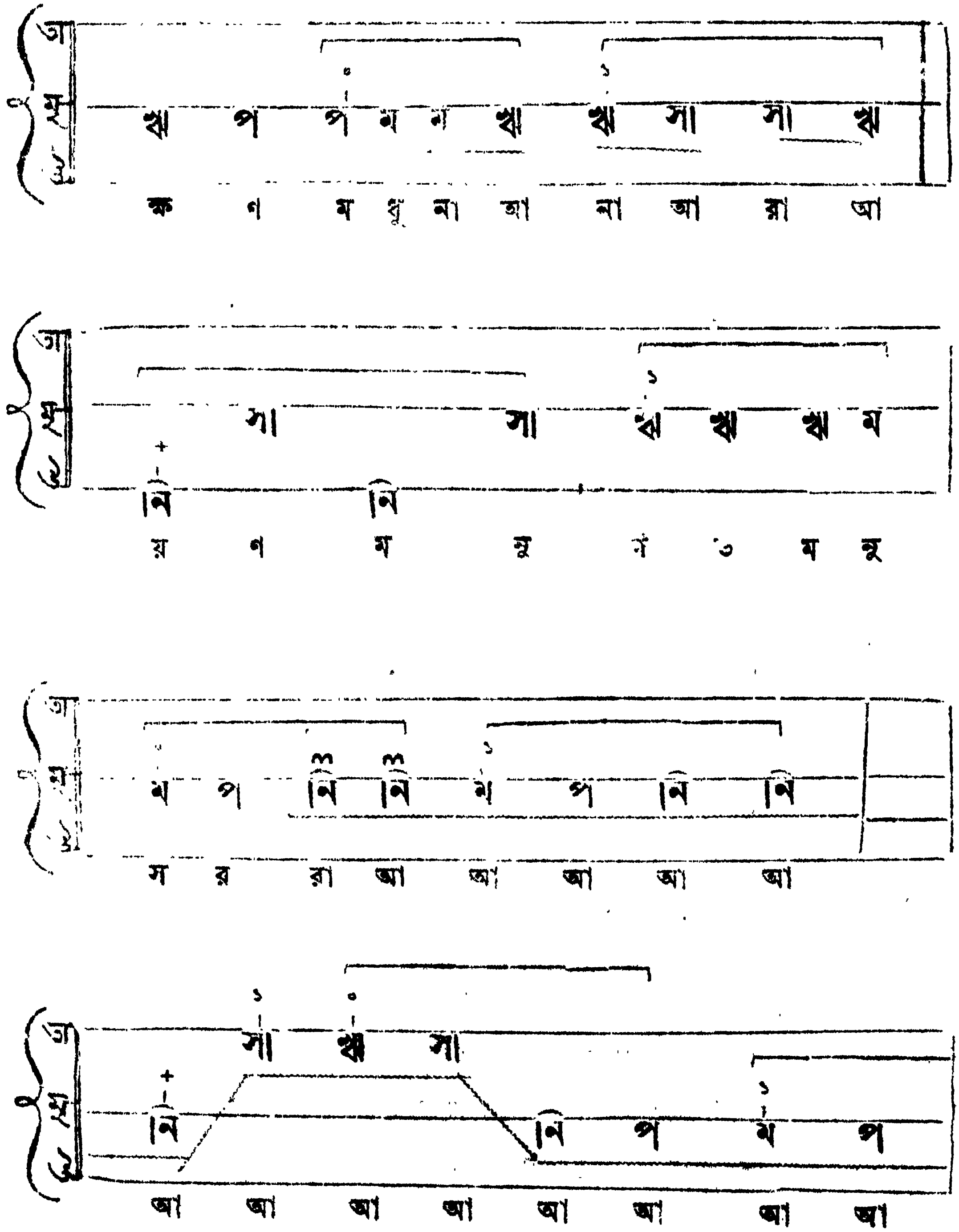
(২৪)

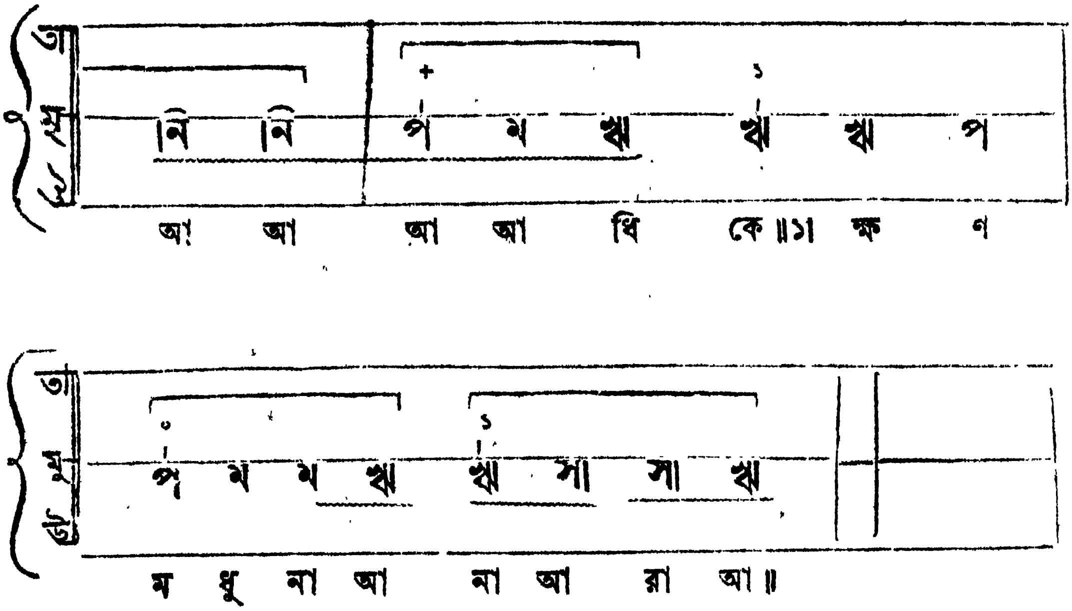
সারঙ্গ (গ এবং ধ বিবাদী) ওড়ব।

তাল কাওয়ালি।

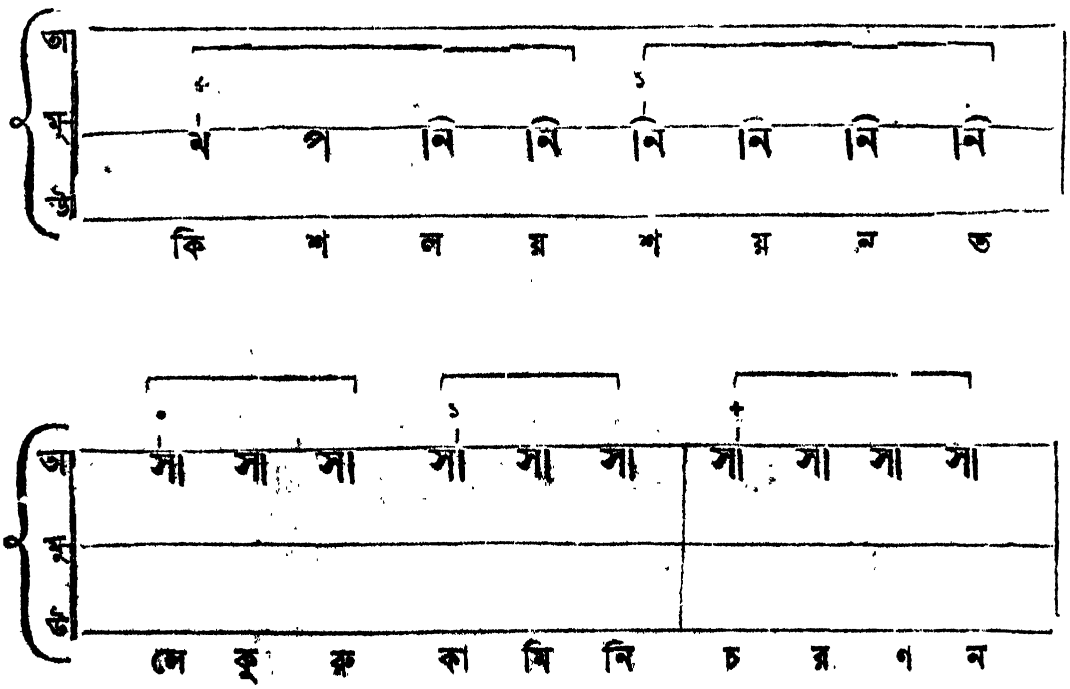
কিশলয়শয়নতলেকুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশং।
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশং ॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ১।

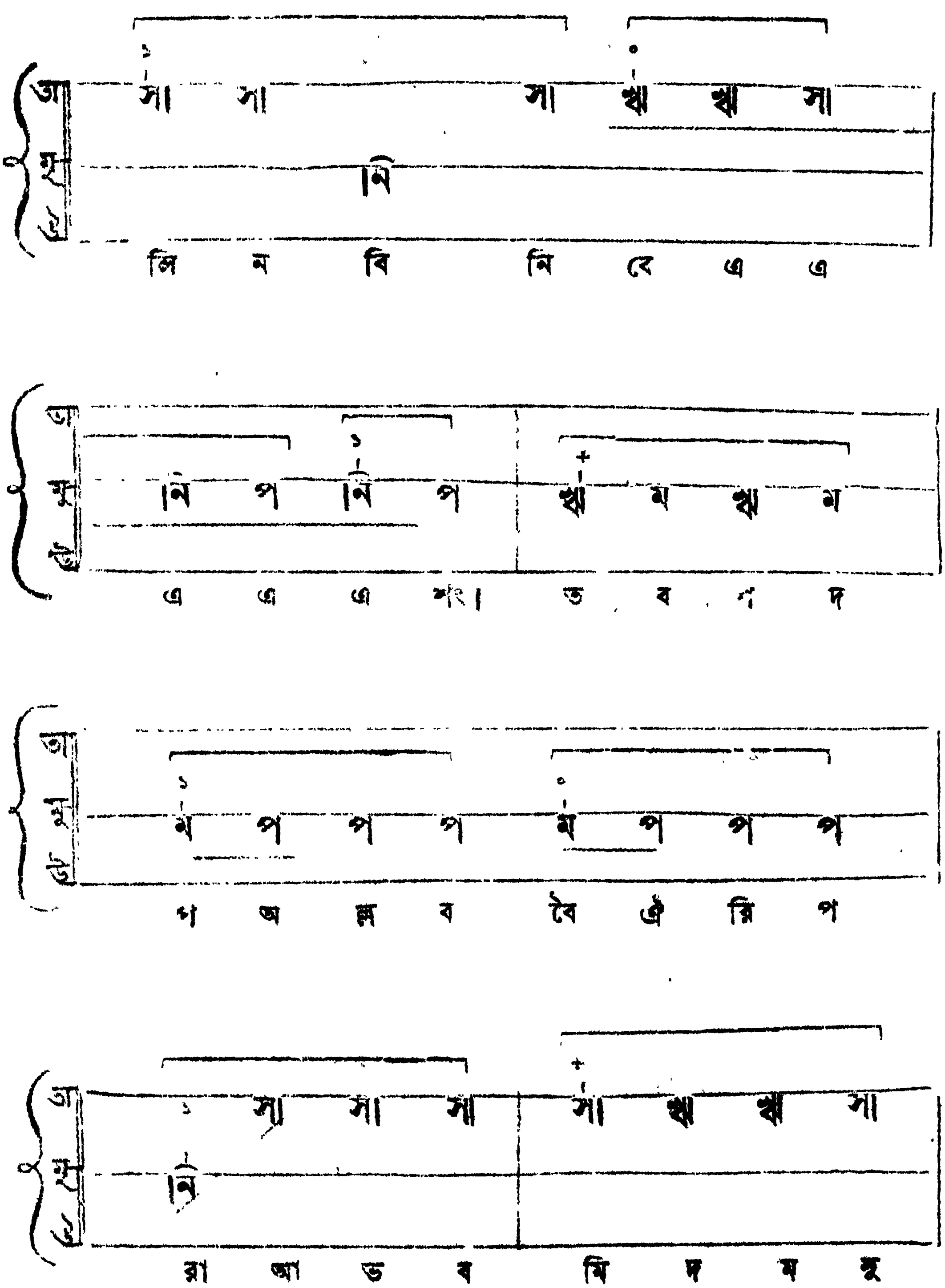
আস্থায়ী।

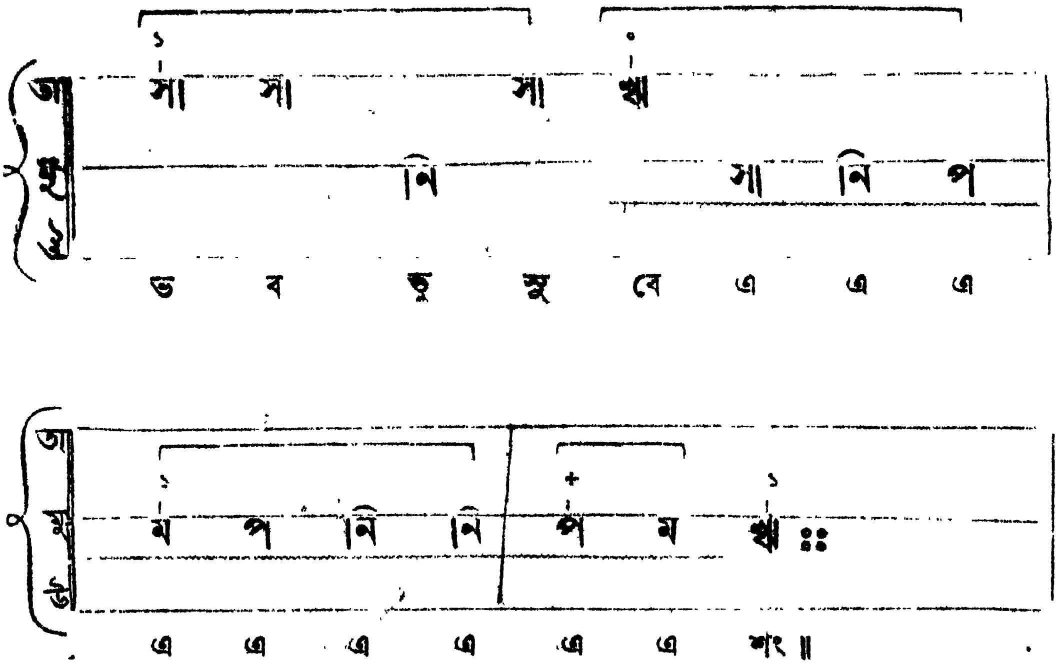



তা
মু
উ
নি নি প ম ঋ ঋ ঋ প
আ আ আ আ খি কে॥ ১ ক্ষ ণ
প ম ম ঋ ঋ সা সা ঋ
ম ধু না আ না আ রা আ॥

অন্তরা।


তা
মু
উ
ম প নি নি নি নি নি নি
কি শ ল য় শ য় ন ত
সা সা সা সা সা সা সা সা সা সা
লে কু রু কা মি নি চ র ণ ন


সা সা সা ঋ ঋ সা
নি
লি ম বি নি বে এ এ
নি প নি প ঋ ম ঋ ম
এ এ এ শং। ত ব ন দ
ম প প প ম প প প
সা সা সা সা ঋ ঋ সা
নি



করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরং।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতি শূরং ॥ ২।
বদনসুধানিধি গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলং।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধর রোধক মুরসি দুকূলং ॥ ৩।
প্রিয় পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিত মতিদুরবাপং।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপং ॥ ৪।
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসং।
ত্বয়ি বিনিহিত মনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসং ॥ ৫।
শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণ মনুগুণকণ্ঠনিনাদং।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদং ॥ ৬।

মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতু মধুনেদং।
গীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদং ॥ ৭।
শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমনুপদনিগদিত মধুরিপুমোদং।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদং ॥ ৮।

পূর্ব্বকথিত স্বরযোগে গীত হইবে।

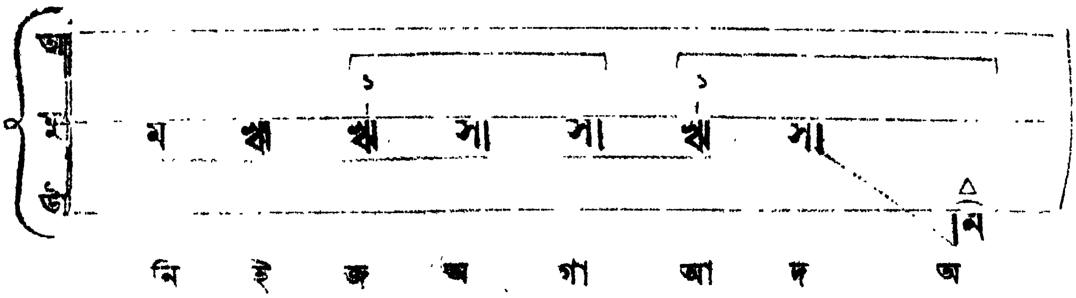
(২৫)

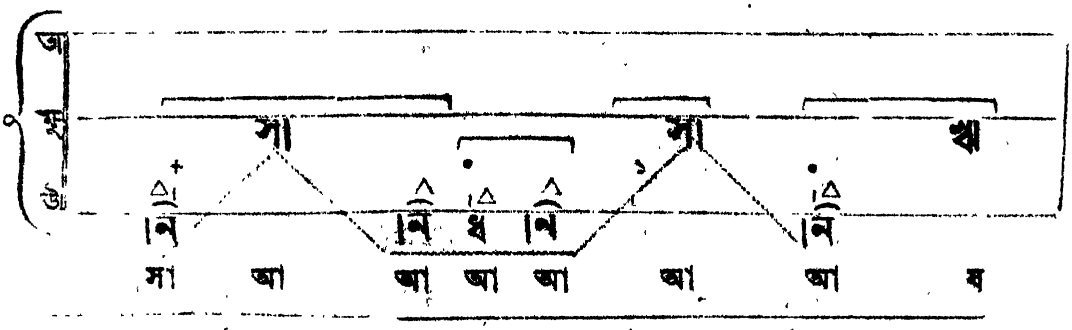
কানড়া (গ, ধ, নি) সম্পূর্ণ।

চৌতাল * ।

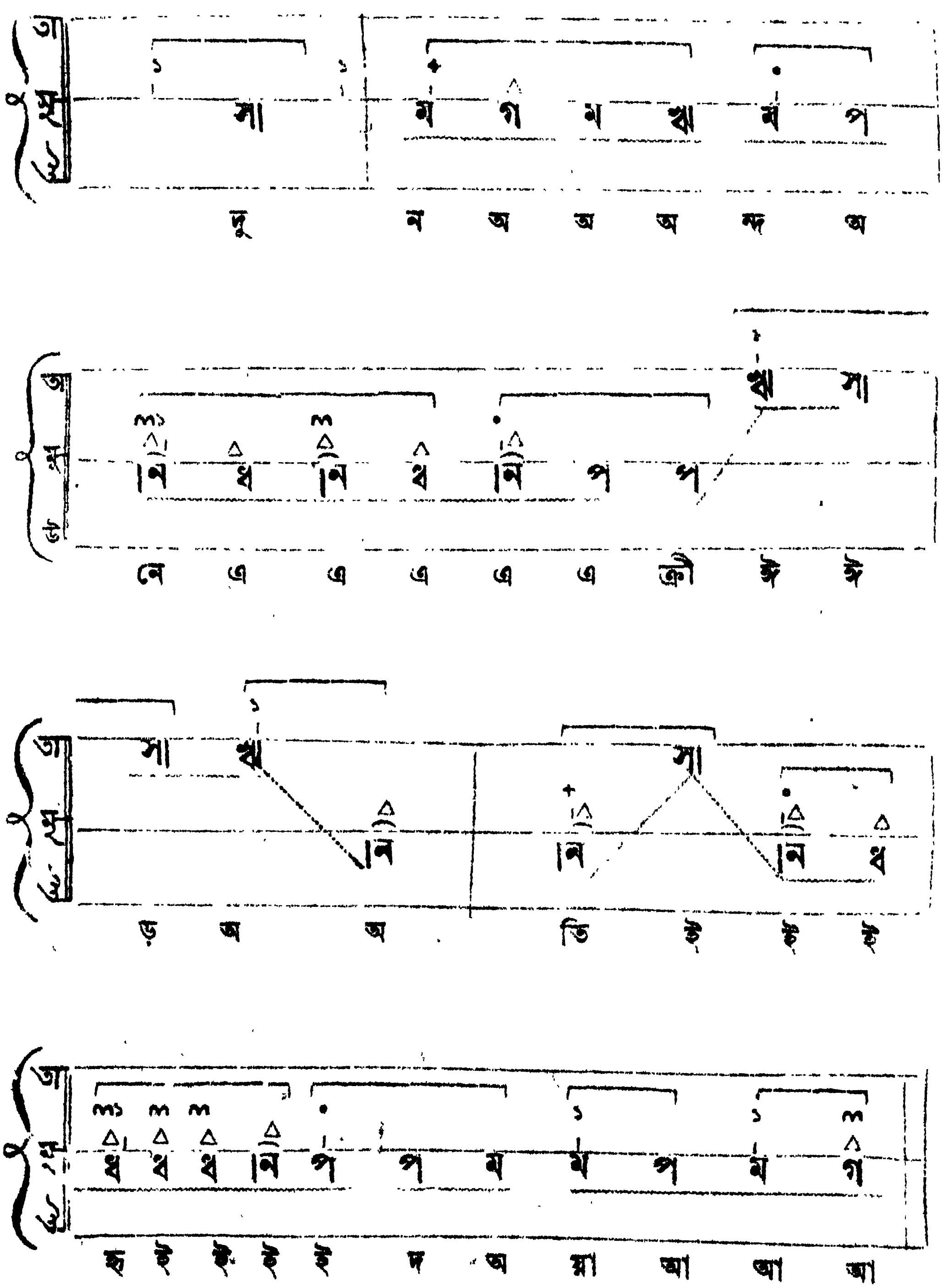
কুরু যদুনন্দন চন্দন শিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদ পত্রকমত্র মনোভবমঙ্গল কলস সহোদরে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১।

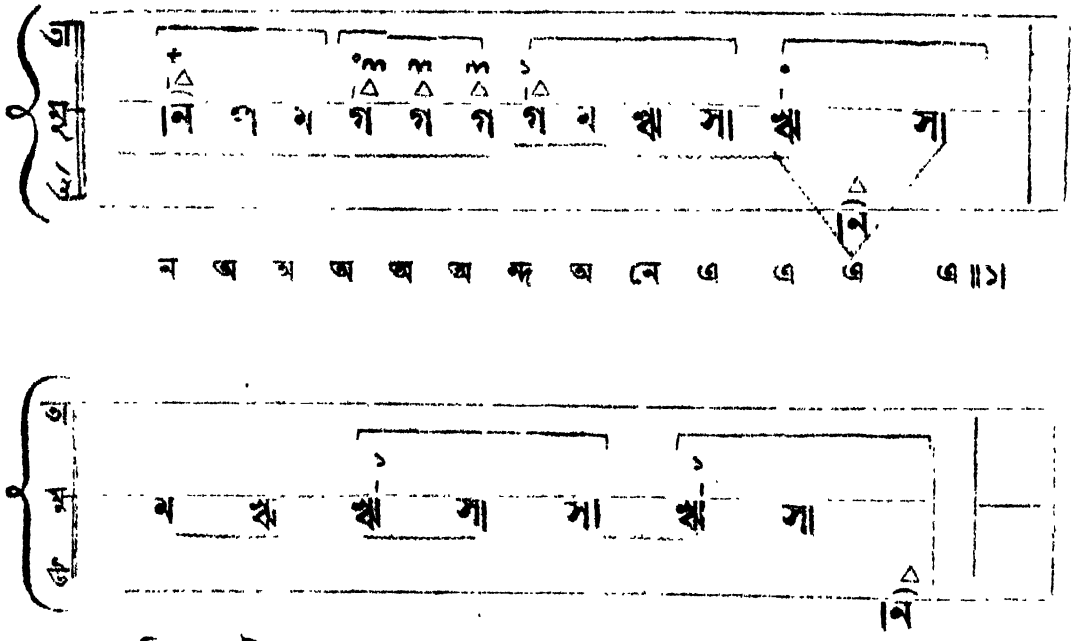
আস্থায়ী।



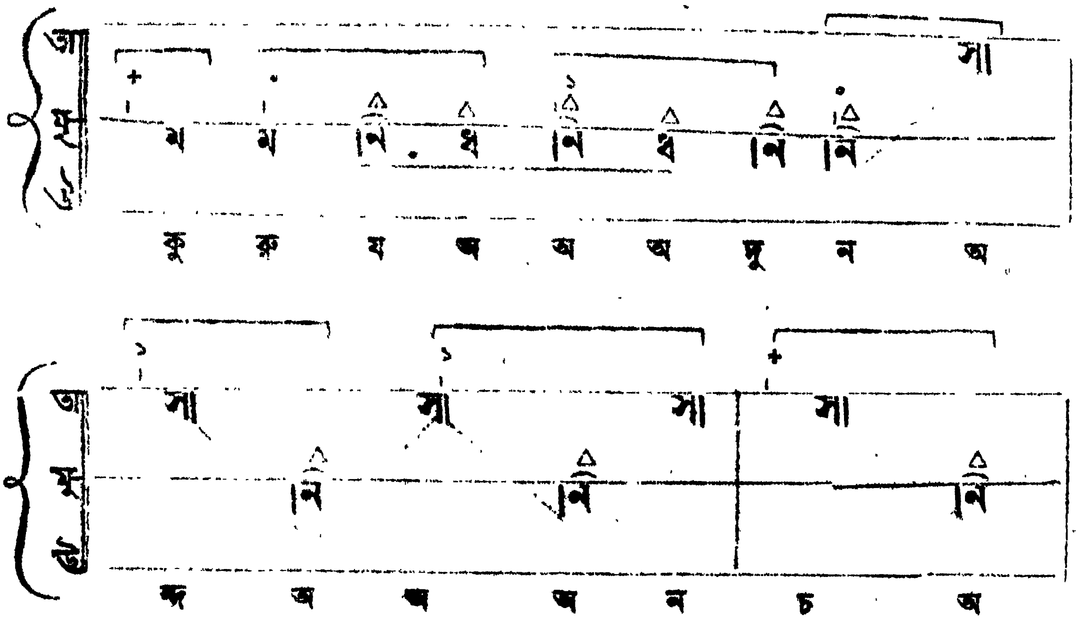


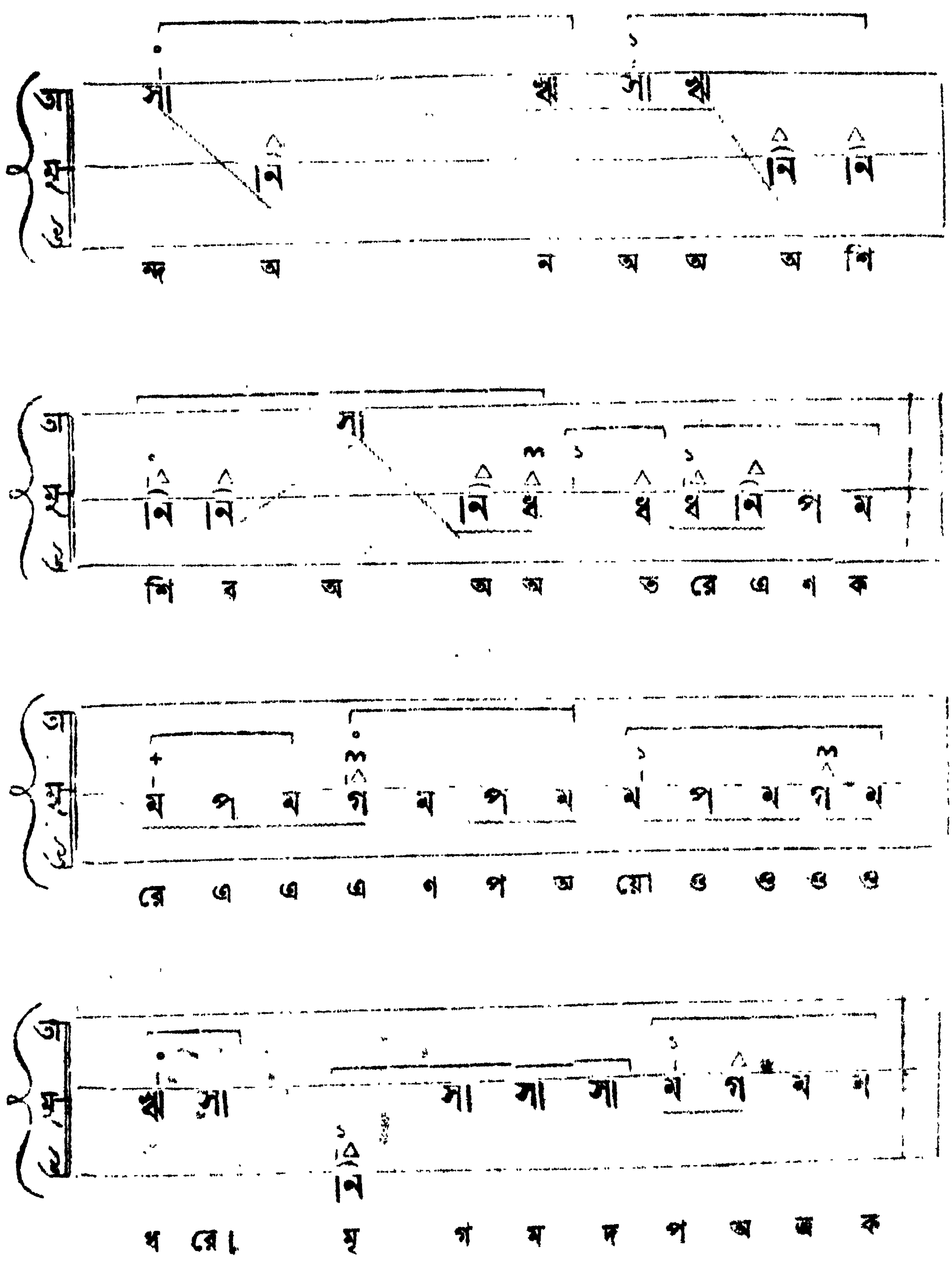
* চৌতাল ছয় মাত্রার তাল, তন্মধ্যে চারিটী আঘাত দুইটী শূন্য।

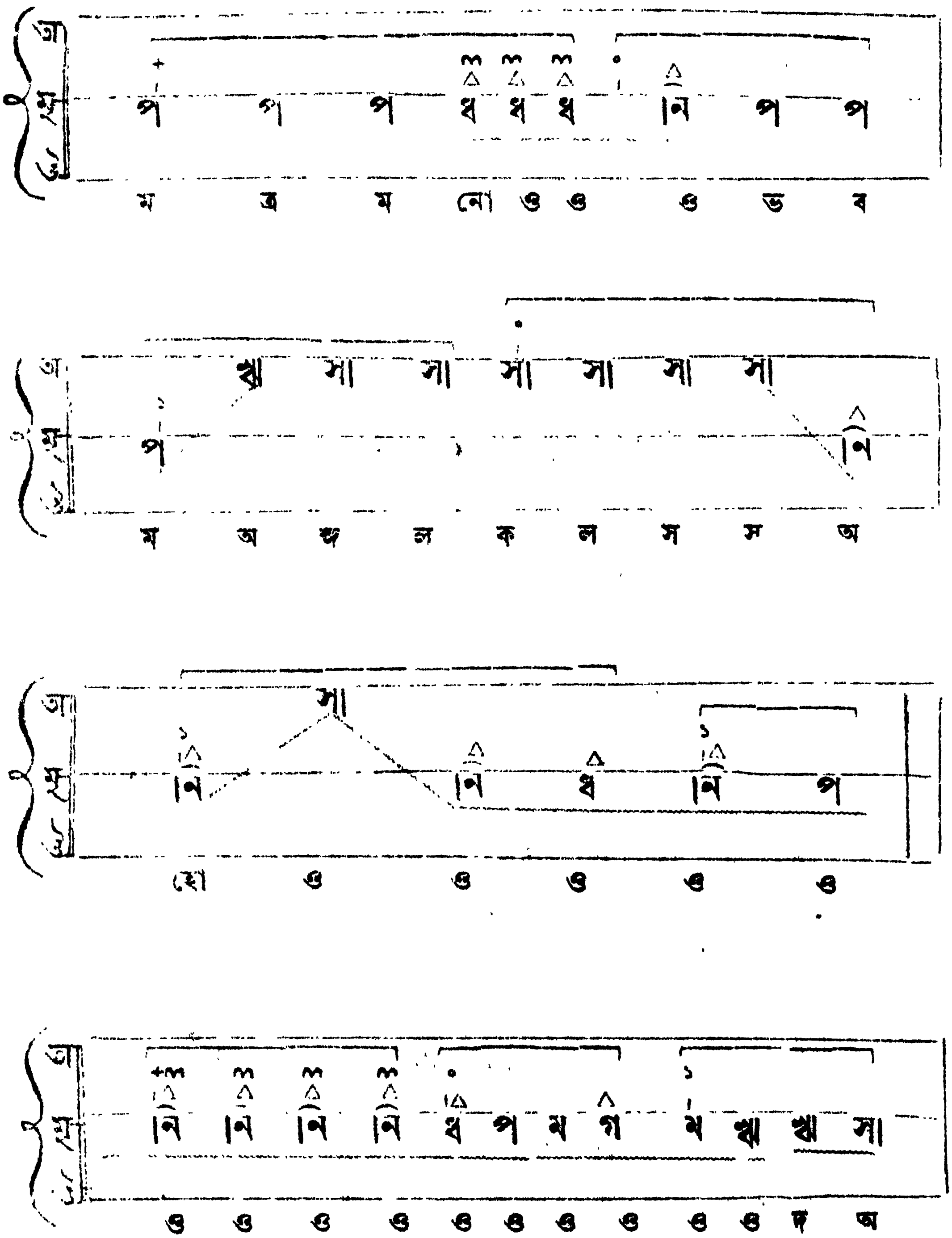

দু ন অ অ অ ন্দ অ
নে এ এ এ এ এ ক্রী ঈ ঈ
ড় অ অ ভি ই ই ই
হু ই ই ই ই দ অ ম্মা আ আ আ

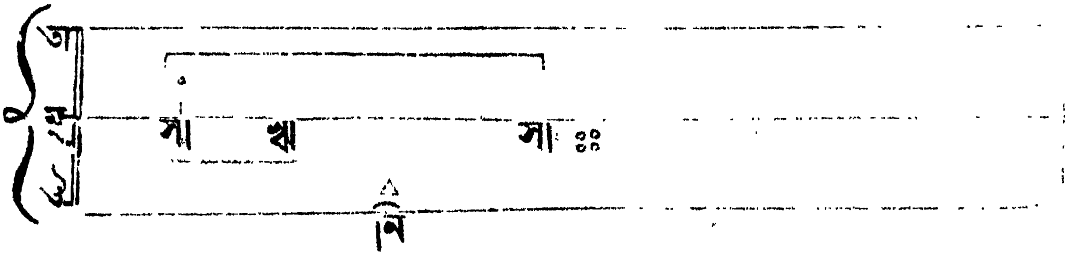

আ
মু
উ
নি গ গ গ গ গ গ ন ঋ সা ঋ সা নি
ন অ অ অ অ অ ন্দ অ নে এ এ এ এ ॥১।
আ
মু
উ
ম ঋ ঋ সা সা ঋ সা নি
নি ই জ অ গা জা ন অ

অন্তরা।


আ
মু
উ
সা
ম ম নি ধ নি ধ নি নি
কু রু য অ অ অ মু ন অ
আ
মু
উ
সা সা সা সা
নি নি নি
ন্দ অ অ অ ন চ অ


ন্দ অ ন অ অ অ শি
শি র অ অ অ ত রে এ ণ ক
রে এ এ এ ণ প অ য়ো ও ও ও ও
ধ রে। মৃ গ ম দ প অ ঙ্ক


ম ত্র ম নো ও ও ও ভ ব
ম অ ঙ্গ ল ক ল স স অ
হো ও ও ও ও ও
ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও দ অ



রে এ এ এ ॥

অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়ক মোচনে।
ত্বদধরচুম্বনলম্বিত কজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয়লোচনে ॥ ২ ॥
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গ বিকাশ নিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজ পাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥ ৩ ॥
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে ॥ ৪ ॥
মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিত কলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ৫ ॥
মমরুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥ ৬ ॥
সরসঘনে জঘনে মম সম্বরদারণ বারণ কন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয়বাসয় সুন্দরে ॥ ৭ ॥
শ্রীজয়দেব বচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণ স্মরণামৃতকৃত কলিকলুষজ্বর খণ্ডনে ॥ ৮ ।

এই শ্লোক কয়েকটী পূর্ব্ব কথিত সুরযোগে গান করিবে।

কবিবর জয়দেব গোস্বামি প্রণীত গীতগোবিন্দ
গীতাবলী-স্বরলিপিঃ সমাপ্তা।

উপসংহার।

এই গীতগোবিন্দের স্বরলিপির উপসংহারকালে সাধারণ সমীপে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে ও মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছি, যে মহাত্মা আমাকে সঙ্গীতাচার্য্য বলিয়া সম্মাননা করেন, সেই আমার সর্ব্বাচ্ছাদক শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থে অক্ষরযোজনা ও চরিত সঙ্কলনাদি বিষয়ে বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

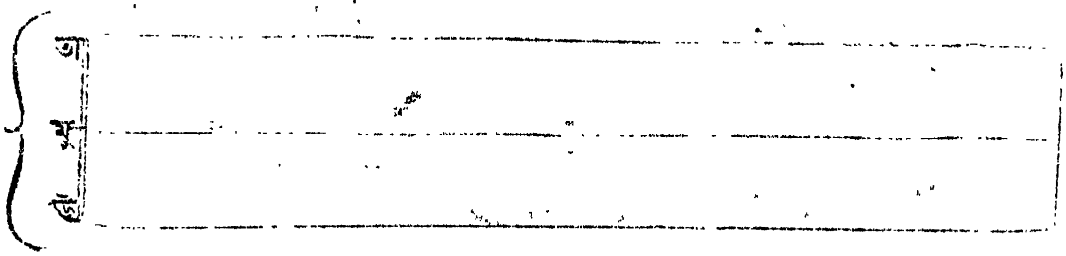
সর্ব্বশেষে ইহাও বক্তব্য, আমার পূজাস্পদ সঙ্গীতগুরু বিষ্ণুপুর নিবাসী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবিবর মহাত্মা জয়দেব-প্রণীত গীতমালা কণ্ঠে ধারণ করিতে বাল্যকালে আমাকে প্রথম শিক্ষা দেন। এতদিনের পর আমি ঐ মালাতে অগ্রলম্বিত মরকত মণিস্বরূপ জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত যোজিত করিয়া তাহা স্বরলিপি সূত্রে পুনগ্রথন পূর্ব্বক বিদ্যোৎসাহি সাধারণ মণ্ডলীতে প্রচার করিলাম। পরন্তু মহামূল্য মুক্তামালার স্বরূপ এই জয়দেবকৃত গীতাবলী যে, সাধারণে কণ্ঠে গ্রহণ করিবেন কি না তাহা তাঁহাদিগের সদাশয়তার প্রতিই নির্ভর রহিল ইতি।

পাথুরিয়াঘাটা
বঙ্গনাট্যালয়
১২৭৮। ১০ আষাঢ়

শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

ভারতবর্ষীয় কণ্ঠগীতিকার স্বরলিপির সংক্ষেপ নিয়মাবলী ।

সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রমতে তিনটী সপ্তক মাত্র ব্যবহার আছে,-যথা—উদারা, মুদারা এবং তারা। সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বর একত্র থাকিলে তাহার সপ্তক সংজ্ঞা হয়, এই সপ্তক তিনটী জ্ঞাপন জন্য নিম্নে তিনটী সরল রেখা নির্দ্দিষ্ট হইল। যথা—



এই রেখা তিনটীর মধ্যে সকলের উপরের রেখা, যাহার প্রথমে (তা) লেখা আছে, ঐ রেখাটীকে তারার গ্রাম অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক জানিতে হইবে এবং ঐ সরল রেখা তিনটীর মধ্যস্থিত যে রেখাটী উহা মুদারা গ্রাম অর্থাৎ মধ্য সপ্তক, সেই জন্য উহার পূর্ব্বে (মু) দেওয়া হইল ; আর সকলের নিম্ন রেখাটী উদারা গ্রাম অর্থাৎ নীচের সপ্তক জ্ঞাপন নিমিত্ত ঐ রেখাতে (উ) দেওয়া গেল।

যে যে সুরের উপরে (△) এই প্রকার ত্রিকোণ চিহ্ন দেওয়া আছে, সেই সেই সুর কোমল আর যে যে সুরের মস্তকে (△̣) এইরূপ চিহ্ন আছে সেই সুর টীকে অতিকোমল সুর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য।

তীব্র অর্থাৎ কড়ি সুরের চিহ্ন (⌐) এইরূপ আর যে যে সুরের উপরে (⌐̈) এই প্রকার চিহ্ন আছে সেই সুরগুলিকে অতি তীব্র সুর বলিয়া জানা বিধি।

....) এই চিহ্নটীর নাম মুর্চ্ছনা, ত্রিসপ্তকের এক বিংশতিটী স্বরকে এক বিংশতি মূর্চ্ছনা বলে, কিন্তু মুর্চ্ছনা প্রদর্শনের একটু কৌশল আছে, তিন সপ্তকের এক একটী স্বর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শাইলে তাহাকে মুর্চ্ছনা কহা যায় না, একটী কোন স্বর হইতে অনুলোম অর্থাৎ আরোহণ, বিলোম অর্থাৎ অবরোহণ সহকারে অবিচ্ছেদ গতিতে স্বরান্তর প্রকাশ করাকে মুর্চ্ছনা বলে। দুই, তিনটী অথবা তদতিরিক্ত স্বর যাহাদের নিম্নভাগে এইরূপ শৃঙ্খল রেখা দ্বারা পরস্পর সংযোজিত আছে, তন্মধ্যে প্রথম স্বর হইতে শেষ স্বর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে সেই সমুদয় কএকটী স্বর নির্দ্দিষ্ট-মাত্রানুসারে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ (।) দণ্ড চিহ্নকে কাল নিরূপক মাত্রা (১) চিহ্ন কহে। যে যে স্থানে এক একটী দণ্ড চিহ্ন আছে, সে গুলি সমুদয় একমাত্র কাল-জ্ঞাপক। দুইটী দণ্ড চিহ্ন দুইটী মাত্রা এবং তদতিরিক্ত দণ্ড থাকিলে, তদতিরিক্ত মাত্রা কাল জানিতে হইবে। যদ্যপি কোন স্থলে (৺) এইরূপ অৰ্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন থাকে সেস্থলে অর্দ্ধমাত্রা কাল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ডমরু (×) চিহ্ন অণুমাত্র কাল জ্ঞাপক, এইচিহ্ন প্রায় দণ্ড চিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে লিখিত হইয়াছে।

যেখানে দুইটী, তিনটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের পরে একটী মাত্র দণ্ডচিহ্ন থাকিবে সেখানে একমাত্রা কালের মধ্যে পূর্ব্ব স্বরের সহিত দুই, তিন অথবা তদতিরিক্ত স্বর সমভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। সেই কএকটী স্বর, উপরে (⌐‾‾‾‾‾¬) এইরূপ একটী বন্ধনীদ্বারা পরস্পর সংলগ্ন করা আছে।

---

(১) "অখণ্ডস্য মহাকালো মাত্রৌ খণ্ডয়িতুং ক্রমাৎ নাড়ীগতিং সমাশ্রিত্য তেনৎ তস্য নিবোধত। এক গত্যৈকমাত্রঃ স্যাৎ দ্বিগত্যাচ দ্বিমাত্রকঃ এবং ক্রমেণ কালস্য গণনা ক্রিয়াতে বুধৈ ইতি চিকিৎসারত্নসার গ্রন্থে"। অস্যার্থঃ—

স্বাভাবিক নাড়ীর এক একটী আঘাতকে এক একটী মাত্রা করিয়া কাল সংখ্যা লইতে হয়, সেই এক মাত্রা কাল স্থির করণানন্তর তাহারই দীর্ঘ এবং হ্রস্ব করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি কাহার মাত্রা বিষয়ক আরও কিছু জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা হয় তবে মৎপ্রণীত সঙ্গীতসারের সংজ্ঞা কাণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায় এবং ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিক ৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয় দেখিবেন।

যে ধাতুর উপরে মাত্রা চিহ্ন আছে, আর যদ্যপি ঐ ধাতুর অর্থাৎ ঐ স্বরের পর একটী অথবা তদতিরিক্ত ধাতুর উপরে মাত্রা চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ব ধাতুর উপরিস্থিত একমাত্র কাল মধ্যে সমুদায় নির্মাত্র ধাতুগুলিকে সমভাবে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সেই সমুদয় সুর গুলির মস্তকে একটী বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া আছে।

ছন্দের অনুরোধে এমনও হয় যে, কোন ধাতুর মস্তকে মাত্রা চিহ্ন আছে, কিন্তু ঐ ধাতুর বা স্বরের পর একটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের উপরে কোন মাত্রা চিহ্ন নাই, মাত্রা চিহ্নটী ধাতুশূন্য স্থানে অর্থাৎ খালি স্থানে দেওয়া আছে, সেখানে ঐ পূর্ব্ব স্বরের উপরিস্থিত মাত্রার কালটী সেই খালি স্থানের মাত্রার কাল পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে।

সুর কম্পনের নাম গমক। কোন সুর কম্পন করিতে হইলে সেই সুরের মস্তকে (ᨓ) এইরূপ গজ কুম্ভাকৃতি চিহ্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। যদ্যপি দুইটী, তিনটী অথবা তদতিরিক্ত সুর প্রত্যেকে ক্রমান্বয়ে গমক চিহ্নে চিহ্নিত থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক সুরই গমক চিহ্নের সংখ্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে মাত্রানুসারে কম্পিত হওয়া বিধি। গজ কুম্ভাকৃতি চিহ্নই গমক জ্ঞাপক।

অঙ্ক চিহ্ন একেকে তাল নিরূপক চিহ্ন করা হইয়াছে, (১) এই অঙ্ক চিহ্ন গুলি মাত্রার উপরি ভাগে দেওয়া গিয়াছে। সমের (+) এইরূপ পতঙ্গ চিহ্ন, ফাঁকের (◦) এইরূপ বিন্দু চিহ্ন, সম চিহ্ন এবং ফাঁকের চিহ্ন এই দুইটীও মাত্রার উপরে লিখিত হইয়াছে।

তালের প্রত্যেক পাদ, সপ্তক রেখার মধ্যে মধ্যে লম্বমান এক একটী সরল রেখা দ্বারা বিভক্ত হইল, এই রেখাটীর নাম বিভাজক রেখা। পদের শেষে দুইটী করিয়া রেখা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক গানের শেষে (⸬) এইরূপ পদ্ম চিহ্ন অর্থাৎ সমাপক চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে, এই চিহ্নটীর দ্বারা গীতের সম্পূর্ণতা বুঝাইবে।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।